

বৈশেষিক দর্শন

১.০ : ভূমিকা

ভারতীয় আস্থিক ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম দর্শন হলো বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শনের ‘পদার্থতত্ত্ব’ বা ‘বিশ্বতত্ত্ব’র জ্ঞান প্রাচীনকালে যে কোন ছাত্রের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হতো। বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাই বৈশেষিক দর্শনের প্রধান আলোচনা। ন্যায়-সম্প্রদায়ের মতো বৈশেষিক সম্প্রদায়ও মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলে মনে করেন। ন্যায় দর্শনে যেমন ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের হেতুরূপে গণ্য করা হতো, বৈশেষিক দর্শনে তেমনি দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যহেতুক তত্ত্বজ্ঞানকেই মোক্ষের হেতুরূপে গণ্য করা হয়।

মহর্ষি কণাদ-এর ‘বৈশেষিকসূত্র’ হলো বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায়ের মূল ও আদিগ্রন্থ। ‘বিশেষ’ পদার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় এই দর্শন ‘বৈশেষিক দর্শন’ নামে সমধিক পরিচিত হয়ে থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষে ‘কণাদদর্শন’, ‘উলুক্যদর্শন’, ‘কাশ্যপীয় দর্শন’ প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এই নামগুলির পেছনে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।

মহর্ষি কণাদ ‘কণভুক’, ‘কণভক্ষ’, ‘যোগী’, ‘উলুক’, ‘কাশ্যপ’ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি দিবাভাগে গহন অরন্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং রাত্রিকালে সবাই যখন নিদ্রিত থাকতো তখন তিনি আহারান্বেষণে বের হতেন। এরকম বৃত্তি উলুক বা পেচকের বৃত্তি তুল্য বলে তাঁর উলুক নামকরণ করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব-১১-এ এরকম কাহিনীর ছায়া রয়েছে- ‘উলুকঃ পরমো বিপ্রো মার্কণ্ডেয় মহামুনিঃ’।

অন্য এক প্রবাদে বলা হয়েছে কণাদ কঠোর যোগাভ্যাসের ফলে শিবের অনুগ্রহ লাভ করেন। শিব কণাদের তপশ্চর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে উলুকের রূপ ধরে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং ষটপদার্থের উপদেশ দান করেন। বায়ুপুরাণেও উল্লেখ আছে যে, কণাদ পরম শৈব ছিলেন। ‘কণাদ’ নাম প্রসঙ্গে ন্যায়-কন্দলীতে উল্লেখ আছে, ক্ষেত্রে পড়ে থাকা শস্যকণা ভক্ষণ করে অর্থাৎ একপ্রকার ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে তাঁকে কণাদ বলা হতো। এবং এ কারণেই তাঁকে কণভুক বা কণভক্ষ বলা হতো। আবার কণাদ কাশ্যপ গোত্রীয় ছিলেন বলে তাঁর দর্শনকে কাশ্যপীয় দর্শনও বলা হয়। মোটকথা বৈশেষিক সূত্রকারের বিবিধ নাম অবলম্বনেই এই সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে সাধারণভাবে এই দর্শন ‘বৈশেষিক দর্শন’ নামেই পরিচিত।

ন্যায়দর্শনে ষোড়শ পদার্থের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে সপ্ত পদার্থের কথা বলা হয়েছে। তবে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। পদার্থ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যার পার্থক্য দুটি ভিন্ন বিন্যাস-প্রক্রিয়ার পার্থক্য মাত্র। বস্তুত সামগ্রিকভাবে জগতের পদার্থ বিষয়ে উভয় মতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ন্যায় দর্শনে ষোড়শ পদার্থের মাধ্যমে যে সকল তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, বৈশেষিক দর্শনে তা সপ্তপদার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ন্যায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু বৈশেষিক মতে সমবায় প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞাত হতে পারে না, অনুমানের দ্বারা সমবায়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

মূলত ন্যায়সম্মত কোন মূলতত্ত্বই বৈশেষিকগণ কিংবা বৈশেষিকসম্মত কোন মূলতত্ত্বই নৈয়ায়িকগণ অস্বীকার করেননি।

২.১ : দ্রব্য পদার্থ (Substance):

বৈশেষিক দর্শনে পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা- ভাবপদার্থ এবং অভাবপদার্থ। ভাবপদার্থ ছয় প্রকার- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। সুতরাং বৈশেষিক মতে দ্রব্য হলো প্রথম ভাবপদার্থ। এই মতে দ্রব্য হলো গুণ ও কর্মের আধার বা আশ্রয় এবং গুণ ও কর্ম দ্রব্য নামক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে।

সূত্রকার মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকসূত্রে দ্রব্যের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন এভাবে-

‘ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্’। (বৈশেষিক সূত্র: ১/১/১৫)।

অর্থাৎ : যে পদার্থ ক্রিয়া বা গুণের আশ্রয় অথবা যা সমবায়ী কারণ হয় তাই দ্রব্য।

বস্তুত এই সূত্রে দ্রব্যের তিনটি বিকল্প লক্ষণ দেয়া হয়েছে- (১) যা ক্রিয়ার আশ্রয় বা ক্রিয়াবৎ তাই দ্রব্য, (২) যা গুণের আশ্রয় বা গুণবৎ তাই দ্রব্য এবং (৩) যা গুণ ও কর্মের সমবায়ী কারণ তাই দ্রব্য।

বলা বাহুল্য, এই তিনটি লক্ষণের কোনটিই এককভাবে নির্দোষ লক্ষণ হতে পারে না।

প্রথম লক্ষণ অনুসারে ‘ক্রিয়াবৎ দ্রব্যবৎ’ অর্থাৎ ক্রিয়া দ্রব্যে আশ্রিত থাকে। যেমন- ঘোড়া হলো দ্রব্য কারণ ঘোড়া হলো গতিবান। গতি একটি ক্রিয়া এবং ঘোড়া হলো তারই আশ্রয়। এই কারণে ঘোড়া একটি দ্রব্য। একইভাবে প্রবহমান জলও দ্রব্য, কারণ সেখানেও প্রবাহ বা গমন নামক ক্রিয়া আছে। কিন্তু দ্রব্যের এই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। কারণ কিছু কিছু দ্রব্য আছে যাতে কোন ক্রিয়া নেই। যেমন, আকাশ বা কাল হলো বিভূদ্রব্য। বিভূ অর্থ সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী দ্রব্যের ক্রিয়া হয় না। বৈশেষিক মতে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই চারটি দ্রব্য নিষ্ক্রিয়। সুতরাং এই চারটি ক্রিয়াহীন দ্রব্যে ‘ক্রিয়াবৎ দ্রব্যবৎ’ এই লক্ষণ প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

এই কারণে দ্রব্যের পরবর্তী লক্ষণে বলা হয়েছে, ‘গুণবৎ দ্রব্যবৎ’ অর্থাৎ দ্রব্য হলো গুণের আশ্রয়। যেমন, নীল ঘট একটি দ্রব্য, কারণ সেখানে নীল গুণ আছে। অথবা শ্বেতপদ্মে শ্বেত গুণ আছে, এ কারণে শ্বেতপদ্মটি একটি দ্রব্য।

কিন্তু এই লক্ষণটিও নির্দোষ নয়। কারণ, কেবলমাত্র কোন আশ্রয়েই গুণগুলি উৎপন্ন হয়। এর অর্থ গুণের আশ্রয় বা দ্রব্য প্রথমে উৎপন্ন হলে তবে তারপরে সেখানে গুণ উৎপন্ন হবে। সেক্ষেত্রে গুণ

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

উৎপন্ন হওয়ার আগে দ্রব্যটি হবে গুণশূন্য। সুতরাং দ্রব্যের এমন একটি অবস্থা আছে যা গুণের আশ্রয় নয়।

বৈশেষিক মতে দ্রব্য নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। পৃথিবী, তেজ, জল ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এগুলি হলো নিত্যদ্রব্য। এসবের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। কিন্তু পরমাণু ভিন্ন সকল পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যই উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্যদ্রব্য। এই সকল অনিত্যদ্রব্য স্ব স্ব উৎপত্তিক্ষেত্রে গুণহীন থাকে। বৈশেষিক মতে অনিত্য দ্রব্যের কারণসামগ্রি কেবল দ্রব্যই উৎপন্ন করতে পারে, গুণ উৎপন্ন করতে পারে না। দ্রব্যের উৎপত্তির পর সেই দ্রব্য গুণ উৎপন্ন করে। গুণ-উৎপত্তিকালীনদ্রব্য তাই নিগুণই হয়। এই উৎপত্তিকালীন দ্রব্য নিগুণ হওয়ায় 'গুণবহুং দ্রব্যত্বং' বা দ্রব্য গুণের আশ্রয় এই লক্ষণটিও অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয়।

এ কারণে বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্যের তৃতীয় লক্ষণে বলা হয়েছে 'গুণকর্মসমবায়িকরণত্ব' অর্থাৎ, যা গুণ ও কর্মের সমবায়ী কারণ তাই দ্রব্য। গুণ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যেমন, নীল গুণ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থেকে উৎপন্ন হয়, এ কারণে দ্রব্য নীল গুণের সমবায়ী কারণ।

বৈশেষিক মতে এই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যত্ব জাতিকে সিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই মতে দ্রব্যের লক্ষণে বলা হচ্ছে- 'দ্রব্যত্ব' জাতি যাতে আছে তাই দ্রব্য। ভাষ্যকারেরা দ্রব্যের এই লক্ষণের নাম দিয়েছেন 'দ্রব্যত্ববহুং', এটি একটি জাতিষটিত লক্ষণ। অর্থাৎ, বিভিন্ন দ্রব্যে সমবেত যে নিত্য অনুগত দ্রব্যত্ব ধর্ম, সেটি হলো জাতি। যা দ্রব্যত্ববহুং বা দ্রব্যত্ববান তাই দ্রব্য। এই দ্রব্যত্ববহুংকে দ্রব্যের নির্দেশ লক্ষণ বলা হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ করা যায় না। এ কারণে অনুমান প্রমাণের দ্বারা দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ করা হয়েছে। ভাষ্যপরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চাননও সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে দ্রব্যত্বজাতির দ্বারাই দ্রব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তর্কসংগ্রহদীপিকায় অন্নংভট্টে দ্রব্যের লক্ষণে বলেন-

'দ্রব্যত্বজাতিমত্বং গুণবহুং বা দ্রব্যসামান্যলক্ষণম্'। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : যাতে দ্রব্যত্ব জাতি থাকে তাই দ্রব্য, অথবা যাতে গুণ থাকে তাই দ্রব্য। দ্রব্যত্বজাতিমত্ব অথবা গুণবহুং দ্রব্যের সামান্যলক্ষণ।

তবে এতোসব জটিলতায় না গিয়ে সহজ কথায় দ্রব্যের লক্ষণ বলতে আমরা বুঝি, দ্রব্য হলো গুণবান ও কর্মবান। যা সর্ব অনিত্যগুণের ও সর্ব কর্মের সমবায়ী কারণ। সমবায়ী কারণে কার্য সরাসরি সমবায় সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়। গুণ ও কর্ম দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। গুণ বা কর্ম কখনও দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। আবার দ্রব্যও উৎপত্তির পর কোন না কোন গুণ বা কর্মের সমবায়ী কারণ হয়। গুণ বা কর্মহীন কোন দ্রব্য আমরা পাই না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে একমাত্র উৎপত্তিক্ষেত্রেই দ্রব্য নিগুণ ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। গুণ ও কর্ম পদার্থ কোন না কোন আশ্রয়ে আশ্রিত। আশ্রয় ব্যতীত আশ্রিত থাকতে পারে না। যে পদার্থ গুণ ও কর্ম পদার্থের আশ্রয়, তাকেই দ্রব্য বলা হয়।

দ্রব্যের বিভাগ:

বৈশেষিক মত অনুযায়ী তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অন্নংভট্টে দ্রব্যের প্রকার নির্দেশ করে বলেন-

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

‘তত্র দ্রব্যানি পৃথিব্যপতেজোবায়বকাশকালদিগাল্লমনাংসি নবৈব’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : পদার্থসমূহের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আল্লা ও মন- এই ন’টি মাত্র দ্রব্য।

আবার তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় তিনি বলেন-

‘দ্রব্যং বিভজতে তত্রৈতি। তত্র দ্রব্যাদিমধ্যে দ্রব্যানি নবৈবেত্যন্বয়ঃ।’ (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : দ্রব্য ন’টি- একথা বলার দ্বারা বলা হয়েছে যে, দ্রব্য ন’টি এবং ন’টির অতিরিক্ত দ্রব্য নাই।

অতএব, বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয় প্রকার। যথা- ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), বেয়াম (আকাশ), দিক, কাল, আল্লা এবং মন।

নিত্য ও অনিত্য দ্রব্যসমূহ

(১) **ক্ষিতি বা পৃথিবী (Earth) :** নবদ্রব্যের তালিকায় ক্ষিতির উল্লেখই প্রথম। ক্ষিতি বা পৃথিবী হলো গন্ধবতী দ্রব্য। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে পৃথিবীর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘তত্র গন্ধবতী পৃথিবী। সা দ্বিবিধা নিত্য্য অনিত্য্য চ। নিত্য্যপরমাণুরূপা। অনিত্য্য কার্যরূপা।’ (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : পৃথিবী হলো সেই দ্রব্য যা গন্ধযুক্ত। নিত্য ও অনিত্য ভেদে পৃথিবী দ্বিবিধ। পরমাণুরূপ পৃথিবী নিত্য, কার্যরূপ পৃথিবী অনিত্য।

পৃথিবীর লক্ষণ হলো গন্ধবহু কিংবা গন্ধের সমবায়িকারণত্ব। গন্ধের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্মই হলো পৃথিবীত্ব। এই পৃথিবীত্ব জাতির দ্বারাও পৃথিবীর লক্ষণ করা যায়। বৈশেষিক মতে ক্ষিতি বা পৃথিবীতে মোট চৌদ্দটি গুণ থাকে, যথা- গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার (বেগ ও স্থিতিস্থাপক)। পৃথিবী দুই প্রকার- নিত্য ও অনিত্য। ক্ষিতির পরমাণু নিত্য। তার উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। পরমাণু ব্যতীত সকল ক্ষিতিই অনিত্য। অনিত্য ক্ষিতি ত্রিবিধ- শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। শরীররূপ ক্ষিতি দুই প্রকার- যোনিজ ও অযোনিজ। যোনিজ শরীর আবার দুই প্রকার- জরায়ুজ ও অণুজ। অযোনিজ শরীরও দ্বিবিধ- স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষিতি থেকে উৎপন্ন।

(২) **অপ্ বা জল (Water) :** শীতস্পর্শবতী দ্রব্য হলো অপ্ বা জল। তর্কসংগ্রহে অল্পভট্ট বলেন-

‘শীতস্পর্শবত্যা আপঃ। তা দ্বিবিধাঃ নিত্য্য অনিত্য্যশ্চ। নিত্য্যঃ পরমাণুরূপা। অনিত্য্য কার্যরূপাঃ।’ (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : জল হলো সেই দ্রব্য যাতে শীতলস্পর্শ থাকে। নিত্য ও অনিত্য ভেদে জল দ্বিবিধ। পরমাণুরূপ জল নিত্য, কার্যরূপ জল অনিত্য।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

শীতস্পর্শবস্তুই জলের লক্ষণ। অনিত্য শীতস্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক ধর্মরূপে জলস্থ জাতি সিদ্ধ হয়। পৃথিবীতে যে চৌদ্দটি গুণ থাকে সেই চৌদ্দটি গুণের মধ্যে গন্ধ ব্যতীত বাকি গুণগুলি জলেও থাকে। গন্ধের পরিবর্তে জলে স্নেহ গুণটি থাকে। এই চৌদ্দটি গুণের মধ্যে রস জলের বিশেষ গুণ। জলের রূপ শুক্ল। পাত্রবিশেষে জলের যে বিভিন্ন বর্ণ দেখা যায় তা পাত্রেরই রূপ। জল দুই প্রকার- নিত্য ও অনিত্য। নিত্য জল পরমাণু স্বরূপ। অনিত্য জল ত্রিবিধ- শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। রসেন্দ্রিয় জলীয় দ্রব্য বা জল থেকে উৎপন্ন।

(৩) তেজ (Tejas) : উষ্ণস্পর্শবান দ্রব্য হলো তেজ। তর্কসংগ্রহে অন্নভট্ট বলেন-

‘উষ্ণ স্পর্শবৎ তেজঃ। তৎ চ দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যং চ। নিত্যং পরমাণুরূপম্। অনিত্যং কার্যরূপম্। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : তেজ হলো সেই দ্রব্য যাতে উষ্ণ স্পর্শ থাকে। তেজ দ্বিবিধ- নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ তেজ নিত্য, কার্যরূপ তেজ অনিত্য।

উষ্ণস্পর্শবস্তুই তেজের লক্ষণ। অনিত্য উষ্ণ স্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক রূপে তেজস্থ জাতি সিদ্ধ হয়। পৃথিবী ও জলের বিশেষ গুণ গন্ধ ও রস তেজদ্রব্যে থাকে না। এছাড়া গুরুত্ব গুণটিও তেজে থাকে না, ফলে পৃথিবীর চৌদ্দটি গুণের মধ্যে মোট এগারটি গুণ তেজদ্রব্যে থাকে। যেমন- রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিত্তি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ নামক সংস্কার। তেজের রূপ হলো ভাস্বর শুক্ল। সোনা, রূপা প্রভৃতি পদার্থ তেজঃ পদার্থ। সেজন্য বাসনপত্রকে তৈজস বলা হয়। তেজ দ্রব্য নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। পরমাণু স্বরূপ তেজ নিত্য। অন্য সমস্ত তেজ অনিত্য। অনিত্য তেজ পৃথিবী ও জলের ন্যায় শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে ত্রিবিধ। চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজ থেকে উৎপন্ন। তৈজস শরীর তৈজস পরমাণুর দ্বারা গঠিত। তেজের বিষয়কে অর্থাৎ বিষয়রূপ তেজকে কেউ কেউ চতুর্বিধ বলে মনে করেন- ভৌম, দিব্য, উদর্য ও আকরজ। অগ্ন্যাতি তেজ হলো ভৌম তেজ। বিদ্যুৎ, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি হলো দিব্য তেজ। অগ্নাদি পরিপাকের জন্য উদরস্থিত তেজ হলো উদর্য তেজ এবং সুবর্ণ রত্নাদি হলো আকরজ তেজ।

(৪) মরুৎ বা বায়ু (Air) : রূপরহিত স্পর্শবান দ্রব্য হলো বায়ু। তর্কসংগ্রহে অন্নভট্ট বায়ুর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘রূপরহিতস্পর্শবান বায়ুঃ। স দ্বিবিধঃ নিত্যঃ অনিত্যশ্চ। নিত্যঃ পরমাণুরূপঃ। অনিত্যঃ কার্যরূপঃ। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : বায়ু হলো সেই দ্রব্য যাতে স্পর্শ আছে, কিন্তু রূপ নাই। বায়ু দু’প্রকার- নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য, কার্যরূপ বায়ু অনিত্য।

পৃথিবী, জল ও তেজদ্রব্যে রূপ থাকে এবং স্পর্শও থাকে, কিন্তু বায়ুতে স্পর্শ থাকলেও রূপ থাকে না। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার (বেগ) এই নয়টি গুণ বায়ুতে থাকে। প্রাচীনমতে বায়ু স্পর্শাদি গুণের আশ্রয়রূপে অনুমেয় কিন্তু নব্যমতে বায়ু স্বাচপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বগেন্দ্রিয় দ্বারা বায়ুকে স্পর্শ করা যায়। বায়ু দুইপ্রকার- নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য। অনিত্যবায়ু তিন প্রকার- শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। স্বগেন্দ্রিয় বায়ু থেকে উৎপন্ন। স্বগেন্দ্রিয় সর্বশরীরব্যাপী। কেবল পুণ্ড্রিতঃ নাড়ীতে স্বগেন্দ্রিয় থাকে না। বায়ুকে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

উদান এই পঞ্চপ্রকার বলা হয়। হৃদয়ে স্থিত বায়ু প্রাণ, নিম্নগামীবায়ু অপান, নাভিস্থিত বায়ু সমান, কণ্ঠদেশস্থ বায়ু উদান এবং সর্বশরীর সঞ্চারী বায়ু ব্যান নামে পরিচিত। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে বায়ুর সমবায়ী কারণ নেই। কারো কারো মতে বায়ু নিত্য।

(৫) ব্যোম বা আকাশ (Akasa) : বৈশেষিকসম্মত পঞ্চম ভূতদ্রব্য হলো ব্যোম বা আকাশ। এই মতে আকাশ হলো এক, বিভু, নিত্য, ভূতদ্রব্য। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে আকাশের লক্ষণ দিয়েছেন-
'শব্দগুণকম্ আকাশম্ । তৎ চ একং বিভু নিত্যং চ।' (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : শব্দ গুণ যার সেই দ্রব্য আকাশ। আকাশ এক, নিত্য ও বিভু।

আকাশ শব্দগুণের অধিকরণ বা আশ্রয়। শব্দ আকাশে সমবেত। শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু আকাশ অপ্রত্যক্ষ। আকাশের অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ। আকাশ অতীন্দ্রিয় ও সর্বব্যাপী। যেহেতু আকাশ সর্বব্যাপী সেহেতু সকল মূর্ত দ্রব্যের সঙ্গে আকাশের সংযোগ আছে। সর্বমুর্তসংযোগিত্ব অর্থাৎ যে দ্রব্য সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত তাকে বলে বিভুদ্রব্য। এই কারণে আকাশ বিভু পদার্থ। আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। তাই আকাশ নিত্য এবং এক। আকাশ এক হওয়ায় আকাশস্থ জাতি স্বীকৃত হতে পারে না। আকাশকে তাই অখণ্ডোপাধি বলা হয়। যদি আকাশ উৎপন্ন দ্রব্য হতো তাহলে তার সমবায়ী কারণরূপে আকাশের পরমাণু স্বীকার করতে হতো। কিন্তু পরমাণু থেকে উৎপন্ন দ্রব্য হয় অণুপরিমাণ বিশিষ্ট হবে অথবা মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট হবে। আকাশ বিভু পরিমাণ হওয়ায় তা পরমাণু থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। অনুৎপন্ন ভাবপদার্থ মাত্রই অবিনাশী। অতএব আকাশ নিত্য।

আবার আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না অর্থাৎ আকাশ অতীন্দ্রিয় হওয়ায় পরিশেষানুমানের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে শব্দ অনিত্য গুণ পদার্থ। শব্দ গুণ হওয়ায় তা কোন না কোন দ্রব্যে সমবায় সঙ্ঘন্ধে সংবদ্ধ হবে। আবার তা অনিত্য হওয়ায় তার সমবায়ী কারণরূপে কোন দ্রব্য স্বীকার করতে হবে। শব্দ একটি বিশেষ গুণ হওয়ায় তা কাল, দিক্ ও মনে আশ্রিত হতে পারে না। কারণ এই তিনটি দ্রব্য কোন বিশেষ গুণের আশ্রয় হয় না। আবার শব্দ যেহেতু শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সেহেতু তা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আত্মার গুণ হতে পারে না। পৃথিব্যাদি দ্রব্যের গুণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। এভাবে পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যের শব্দাশ্রয় বা শব্দের সমবায়ী-কারণতা অস্বীকৃত হওয়ায় নবতম দ্রব্য আকাশকেই শব্দাশ্রয় বা শব্দের সমবায়ী কারণরূপ দ্রব্য বলে স্বীকার করতে হয়। এভাবে পরিশেষানুমানের সাহায্যে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

(৬) কাল (Time) : বৈশেষিক স্বীকৃত ষষ্ঠ দ্রব্য হলো কাল। কালকে অতীতাদি ব্যবহারের হেতু বলা হয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতির বোধ থেকে কালের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে কালের লক্ষণ দিয়েছেন-

'অতীতাদিব্যবহারহেতুঃ কালঃ। স চ একঃ বিভুঃ নিত্যঃ চ।' (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এরূপ ব্যবহারের হেতু যে দ্রব্য, তাই কাল। কাল এক, বিভু ও নিত্য।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

কালের রূপ নেই, এজন্য কাল অপ্ৰত্যক্ষ। কালের কল্পিত বিভাগ হলো মুহূর্ত। কাল জড়পদার্থ নয়, তাই কাল অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। বৈশেষিক মতে কাল এক, বিভূ ও নিত্য। কালের কোন বিশেষ গুণ নেই, সামান্য গুণ আছে। সামান্য গুণগুলি হলো সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে কাল এক। কালে আশ্রিত পদার্থসমূহের ক্রিয়ার জন্য কাল অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ক্ষণ, প্রহর, দিন, মাস, কর্ষাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ধরনের ভেদ-ব্যবহার ঔপাধিক। প্রকৃতপক্ষে কাল এক ও অখণ্ড।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় কাল নিত্য। মহাপ্রলয়ে অনিত্য পদার্থসমূহের ধ্বংস কালেই উপপাদন করতে হয়। তাই প্রলয়েও কাল জগৎ-বিনাশের সাক্ষিরূপে অক্ষতই থাকে। আবার জগতের সৃষ্টি কালেই উপপাদন করতে হয় বলে কাল অনাদি। অনাদি ও অবিনাশী কালকে নিত্যই বলতে হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে কাল বিভূ বা পরম মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট। সর্বদা ও সর্বত্র ক্রিয়াসমূহ কালেই সম্পাদিত হয় বলে কাল সর্বব্যাপক বা সর্বত্র ব্যাপ্ত। কাল এক বলে কালত্ব ধর্ম জাতি হতে পারে না। কাল সকল কার্যের নিমিত্ত কারণ। তাই তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকাগ্রন্থে অন্নংভট্ট বলেন-
'সর্বাধারঃ কালঃ সর্বকার্যনিমিত্তকারণং চ।' (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : কাল সব কিছুর আধার এবং সকল কার্যের নিমিত্ত কারণ।

(৭) **দিক্ (Space)** : দিকের অপর নাম দেশ। তা আকাশের মতোই এক, অতীন্দ্রিয়, বিভূ বা সর্বব্যাপী ও নিত্য দ্রব্য। কাছে-দূরে, এখানে-ওখানে, পূর্বে-পশ্চিমে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের কারণরূপে দিকের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে দিক্-এর লক্ষণ দিয়েছেন-
'প্রাচ্যাদিব্যবহারহেতুঃ দিক্ । সা চ একা নিত্যা বিভূঃ চ।' (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এখানে, সেখানে, কাছে, দূরে প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ যে দ্রব্য, তাই দিক্ । (কালের মতো) দিক্ এক, নিত্য ও বিভূ দ্রব্য।

কালের মতো দিকেরও কোন বিশেষ গুণ নেই, সামান্য গুণ আছে। যথা- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। কালের মতো দিক্-এও উদ্ভূতরূপ বা উদ্ভূতস্পর্শ নাই। তাই দিক্-এর প্রত্যক্ষ হয় না। এছাড়া দিক্ সকল কার্যের প্রতি নিমিত্ত কারণ। তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় অন্নংভট্ট বলেন-
'দিগপিকার্যমাত্রে নিমিত্ত কারণম্ ।' (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : দিক্ কার্যমাত্রের প্রতি নিমিত্ত কারণ।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পরত্ব এবং অপরত্ব বলে দুটি গুণ পদার্থ স্বীকৃত। পরত্ব এবং অপরত্ব গুণদ্বয়ের ব্যবহার আবার দুই প্রকার। একপ্রকার পরত্ব ও অপরত্বের দ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বের উপপত্তি হয়।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

অপর প্রকার পরস্পর ও অপরস্পরের দ্বারা দূরত্ব ও নিকটত্বের উপপত্তি হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রথম প্রকার ব্যবহারের দ্বারা কাল অনুমিত হয় এবং দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের দ্বারা দিক অনুমিত হয়। আমরা প্রাচী (পূর্ব), প্রতীচী (পশ্চিম), উদীচী (উত্তর) এবং অবাচী (দক্ষিণ) প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে দূরত্ব-নিকটত্বের প্রতীতি লাভ করি। দূরত্ব-নিকটত্ব দৈশিক অবস্থান নির্দেশক। এই দৈশিক অবস্থানই পরস্পর-অপরস্পরের একটি অর্থ। এই দূরত্ব ও নিকটত্ব আমরা ফুট, গজ, মাইল, কিলোমিটারের দ্বারা নির্দেশ করি।

বৈশেষিক মতে দিক এক ও বিভূ। কিন্তু এক্ষেত্রে আপত্তি উঠতে পারে যে, যার দ্বারা প্রাচী ও প্রতীচী প্রভৃতি ব্যবহার সিদ্ধ হয় তা কি করে এক ও বিভূ হতে পারে। প্রাচী প্রতীচী নয়, আবার প্রতীচী প্রাচী নয়। তাই দিককে এক ও বিভূ বলা যায় না। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যরা বলেন প্রাচী-প্রতীচী ইত্যাদি ব্যবহার উপাধি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দিক এক। উপাধিভেদে দিককে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। দিক এক হওয়ায় তার বস্তুত কোন ভেদ নেই। উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত দিক এক, বিভূ ও নিত্য।

(৮) **আত্মা (Soul)** : বৈশেষিক দার্শনিকরা আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে স্বতন্ত্র একটি নিত্যদ্রব্য বলেছেন। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে আত্মার লক্ষণ দিয়েছেন-
'জ্ঞানাধিকরণমাত্মা।' (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : আত্মা জ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়।

আত্মাজ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ নয়। জ্ঞানাধিকরণত্ব আত্মার লক্ষণ। জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার একটি গুণ। তবে জ্ঞান আত্মার নিত্য গুণ নয়, আগন্তুক গুণ। আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই কারণে আত্মা হলো জ্ঞানের সমবায়ী কারণ। কিন্তু আত্মাতে জ্ঞান সর্বদা থাকে না। তিনপ্রকার সংযোগের ফলে আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেগুলি হলো বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ এবং মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ। কিন্তু সুশুষ্টি বা গভীর নিদ্রাকালে অথবা মুক্তির অবস্থায় আত্মাতে জ্ঞান থাকে না।

অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন-

'স দ্বিবিধঃ জীবাত্মা পরমাত্মা চ ইতি।'

অর্থাৎ : 'আত্মা দু'প্রকার- জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর।'

জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য, কিন্তু পরমাত্মা বা ঈশ্বর নিত্য জ্ঞানবান। তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় অল্পভট্ট বলেন-

'নিত্যজ্ঞানাধিকরণত্বং ঈশ্বরত্বম'। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : পরমাত্মা বা ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানের অধিকরণ বা আশ্রয়।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

নিত্যজ্ঞান পরমাত্মার গুণ। সুতরাং ঈশ্বর সগুণ। সর্বজ্ঞ পরমাত্মা সর্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞানের আশ্রয়, কিন্তু নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নন। ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়দর্শী, অনাদি, অসীম, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তিনি জ্ঞানাদি সকল গুণবিশিষ্ট, নিত্য।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার- এই ন'টি জীবাত্মার বিশেষ গুণ। জ্ঞানবস্তু, ইচ্ছাবস্তু, প্রযত্নবস্তু- এই তিনটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মারই সামান্য লক্ষণ, কারণ পরমাত্মা বা ঈশ্বরেরও নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন আছে। জগতের নিমিত্ত কারণরূপে পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। কিন্তু পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সুখ, দুঃখ, দ্বেষ না থাকায় সুখবস্তু, দুঃখবস্তু, দ্বেষবস্তু পরমাত্মার লক্ষণ নয়। এগুলি কেবল জীবাত্মারই লক্ষণ।

জীবাত্মা এক নয়, বহু। শরীর ভেদে বিভিন্ন জীবাত্মা স্বীকার করা হয়েছে। জীবাত্মা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশরহিত। জীবাত্মা বিভূ, অর্থাৎ পরম মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট। শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলে জীবাত্মাকে সীমিত বলে মনে হয়। পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক ও সর্বজ্ঞ।

(৯) **মন (Manas)** : ন্যায়-বৈশেষিক মতে মন নবম দ্রব্য এবং অগ্নিম দ্রব্য। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব (দৈশিক), সংস্কার (বেগ)- এই আটটি গুণের অধিকরণ হলো মন।

অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন- মন অন্তরিন্দ্রিয়। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আন্তর বস্তুর জ্ঞান চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণ। সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষ বা উপলক্ষের সাধন হলো মন। প্রত্যেক আত্মায় ভোগসাধনরূপে একটি মন স্বীকার করা প্রয়োজন। বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন বহিরেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, সেরকম সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করার জন্য একটি ইন্দ্রিয়কে করণ হিসেবে স্বীকার করতে হয়। এই অন্তরেন্দ্রিয়ই হলো মন। মন আত্মার মতো নিত্য দ্রব্য। আত্মা অসংখ্য, তাই মনও অসংখ্য। মন যেহেতু অতীন্দ্রিয়, তাই মনের অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় মন-এর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘স্পর্শরহিতত্বে সতি ক্রিয়াবস্তুঃ মনসো লক্ষণম্’। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : যা স্পর্শশূন্য, কিন্তু ক্রিয়াবান, তাই মন।

পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজে স্পর্শ ও ক্রিয়া উভয়ই থাকে। আকাশ, দিক, কাল, আত্মা এই চারটি দ্রব্যে স্পর্শ ও ক্রিয়া থাকে না। কেবলমাত্র মন ক্রিয়াবান, কিন্তু স্পর্শরহিত। তাই মন পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্য হতে ভিন্ন।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, মনের প্রত্যক্ষ হয় না, মনকে অণুপরিমাণ বলা হয়েছে। মনের অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ। এই মতে মন দ্রব্য হওয়ায় তার পরিমাণ থাকবে। দর্শনের দৃষ্টিতে পরিমাণ তিন প্রকার- অণুপরিমাণ, মধ্যমপরিমাণ ও বিভূপরিমাণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে মন মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট হতে পারে না। কেননা মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য সাবয়ব বলে তার বিনাশ স্বীকার্য। সুতরাং মন মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট হলে মন বিনাশী অর্থাৎ অনিত্য একথা স্বীকার করতে হয়। আবার একথা বলা যায় না যে, আকাশ, দিক, কাল, আত্মা স্পর্শরহিত কিন্তু বিভূদ্রব্য এবং মন স্পর্শরহিত দ্রব্য হওয়ায়

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

মনও আকাশাদির মতো বিভূ দ্রব্য। মন বিভূদ্রব্য হলে আত্মমনঃসংযোগ রূপ অসমবায়িকারণ না থাকায় জ্ঞানের উৎপত্তি হবে না। কেননা ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা দুটি বিভূ দ্রব্যের সংযোগ স্বীকার করেন না বলে আত্মমনঃসংযোগ রূপ অসমবায়িকারণ ছাড়াই জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা অসম্ভব। কারণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ ঘটলেই প্রত্যক্ষণ বা জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, প্রত্যক্ষণের জন্য প্রয়োজন আত্ম-মনোসংযোগ। সুতরাং যেহেতু আত্মার বিভূ স্বীকৃত, সেহেতু স্বীকার করতে হবে যে, মন বিভূপরিমাণবিশিষ্ট নয়। অনুমানসিদ্ধ মনের অস্তিত্ব সাধনে ন্যায়সূত্র-এ বলা হয়েছে-

‘যুগপৎ জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসো লিপ্সম্’। (ন্যায়সূত্র-১/১/১৬)।

অর্থাৎ : যুগপৎ বা একই সময়ে দুটি বিষয়ের জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়ায় মনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

এই যুক্তির ব্যাখ্যা হলো, বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ সম্বন্ধ থাকলেও যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হয় না। আত্মা বিভূ হওয়ায় আত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সর্বদাই বর্তমান। তা সত্ত্বেও যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান না হওয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সংযোগ স্বীকার করা যায় না। উভয়ের মধ্যবর্তী তৃতীয় একটি কারণের অনুসন্ধান করতে হয়। এই তৃতীয় কারণটি হলো মন নামক দ্রব্য। আত্মার সঙ্গে সরাসরি মনের সংযোগ হয় এবং মনের সঙ্গে বহিরিন্দ্রিয়গুলির সংযোগ হয়। বহিরিন্দ্রিয়গুলি যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেও কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে মনের সঙ্গে একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্ভব। কারণ মন অণুপরিমাণবিশিষ্ট। অণুপরিমাণ দ্রব্য একক্ষণে একাধিক দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। কোন একক্ষণে মনের সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় সেইক্ষণে কেবল সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংবদ্ধ বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংবদ্ধ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই দ্রব্যরূপ মন বহিরিন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানের নিয়ন্ত্রক। এভাবেই মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এছাড়া মানস-প্রত্যক্ষের করণরূপ ইন্দ্রিয় হলো মন। এজন্যেই মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। তবে ভাট্টমীমাংসা ও পাতঞ্জল দর্শন সম্প্রদায় মনের অণুপরিমাণ স্বীকার করেন না। তাদের মতে মন বিভূ।

২.২ : গুণ পদার্থ (Quality):

বৈশেষিক সম্মত সপ্তপদার্থের দ্বিতীয় পদার্থ হলো গুণ। গুণ একটি ভাবপদার্থ। যে পদার্থ দ্রব্যে অবস্থান করে এবং যার কোন কর্ম নেই তার নাম গুণ। গুণ সব সময়ই দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। দ্রব্য ছাড়া গুণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকসূত্রে গুণের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন-

‘দ্রব্যশ্রয়া অগুণবান সংযোগবিভাগেস্বকারণমনপেষ্ট ইতি গুণলক্ষণম্’। (বৈশেষিকসূত্র: ১/১/১৬)।

অর্থাৎ : দ্রব্যশ্রয়ী, অগুণবান, এবং সংযোগ বিভাগের নিরপেক্ষ অকারণ পদার্থ হলো গুণ।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

বৈশেষিক মতে দ্রব্যই গুণের আশ্রয়। দ্রব্য ছাড়া গুণাদি কোন পদার্থই গুণের আশ্রয় হয় না। তাই গুণ দ্রব্যপ্রসূ। গুণের গুণ স্বীকৃত নয় বলে গুণ হলো অগুণবান। কোন কোন গুণ বৈশেষিকমতে সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয় যেমন, ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি। কিন্তু এই গুণগুলি কর্মকে অপেক্ষা না করে সংযোগ বা বিভাগের কারণ হয় না। অর্থাৎ কর্মের দ্বারাই সংযোগ বা বিভাগ সম্ভব, একক গুণের দ্বারা নয়। এজন্যেই বলা হয়েছে গুণ সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষ কারণ নয়। অর্থাৎ গুণকে সংযোগ-বিভাগ-অকারণ-নিরপেক্ষ পদার্থ বলা হয়।

‘দ্রব্যপ্রসূ-অগুণবান ও ‘সংযোগ-বিভাগ-অকারণ-অনপেক্ষ’ এই দুটি পদের দ্বারা গুণকে যথাক্রমে দ্রব্য ও কর্ম থেকে পৃথক করা হয়েছে। অন্যভাবে গুণকে দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন সামান্য বা জাতিবিশিষ্ট পদার্থও বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্মই কেবলমাত্র জাতিবিশিষ্ট, অন্য কোন পদার্থ জাতিবিশিষ্ট নয়। তাই দ্রব্য ও কর্ম বাদ দিলে যা জাতিমান বা সামান্যবান তাই গুণ।

প্রশস্তপাদ উদ্দেশ্য প্রকরণে গুণের কোন লক্ষণ নির্দেশ করেননি। তবে তাঁর মতে গুণবস্তুই গুণের লক্ষণ। শঙ্কর মিশ্র গুণের একাধিক লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এই লক্ষণগুলির অন্যতম লক্ষণ হলো- ‘সামান্যবস্তুসতি কৰ্ম্মান্যস্তু সতি অগুণবস্তুঃ’। (বৈশেষিকসূত্রোপস্কার)।

অর্থাৎ : সামান্যবান, কর্মভিন্ন অথচ যা গুণরহিত পদার্থ তাই গুণ।

প্রশস্তপাদভাষ্য থেকে জানা যায় যে, বৈশেষিক সম্মত গুণপদার্থ চব্বিশপ্রকার। এই চব্বিশপ্রকার গুণের মধ্যে সতেরোটি গুণ মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিকসূত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সতেরোটি গুণ হলো- (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ, (৫) সংখ্যা, (৬) পরিমাণ, (৭) পৃথকত্ব, (৮) সংযোগ, (৯) বিভাগ, (১০) পরত্ব, (১১) অপরত্ব, (১২) বুদ্ধি বা জ্ঞান, (১৩) সুখ, (১৪) দুঃখ, (১৫) ইচ্ছা, (১৬) দ্বেষ ও (১৭) প্রযত্ন।

এছাড়া সূত্রগ্রন্থের স্থানে স্থানে বাকি সাতটি গুণ যথা (১৮) গুরুত্ব, (১৯) দ্রবত্ব, (২০) স্নেহ, (২১) সংস্কার, (২২) ধর্ম, (২৩) অধর্ম ও (২৪) শব্দ-এর উল্লেখ থাকায় প্রশস্তপাদের ভাষ্যে এই সাতটি গুণও সূত্রকারের অভিপ্রেত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আচার্য প্রশস্তপাদ ‘ধর্ম’ ও ‘অধর্ম’-এর পরিবর্তে ‘অদৃষ্ট’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার দ্বারা তিনি ধর্ম ও অধর্মকেই বুঝিয়েছেন। নইলে শেষোক্ত গুণের সংখ্যা সাত হবে না। তাই বৈশেষিক দর্শনে মোট চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত। নব্য-নৈয়ায়িকেরাও এই চব্বিশ প্রকার গুণকে স্বীকার করেছেন।

বৈশেষিক দর্শনে যে চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত তা মৌলিক গুণ। বৈশেষিক মতে মৌলিক গুণ চব্বিশ প্রকারের কম বা বেশি নয়। এই চব্বিশ প্রকার মৌলিক গুণের পারস্পরিক সংযোগে কোন কোন নতুন গুণের আবির্ভাব হতে পারে কিন্তু মৌলিক গুণের তালিকায় তারা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গুণমাত্রই গুণত্বের আশ্রয়, দ্রব্যে সমবেত, গুণরহিত ও ক্রিয়াশূন্য। বৈশেষিক সম্মত চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও বেগরূপ-সংস্কার- এই দশটি গুণ হলো মূর্তদ্রব্যের গুণ। অর্থাৎ এরা পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের গুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম,

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাত্মক) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

অধর্ম, ভাবনাথ্য-সংস্কার ও শব্দ- এই দশটি হলো অমূর্ত দ্রব্যের গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ- এই পাঁচটি মূর্ত এবং অমূর্ত উভয়প্রকার দ্রব্যের গুণ। সংযোগ, বিভাগ, পৃথকত্ব, সংখ্যা প্রভৃতি গুণ একাধিক দ্রব্যে আশ্রিত হতে পারে। আবার রূপ, রস প্রভৃতি গুণ কেবলমাত্র একটি দ্রব্যেই আশ্রিত।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, দ্রবত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাথ্য-সংস্কার ও শব্দ- এই ষোলটি গুণ হলো বিশেষ গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগরূপ-সংস্কার- এই দশটি হলো সামান্যগুণ।

গুরুত্ব, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাথ্য-সংস্কার- এই চারটি গুণ হলো অতীন্দ্রিয় গুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন- এই ছয়টি গুণ অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা গ্রাহ্য। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ- এই পাঁচটি গুণ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ ও বেগরূপ-সংস্কার- এই নয়টি গুণ হলো দুইটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য গুণ।

গুণপদার্থ সমূহ :

(১) **রূপ (Colour)** : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চক্ৰিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো রূপ। রূপের লক্ষণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট বলেন-

‘চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যো গুণো রূপম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : কেবলমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহিত হয় যে গুণ তাকেই রূপ বলা হয়।

রূপ চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহিত হয় না। ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজ এই তিনটি দ্রব্যে রূপ থাকে, অন্য দ্রব্যে থাকে না। রূপ সাত প্রকার- শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত (সবুজ), কপিশ ও চিত্র। ন্যায়-বৈশেষিক মতে নীল, কৃষ্ণ, শ্যাম প্রভৃতি অভিন্ন। কৃষ্ণ ও পীতরূপের মিশ্রিত রূপ কপিশ। ক্ষিতিতে সকল প্রকার রূপই থাকে, কিন্তু অপ্ ও তেজে শুধু শুক্লরূপ থাকে। রূপকে দুইভাগে ভাগ করা হয়- উদ্বৃত্ত ও অনুদ্বৃত্ত। ‘উদ্বৃত্ত’ শব্দের অর্থ প্রকাশিত এবং ‘অনুদ্বৃত্ত’ শব্দের অর্থ অপ্রকাশিত।

রূপকে আবার অন্যদিক থেকে দুভাগে ভাগ করা হয়- নিত্য এবং অনিত্য। অপ্ ও তেজের পরমাণুতে স্থিত রূপ নিত্য। পার্থিব পরমাণুর যে রূপ তা অনিত্য। কারণ তেজঃ সংযোগে ক্ষিতির পরমাণুতে পাক হয়ে থাকে এবং রূপ পরিবর্তিত হয়। পাক বলতে তেজের সংযোগকে বোঝায়। বায়ুর পরমাণুতে রূপ থাকে না। পৃথিবী, জল ও তেজে রূপ থাকলেও রূপ তেজেরই বিশেষ গুণ। চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজের পরমাণু থেকে উৎপন্ন। তাই চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস বা তেজ দ্রব্য।

(২) **রস (Taste)** : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চক্ৰিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো রস। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে রস-এর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘রসনাগ্রাহ্যো গুণো রসঃ’। (তর্কসংগ্রহ)।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

অর্থাৎ : রসনা (জিহ্বা) ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহিত হয় যে গুণ তাকে রস বলা হয়।

এই গুণটি জল ও পৃথিবী এই দুই দ্রব্যে থাকে, অন্য দ্রব্যে থাকে না। রস ছয় প্রকার- মধুর, অম্ল, লবণ, কটু (ঝাল), কষায় ও তিক্ত। স্থিতি বা পৃথিবীতে সকল প্রকার রসই থাকে, কিন্তু জলে কেবল মধুর রস থাকে। জলীয় পরমাণুর রস নিত্য, কিন্তু অনিত্য জলের রস অনিত্য। পৃথিবীর রস অনিত্য। জলের বিশেষ গুণ রস। রসনা ইন্দ্রিয় জল পরমাণু থেকে উৎপন্ন হয়। তাই রসনা ইন্দ্রিয় জলীয় দ্রব্য।

(৩) গন্ধ (Smell) : ন্যায়-বৈশেষিক সন্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো গন্ধ। তর্কসংগ্রহে অন্নভট্ট গন্ধ-এর লক্ষণ দিয়েছেন-
'ঘ্রাণগ্রাহ্যো গুণো গন্ধঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণ গ্রাহ্য বা গৃহিত হয় তাকে গন্ধ বলা হয়।

কেবল স্থিতি বা পৃথিবীই গন্ধের আশ্রয়। গন্ধমাত্রেই অনিত্য। পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ। গন্ধ দু প্রকার- সুরভি ও অসুরভি। পৃথিবী পরমাণু থেকে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন। তাই ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় পার্থিব দ্রব্য।

(৪) স্পর্শ (Touch) : ন্যায়-বৈশেষিক সন্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো স্পর্শ। স্পর্শের লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেন-
'স্বগিন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যো গুণঃ স্পর্শ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : কেবলমাত্র স্বক ইন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণ গ্রাহ্য হয় তাকে স্পর্শ বলা হয়।

পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যে স্পর্শ গুণ থাকে। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ। বায়ুর পরমাণু থেকে স্বক ইন্দ্রিয় উৎপন্ন। তাই স্বগিন্দ্রিয় বায়বীয় দ্রব্য বা বায়ু দ্রব্য। স্পর্শ তিনপ্রকার- উষ্ণ, শীত, অনুষ্ণাশীত। তেজের স্পর্শ উষ্ণ, জলের স্পর্শ শীত এবং পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ হওয়ায় তা অনিত্য। তবে জল, তেজ ও বায়ুর স্পর্শ অপাকজ। জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুর এই অপাকজ স্পর্শ নিত্য। কিন্তু অনিত্য জল, তেজ ও বায়ুর দ্ব্যণুক। ত্র্যণুকের স্পর্শ অনিত্য।

উল্লেখ্য, পাক বলতে তেজের সংযোগকে বোঝায়। পাকের ফলে পূর্বরূপের নাশ হয় এবং একটি নতুন রূপের উৎপত্তি হয়। পাকজ রূপ বলতে পাকের ফলে উৎপন্ন রূপই বোঝায়। দুইটি পরমাণু সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটি দ্ব্যণুক মিলে একটি ত্র্যণুক গঠিত হয়।

(৫) সংখ্যা (Number) : ন্যায়-বৈশেষিক সন্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো সংখ্যা। অন্নভট্ট তর্কসংগ্রহে সংখ্যা'র লক্ষণ দিয়েছেন-

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচর্চা) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

‘একত্বাদি ব্যবহারহেতুঃ সংখ্যা’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : সংখ্যা হলো বস্তুর সেই ধর্ম যা এক, দুই, তিন ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু বা কারণ।

সংখ্যা হলো এমন গুণ যা প্রত্যেক দ্রব্যেই থাকে। তাই সংখ্যা একটি সামান্য গুণ। একত্ব থেকে পরার্থ পর্যন্ত সংখ্যা নামে অভিহিত হয়। সংখ্যার ক্রম এক থেকে শুরু হয়ে পরার্থে শেষ হয়। এক হলো সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবং পরার্থ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যা। যে দ্রব্যে একত্ব সংখ্যা থাকে তাকে ‘এক’ বলা হয়, যে দ্রব্যে দ্বিত্ব সংখ্যা থাকে তাকে ‘দুই’ বলা হয়, যে দ্রব্যে ত্রিত্ব সংখ্যা থাকে তাকে ‘তিন’ বলা হয়। নিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য, অপর সমস্ত সংখ্যাই অনিত্য। পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজের পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন নিত্যদ্রব্য বলে তাদের প্রত্যেকটিতে স্থিত একত্ব সংখ্যা নিত্য। অর্থাৎ নিত্যদ্রব্যস্থিত একত্ব সংখ্যার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু বৃক্ষ, ঘট প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্যে স্থিত একত্ব সংখ্যা অনিত্য। দ্বিত্বাদি সংখ্যা সর্বত্র অনিত্যই হয়। অর্থাৎ দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়।

দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তিতে ‘এটি এক’, ‘এটি এক’ এরকম জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে বলে এই জ্ঞান অপেক্ষাবুদ্ধি। অনেককে বিষয় করে প্রত্যেকটিতে যে একত্বের জ্ঞান হয় তাই অপেক্ষাবুদ্ধি। দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ইত্যাদি সংখ্যার উৎপত্তিতে যে দুটি বা তিনটি দ্রব্যকে আমরা গণনা করি সেই দ্রব্যগুলিই তার সমবায়ী কারণ, প্রতিটি দ্রব্যের একত্ব অসমবায়ী কারণ এবং প্রত্যেকটি দ্রব্যের একত্বের জ্ঞান নিমিত্ত কারণ। যেমন যদু ও মধুকে গণনা করে জানা যায় যে এরা দুজন। যদু ও মধুতে যে দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তি হলো, যদু ও মধুই তার সমবায়ী কারণ। যদু সমবেত একত্ব ও মধু সমবেত একত্ব, এই দ্বিত্ব সংখ্যা অসমবায়ী কারণ। আর আমি যে যদুকে এক বলে জেনেছি এবং যে মধুকে এক বলে জেনেছি সেই জ্ঞানই (অপেক্ষাবুদ্ধি) হচ্ছে দ্বিত্ব সংখ্যার উৎপত্তির নিমিত্ত কারণ। উল্লেখ্য, বৈশেষিক মতে পরমাণুতে দ্বিত্ব সংখ্যার ও দ্ব্যণুকে ত্রিত্ব সংখ্যার উৎপত্তিতে ঈশ্বরের অপেক্ষাবুদ্ধিই কারণ হয়।

(৬) পরিমাণ (Magnitude) : ন্যায়-বৈশেষিক সন্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো পরিমাণ। তর্কসংগ্রহে অল্পভট্ট পরিমাণ-এর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘মানব্যবহারাসাধারণং কারণং পরিমাণম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : মান বা পরিমিতি ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পরিমাণ বলা হয়।

‘এটি বড়’, ‘এটি দীর্ঘ’, ‘এটি হ্রস্ব’ এভাবে দ্রব্যের মানের যে ব্যবহার হয়, তার অসাধারণ কারণকেই পরিমাণ বলা হয়। পরিমাণ গুণটি সকল দ্রব্যেই থাকে। তাই পরিমাণ একটি সামান্য গুণ। পরিমাণ চতুর্বিধ- অণু, হ্রস্ব, মহৎ এবং দীর্ঘ। প্রত্যেক পরিমাণ আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য। অনিত্য পরিমাণ তিন প্রকারে উৎপন্ন হয়- (১) কারণের সংখ্যার দ্বারা কার্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়, (২) কারণের পরিমাণের দ্বারা

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

কার্যদ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং (৩) পরিমাণশ্রয় দ্রব্যের অবয়বসমূহের প্রচয় বা শিথিল সংযোগের দ্বারা ঐ দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়।

আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাতে নিত্যমহত্ব (পরমমহত্ব) আশ্রিত থাকে। অনিত্য মহত্ব ত্র্যণুক থেকে শুরু করে যাবৎ অবয়বী দ্রব্যের গুণ। নিত্য অণুস্থ মন ও পরমাণুর গুণ। অনিত্য অণুস্থ কেবল দ্ব্যণুকেই থাকে। দীর্ঘস্থ ও হ্রস্বস্থ গুণদ্বয় মহত্ব এবং অণুস্থের আশ্রয়ে সমবেত হয়। অনিত্য পরিমাণগুলি সংখ্যা, পরিমাণ ও শিথিল সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়।

(৭) পৃথকত্ব (Difference) : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো পৃথকত্ব। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে পৃথকত্ব-এর লক্ষণ দিয়েছেন-
'পৃথক ব্যবহারাসাধারণকারণং পৃথকত্বম্'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : 'এটি ঐটি থেকে পৃথক' এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ হলো পৃথকত্ব।

একটি পদার্থ যে অন্য পদার্থ থেকে পৃথক তা (ভেদজ্ঞান) বোঝানোর জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা হয় তার হেতু হলো পৃথকত্বের জ্ঞান। সকল দ্রব্যেই পৃথকত্ব থাকে। তাই পৃথকত্ব সামান্য গুণ। পৃথকত্ব দ্বিবিধ- একপৃথকত্ব ও দ্বিপৃথকত্ব। একপৃথকত্ব নিত্যও হয় আবার অনিত্যও হয়, কিন্তু দ্বিপৃথকত্ব সর্বদাই অনিত্য হয়। আবার পৃথকত্বকে একদ্রব্যক ও অনেকদ্রব্যক ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়, অর্থাৎ পৃথকত্ব কখনো একটি দ্রব্যে থাকে আবার কখনো অনেক দ্রব্যে থাকে।

(৮) সংযোগ (Conjunction) : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো সংযোগ। তর্কসংগ্রহে অল্পভট্ট সংযোগ-এর লক্ষণ দিয়েছেন-
'সংযুক্ত ব্যবহার হেতুঃ সংযোগঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : দুটি দ্রব্য সংযুক্ত, এরূপ ব্যবহারের হেতু বা কারণ হলো সংযোগ।

যে সকল দ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে, তাদের মিলনকে সংযোগ বলা হয়। সংযোগ তিন প্রকার- (১) অন্যতর কর্মজ সংযোগ : দুটি দ্রব্যের একটির ক্রিয়ার ফলে যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, যেমন- একটি পাখি উড়ে এসে একটি গাছের ডালে বসলে গাছ ও পাখির সংযোগ হয়। (২) উভয় কর্মজ সংযোগ : দুটি দ্রব্যের উভয়ই ক্রিয়াশীল বা গতিশীল হওয়ার ফলে যে সংযোগ ঘটে, যেমন- দুটি চলন্ত গাড়ি দুই দিক থেকে এসে মুখোমুখি লেগে গেলো। (৩) সংযোগজ সংযোগ : দুটি দ্রব্যের মধ্যে তৃতীয় কোন দ্রব্যের মাধ্যমে যদি সংযোগ ঘটে, যেমন- হাতের লাঠি দিয়ে ভূতল স্পর্শ করলে লাঠির মাধ্যমে হাতের সঙ্গে ভূতলের সংযোগ ঘটে। সংযোগজ সংযোগ একটি সংযোগ বা একাধিক সংযোগ থেকে হতে পারে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সংযোগ অনিত্য গুণ।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচর্চা) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

(৯) বিভাগ (Disjunction) : ন্যায়-বৈশেষিক সন্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো বিভাগ। বিভাগ হলো সংযোগের বিপরীত গুণ। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে বিভাগের লক্ষণ দিয়েছেন-
'সংযোগনাশকো গুণঃ বিভাগঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : সংযোগের নাশক যে গুণ তাই বিভাগ।

যে দুটি দ্রব্য পরস্পর বিভক্ত হয় বিভাগ গুণটি তাদের প্রত্যেকটিতেই থাকে। বিভাগ সর্বদ্রব্যবৃত্তি অর্থাৎ সকল দ্রব্যেই এই গুণ থাকে। তাই বিভাগ সামান্য গুণ। বিভাগও তিন প্রকার- (১) অন্যতর কর্মজন্য বিভাগ : সংযোগ দ্রব্যের কোন একটা দ্রব্য ক্রিয়াশীল বা গতিশীল হওয়ার জন্য যে বিভাগ হয়, যেমন- গাছ থেকে পাখিটি উড়ে গেলেই গাছ ও পাখির বিভাগ হয়। এই বিভাগ কেবলমাত্র পাখির প্রযুক্তি উৎপন্ন তাই এটি অন্যতর কর্মবিভাগ। (২) উভয়কর্মজন্য বিভাগ : সংযুক্ত দ্রব্যের উভয়ই গতিশীল হওয়ায় যে বিভাগ ঘটে, যেমন- দুটি চলমান গাড়ি বিপরীত দিকে চলার ফলে যে বিভাগ ঘটে। (৩) বিভাগজন্য বিভাগ : তৃতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে সংযুক্ত দুটি দ্রব্যের সংযোগ থেকে তৃতীয় দ্রব্যটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যে বিভাগ ঘটে, যেমন- হাত থেকে লাঠি ছেড়ে দিলে ভূতল ও হাতের যে বিভাগ হয় তা হাত ও লাঠির বিভাগজন্য বিভাগ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে বিভাগ অনিত্য গুণ।

(১০-১১) পরত্ব (Remoteness) ও অপরত্ব (Proximity) : ন্যায়-বৈশেষিক সন্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম দুটি গুণ হলো পরত্ব ও অপরত্ব। তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অল্পভট্ট পরত্ব ও অপরত্ব-এর লক্ষণ দিয়েছেন-

'পরপরব্যবহারাসাধারণ কারণে পরত্বাপরত্ব'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : পর (দূরবর্তী বা জ্যেষ্ঠ) ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পরত্ব এবং অপর (নিকটবর্তী বা কনিষ্ঠ) ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে অপরত্ব বলে।

যে গুণ পর অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বা দূর এইরূপ ব্যবহারের কারণ তাই পরত্ব এবং যে গুণ অপর অর্থাৎ কনিষ্ঠ বা নিকট এইরূপ ব্যবহারের কারণ তাই অপরত্ব। অর্থাৎ পরত্ব ও অপরত্ব দ্রব্যের এমন দুটি গুণ যা দ্বারা আমরা দ্রব্যের দূরত্ব ও নিকটত্ব অথবা অতীত ও বর্তমান এই ধারণাগুলি করি। পরত্ব ও অপরত্ব গুণ দুটি পরস্পর সাপেক্ষ। এককভাবে একটির প্রতীতি হয় না। পরত্বের প্রতীতি অপরত্বের প্রতীতি না হলে হয় না আবার অপরত্বের প্রতীতি পরত্বের প্রতীতি না হলে হয় না। এই দুটি গুণ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মনে থাকে। পরত্ব ও অপরত্ব দু'প্রকার- কালিক ও দৈশিক। ঐ দ্রব্যটি দূরে অথবা এই দ্রব্যটি নিকটে এটাই হলো দৈশিক বা দেশগত। আর একটি দ্রব্য পুরাতন বা জ্যেষ্ঠ কিংবা একটি দ্রব্য নতুন বা কনিষ্ঠ এটা কালিক বা কালগত।

পরত্ব ও অপরত্ব সামান্য বা জাতি না হওয়ায় তাদের একই অধিকরণে আশ্রয় সম্ভব। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব গুণ নিত্যদ্রব্যে থাকে না, কেবল জন্য (উৎপন্ন) দ্রব্যেই থাকে। আর দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব গুণ কেবল মূর্তদ্রব্যেই থাকে, বিভূদ্রব্যে থাকে না।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

(১২) **বুদ্ধি বা জ্ঞান (Buddhi or Knowledge)** : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো বুদ্ধি বা জ্ঞান। অন্নভূত তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে-
'সর্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যে পদার্থ সকল ব্যবহারের প্রতি কারণ, সেই গুণস্বরূপ পদার্থই জ্ঞান এবং জ্ঞান বুদ্ধির নামান্তর বা বুদ্ধি জ্ঞানের নামান্তর। যা বুদ্ধি তাই জ্ঞান, যা জ্ঞান তাই বুদ্ধি। বুদ্ধি ও জ্ঞান অভিন্ন।

সাংখ্যমতে বুদ্ধি ও জ্ঞান অভিন্ন হতে পারে না, কারণ বুদ্ধি অচেতন প্রকৃতি হতে উদ্ভূত প্রথম তত্ত্ব। সাংখ্যমতে বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মা বা পুরুষের প্রতিবিশ্ব বা প্রতিফলন হলে জ্ঞান হয়। কিন্তু অন্নভূত ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতমকে অনুসরণ করে বুদ্ধি ও জ্ঞানকে অভিন্ন বলেছেন। মহর্ষি গৌতম বলেছেন-

'বুদ্ধিঃ উপলক্ষিঃ জ্ঞানম্ ইতি অনর্থান্তরম্'। (ন্যায়সূত্র)।

অর্থাৎ : বুদ্ধি, উপলক্ষি, জ্ঞান শব্দগুলি ভিন্নার্থক নয়, তারা একই পদার্থকে বোঝায়।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রয়ত্ত্ব হলো আত্মার বিশেষ গুণ। বুদ্ধি, উপলক্ষি, জ্ঞান ও প্রত্যয় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পর্যায়াশব্দ। জ্ঞান আত্মা নামক দ্রব্যের গুণ। তাই জ্ঞান গুণ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধি ও জ্ঞান অভিন্ন। যা বুদ্ধির লক্ষণ তাই জ্ঞানের লক্ষণ, আবার যা জ্ঞানের লক্ষণ তাই বুদ্ধির লক্ষণ। জ্ঞান গুণস্বরূপ, এবং জ্ঞানকে সকল ব্যবহারের প্রতি কারণ বলা হয়েছে। ব্যবহার বলতে গ্রহণ, বর্জন, উপেক্ষা, শব্দব্যবহারকে বোঝায়। কোন পদার্থের ব্যবহার সম্ভব হয় যদি ব্যবহারকারীর ঐ পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান থাকে। এই জ্ঞান হলো ইচ্ছার সাক্ষাৎ কারণ, আত্মার বিশেষ গুণ এবং জ্ঞানত্ব জাতিমান। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান থেকেই ইচ্ছা হয়। এজন্য জ্ঞানকে ইচ্ছার সাক্ষাৎকারণ বলা হয়। আবার জ্ঞানত্ব জাতি জ্ঞানে থাকে বলে জ্ঞানকে জ্ঞানত্বজাতিমানও বলা হয়। জ্ঞানত্ব ধর্ম জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম এবং তা জ্ঞানকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে।

বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিষয় অনন্ত, তাদের কারণও ভিন্ন ভিন্ন এবং তার প্রকারও অনেক। নানাভাবে বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রকারভেদ করা হয়। অনুভূতি ও স্মৃতিভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার।

'সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ, কেবলমাত্র সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই স্মৃতি।

'তদভিন্নং জ্ঞানম্ অনুভবঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ, অনুভব হলো স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞান।

অনুভব বা অনুভূতি আবার প্রত্যক্ষ এবং লৈঙ্গিক বা অনুমিতিভেদে দ্বিবিধ- প্রত্যক্ষণ ও অনুমান।

অন্য একভাবে জ্ঞানকে বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। বিদ্যা মানে প্রমা বা যথার্থজ্ঞান এবং অবিদ্যা মানে অপ্রমা বা অযথার্থজ্ঞান। বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ চারপ্রকার বিদ্যা ও চারপ্রকার

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

অবিদ্যার উল্লেখ করেছেন। চারপ্রকার বিদ্যা হলো- প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, স্মৃতি ও আর্ষ। চারপ্রকার অবিদ্যা হলো- সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন। জ্ঞানকে নিত্য ও অনিত্য ভেদেও দ্বিবিধ বলা হয়। ঈশ্বর বা পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য, কিন্তু জীবাত্তার জ্ঞান অনিত্য। জীবাত্তা অনিত্যজ্ঞানের সমবায়িকারণ, এবং আত্মমনোসংযোগ জ্ঞানের অসমবায়িকারণ। সুষ্টি কালে আত্মায় কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এর কারণরূপে স্বগেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগকে জ্ঞানের নিমিত্তকারণ বলা হয়। সুষ্টিতে যেহেতু এই সংযোগ থাকে না সেহেতু জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

(১৩) সুখ : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো সুখ। সুখের লক্ষণ হলো ‘অনুগ্রহ লক্ষণং সুখম্’ অর্থাৎ, সুখ হলো অনুগ্রহ বা অনুকূল স্বভাব। বুদ্ধির ন্যায় সুখও আত্মার একটি বিশেষ গুণ। তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অন্নভট্ট সুখ-এর লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে-

‘সর্বেষাং অনুকূল (তয়া) বেদনীয়ং সুখম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যা সকলে অনুকূল বলে অনুভব করে, তাই সুখ।

সুখ সকলেরই কাম্য বা কামনার বিষয়। আবার যে বিষয়ের প্রাপ্তিতে সুখ হয় সেই বিষয়ও সবার কাম্য বিষয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সুখ তার নিজের জন্যই কাম্য। কিন্তু যে বিষয়টির প্রাপ্তিতে সুখ হয় তা সুখজনক বলেই কাম্য। এজন্য সুখে স্বতোকাম্য বলা হয়। সুখ তার জ্ঞানের কারণ সহযোগেই উৎপন্ন হয়। সুখের উৎপত্তিতে আত্মা সমবায়ী কারণ। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ অসমবায়ী কারণ এবং ধর্ম নিমিত্তকারণ। এজন্য সুখ উৎপন্ন হলে তার পরক্ষণে সুখের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। একই কারণে তাই সুখে তীর সংবেগী বলা হয়। জ্ঞানের সঙ্গে সুখের এখানেই পার্থক্য। যদিও জ্ঞান উৎপন্ন হলে পরবর্তীকালে তার মানসপ্রত্যক্ষ হতে পারে, তবে প্রতিটি জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হবেই এমন কোন কথা নেই। কিন্তু সুখ উৎপত্তির পরক্ষণেই ‘আমি সুখী’ এরূপে তার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। সুখের মানসপ্রত্যক্ষে সুখ স্ব জাতিরও মানসপ্রত্যক্ষ হয়।

অন্নভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকায় বলেছেন- ‘আমি সুখী’ এরূপ অনুব্যবসায় যে সুখের প্রকাশ হয়, তাই সুখের প্রকৃত লক্ষণ। তর্কসংগ্রহে যা বলা হয়েছে তা সুখের স্বরূপকথন। বৌদ্ধমতে অবশ্য সুখ ও সুখজ্ঞান এক ও অভিন্ন।

(১৪) দুঃখ : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো দুঃখ। দুঃখের লক্ষণ হলো ‘উপঘাত লক্ষণং দুঃখম্’ অর্থাৎ, দুঃখ হলো উপঘাত লক্ষণ। দুঃখ পীড়াজনক এবং প্রাণীগণের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা। অন্নভট্ট তর্কসংগ্রহে দুঃখ-এর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘সর্বেষাং প্রতিকূল (তয়া) বেদনীয়ং দুঃখম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যা সকলে প্রতিকূল বলে অনুভব করে, তাই দুঃখ।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

দুঃখকে কেউ কামনা করে না। দুঃখ তাই স্বতাই পরিত্যজ্য। যে বিষয় দুঃখদায়ক, দুঃখের ন্যায় তাও পরিত্যজ্য। সুখের ন্যায় দুঃখ তীর সংবেগী। ফলে দুঃখ উৎপন্ন হলেই পরক্ষণেই তার উপলব্ধি হয়। এ কারণে বৌদ্ধগণ দুঃখ ও দুঃখের অনুভবকে এক ও অভিন্ন বলেন। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে দুঃখ ও দুঃখের অনুভব এক নয়। দুঃখের অনুভব সামগ্রি দুঃখের সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু তবুও দুঃখ ও দুঃখের অনুভবকে এক বলা যাবে না। দুঃখের মানসপ্রত্যক্ষের মাধ্যমে দুঃখ জ্ঞাতিরও প্রত্যক্ষ হয়।

জ্ঞান বা বুদ্ধি ও সুখের ন্যায় দুঃখও আত্মার একটি বিশেষ গুণ। দুঃখের উৎপত্তিতে আত্মা সমবায়ী কারণ, আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ অসমবায়ী কারণ এবং ধর্ম নিমিত্তকারণ হয়। অন্যান্য বিশেষ গুণের উৎপত্তিতে দুঃখের বিনাশ হয়। বস্তুত যেকোন বিশেষ গুণই পরবর্তী বিশেষ গুণের দ্বারা বিনষ্ট হয়।

(১৫) ইচ্ছা : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো ইচ্ছা। ইচ্ছার লক্ষণ হলো-
'স্বার্থং পরার্থং বা অপ্ৰাপ্তপ্রার্থনেচ্ছা অর্থাৎ, নিজের জন্য বা পরের জন্য অপ্ৰাপ্ত বিষয়ের যে প্রার্থনা তাই ইচ্ছা।

অল্পংভট্ট তর্কসংগ্রহে ইচ্ছা-এর লক্ষণ দিয়েছেন-
'ইচ্ছা কামঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : ইচ্ছা হলো কোন কিছুর কামনা।

এই ইচ্ছা সুখ প্রভৃতি বা স্মৃতি প্রভৃতির সহায়তায় আত্মমনোসংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। আত্মা ইচ্ছার সমবায়ী কারণ, আত্মমনোসংযোগ ইচ্ছার অসমবায়ী কারণ এবং ইচ্ছার নিমিত্তকারণ দ্বিবিধ। ইষ্টের জ্ঞান ফলবিষয়ক ইচ্ছার নিমিত্তকারণ। এবং ইষ্টসাধনতার জ্ঞান উপায়বিষয়ক ইচ্ছার নিমিত্তকারণ। নিমিত্তকারণের ভেদে ইচ্ছারও ভেদ স্বীকৃত হয়। সুখ ও দুঃখাভাব আমাদের ইষ্ট। ফলের জ্ঞানই ফলের ইচ্ছার কারণ বলে সুখ ও দুঃখাভাবের ইচ্ছাকে বলা হয় ফলবিষয়ক ইচ্ছা। উপায়বিষয়ক ইচ্ছা ফলের ইচ্ছার অধীন। যে বিষয় সুখ ও দুঃখাভাবের সাধক তার প্রতি আমাদের ইচ্ছাকে বলা হয় উপায়বিষয়ক ইচ্ছা। যে বিষয় পূর্বে আমাদের সুখসাধন করেছিলো সেজাতীয় কোন বিষয়কে আমরা ইষ্টের সাধক বলে জানি ও তাকে কামনা করি। এজন্য ইষ্টসাধনতার জ্ঞানই হলো উপায়বিষয়ক ইচ্ছার নিমিত্তকারণ।

জ্ঞানাদির ন্যায় ইচ্ছাও মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়। ইচ্ছার প্রত্যক্ষে ইচ্ছার জ্ঞাতিরও মানসপ্রত্যক্ষ হয়। ইচ্ছা শুধু জীবাত্মার গুণ নয়, পরমাত্মারও গুণ। পরমাত্মা বা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি হয়। তবে ঈশ্বরেচ্ছা তার জ্ঞানের মতোই নিত্য। সুখ ও দুঃখ এ দুটি বিশেষ গুণ কিন্তু ঈশ্বরে থাকে না, এগুলি কেবলই জীবাত্মার গুণ। কাম, অভিলাষ, রাগ, সংকল্প, করুণা, বৈরাগ্য, উপধা এবং ভাব প্রভৃতি ইচ্ছারই প্রকারভেদ।

(১৬) দ্বেষ : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো দ্বেষ। দ্বেষের লক্ষণ হলো-
'প্রজ্বলণাত্মকো দ্বেষঃ' অর্থাৎ, দ্বেষ হলো প্রজ্বলনরূপ আত্মগুণ।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

অল্পভট তর্কসংগ্রহে দ্বেষ-এর লক্ষণ দিয়েছেন-
'ক্রোধো দ্বেষঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ :কোন কিছুর প্রতি ক্রোধকে দ্বেষ বলা হয়।

দ্বেষের উৎপত্তিতে প্রাণীগণ প্রচ্ছলিত বা দক্ষ হয়। জীবাত্মা দ্বেষের সমবায়ী কারণ, আত্মমনোসংযোগ অসমবায়ী কারণ এবং দুঃখের জ্ঞান বা দুঃখ সাধনতার জ্ঞান হলো তার নিমিত্তকারণ। যে বিষয় থেকে দুঃখের আশঙ্কা থাকে সেই বিষয়ের প্রতি আমাদের দ্বেষ জন্মায়। আবার পরিণতিতে অভির্ষসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে দুঃখজনক বিষয়ের প্রতিও আমাদের দ্বেষ জন্মায় না। যেমন ভোজনের আনন্দ অল্পপাকের প্রতি দ্বেষের জনক হয় না। দ্বেষ যন্ত্র, স্মৃতি, ধর্ম ও অধর্মের জনক। ক্রোধ, দ্রোহ, মন্যু, অক্ষমা এবং অমর্ষ এইগুলি দ্বেষের প্রকারভেদ। জ্ঞানাদির ন্যায় দ্বেষও মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। দ্বেষ প্রত্যক্ষকালে দ্বেষস্বজাতিরও প্রত্যক্ষ হয়। দ্বেষ জীবাত্মার গুণ, পরমাত্মা বা ঈশ্বরের দ্বেষ নেই।

(১৭) **প্রযত্ন :** ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো প্রযত্ন। তর্কসংগ্রহে অল্পভট প্রযত্ন-এর লক্ষণে বলেছেন-
'কৃতিঃ প্রযত্নঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : কৃতি বা প্রচেষ্টাকে প্রযত্ন বলে।

প্রযত্ন, সংরক্ষ, উৎসাহ ও কৃতি পর্যায় শব্দ। জ্ঞানাদির ন্যায় প্রযত্নও আত্মার একটি বিশেষ গুণ। আত্মা প্রযত্নের সমবায়ী কারণ, আত্মমনোসংযোগ অসমবায়ী কারণ এবং কোন বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা বা দ্বেষ হলো তার নিমিত্তকারণ। ইচ্ছা থেকে ঐ ইচ্ছার বিষয়কে প্রাপ্তির প্রযত্ন উৎপন্ন হয়, দ্বেষ থেকে ঐ দ্বেষের বিষয়কে পরিহারের প্রযত্ন উৎপন্ন হয়।

প্রযত্ন তিন প্রকার- প্রবৃতি, নিবৃতি ও জীবনযোনি। ইচ্ছা থেকে ঐ ইচ্ছার বিষয়কে প্রাপ্তির যে প্রযত্ন বা চেষ্টা, তাকে বলে প্রবৃতি প্রযত্ন। দ্বেষ থেকে ঐ দ্বেষের বিষয়কে পরিহারের যে প্রযত্ন বা চেষ্টা, তাকে বলে নিবৃতি প্রযত্ন। আর যে প্রযত্ন প্রাণীর শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণ হয় তাকে বলে জীবনযোনি প্রযত্ন।

প্রবৃতি প্রযত্ন ও নিবৃতি প্রযত্ন মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু জীবনযোনি প্রযত্ন অনুমানের বিষয়। শারীরিক পরিশ্রম করলে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আমরা অনুভব করি। এর দ্বারা সুসুপ্তিকালে প্রাণীর প্রাণ-অপান ক্রিয়া প্রযত্ন হেতুক বলে আমরা অনুভব করি। সুসুপ্তিকালে ইচ্ছা বা দ্বেষ প্রযত্নের কারণ হয় না। অতএব জীবনযোনি প্রযত্নই যে সুসুপ্তিতে প্রাণ ও অপানের প্রেরক হয় তা অনুমান করা যায়। জীবন মানে শরীরে প্রাণ সঞ্চার। এই প্রাণ সঞ্চারের কারণরূপে প্রাণ-অপান ধারার প্রবর্তকরূপে যে প্রযত্ন তাই হলো জীবনযোনি প্রযত্ন। সুসুপ্তিকালে এই জীবনযোনি প্রযত্ন যেমন প্রাণ-অপান ধারার প্রবর্তক হয়, জাগ্রত অবস্থায় তেমনি এই প্রযত্ন বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের সংযোগের কারণ হয়।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

প্রযুক্ত জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার সমানগুণ। পরমাশ্মা বা ঈশ্বরের প্রযুক্ত তার জ্ঞানাদির ন্যায় নিত্য, জীবাশ্মার প্রযুক্ত অনিত্য।

(১৮) গুরুত্ব (Heaviness) : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো গুরুত্ব। গুরুত্ব হলো দ্রব্যের এমন গুণ যার জন্য দ্রব্য নিচের দিকে পতিত হয়। গুরুত্বের লক্ষণ হলো- ‘*গুরুত্বং জলভূম্যোঃ পতনকর্ম্মাকারণম্* অর্থাৎ, *গুরুত্ব জল ও পৃথিবীর গুণ এবং পতনক্রিয়ার কারণ।* কোন দ্রব্যের প্রথম পতনক্রিয়ার অসমবায়ী কারণ হলো গুরুত্ব। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে গুরুত্ব-এর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘আদ্যপতনাসমবায়িকারণং গুরুত্বম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : গুরুত্ব হলো আদ্যপতনের অসমবায়িকারণ।

গুরুত্ব হলো জড় দ্রব্যের গুণ বা প্রথম পতনক্রিয়ার (initial fall) কারণ। কোন দ্রব্যের পতন একপ্রকার গমনক্রিয়া (motion)- উর্ধ্বদেশ হতে নিম্নদেশে গমন ক্রিয়া। এই নিম্নদেশগামী গমনক্রিয়া অনেকগুলি নিম্নগামী গমনক্রিয়ার সমষ্টি। এই পতনক্রিয়াগুলির প্রথম পতনক্রিয়াকে বলে আদ্যপতন। এই ক্রিয়ার (আদ্যপতন) আশ্রয় দ্রব্যটি এই ক্রিয়ার সমবায়িকারণ এবং এই ক্রিয়ার অসমবায়িকারণ ঐ দ্রব্যের গুরুত্ব, ওজন বা ভার (Heaviness)। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় বলেছেন- কোন দ্রব্যের পতনক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার অসমবায়িকারণ ঐ দ্রব্যের বেগ নামক গুণ।

গুরুত্ব গুণটিকে পতনক্রিয়ার দ্বারা অনুমান করা যায়। গাছের ডাল থেকে যখন একটি পাতা ঝরে মাটিতে পড়ে তখন ঐ পাতাটিতে অনেকগুলি পতনক্রিয়া ঘটে। ঐ সকল পতনক্রিয়ার মধ্যে প্রথম পতনক্রিয়ার প্রতি ঐ পত্রের ওজন অসমবায়িকারণ হয়। দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার অসমবায়িকারণ হয় বেগ নামক সংস্কার। কিন্তু গুরুত্ব বলা হবে কেবল প্রথম পতনক্রিয়ার অসমবায়িকারণকে। গুরুত্ব গুণটি একটি সামান্যগুণ এবং তা পৃথিবী ও জলে থাকে। পৃথিবী ও জলের পরমাণুর গুরুত্ব নিত্য। অনিত্য পৃথিবী ও অনিত্য জলের গুরুত্ব অনিত্য।

(১৯) দ্রবত্ব (Fluidity) : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো দ্রবত্ব। দ্রবত্ব হলো দ্রব্যের সেই গুণ যার জন্য দ্রব্য গড়িয়ে পড়ে। দ্রবত্বের লক্ষণ হলো- ‘*দ্রবত্বং স্যন্দনকর্ম্মাকারণম্* অর্থাৎ, *স্যন্দনের অসমবায়িকারণ হলো দ্রবত্ব।*

কোন তরল দ্রব্যের প্রস্রবণ বা প্রবাহকে স্যন্দন (flowing) বলে। গুরুত্বের ন্যায় দ্রবত্বকেও আদি স্যন্দনের কারণ বলতে হয়। দ্বিতীয়াদি স্যন্দনের অসমবায়িকারণ বেগ নামক সংস্কার। অল্পভট্টও তর্কসংগ্রহে দ্রবত্ব-এর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘স্যন্দনাসমবায়িকারণং দ্রবত্বম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : দ্রবত্ব হলো স্যন্দন-এর অসমবায়িকারণ।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

দ্রব স্ব গুণটি পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটি দ্রব্যে থাকে। দ্রব দু প্রকার- সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক এবং নৈমিত্তিক। জলের দ্রব সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক, ক্ষিতি ও তেজের দ্রব নৈমিত্তিক। স্বাভাবিক দ্রবের জন্য জল নিচের দিকে গড়িয়ে যায়। নৈমিত্তিক দ্রবের জন্য তেজসংযোগে ঘৃতাদি পার্থিবদ্রব্য ও সুবর্ণাদি তৈজস দ্রব্য তরল হয়। দ্রব স্ব গুণ চক্ষু ও স্বক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। জলের পরমাণুস্থিত দ্রব নিত্য, অন্য সকল দ্রব অনিত্য।

(২০) স্নেহ (Viscosity) : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চক্রিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো স্নেহ। স্নেহ হলো সেই গুণ যে গুণের প্রভাবে চূর্ণ বস্তু সংলগ্ন হয়। স্নেহ গুণটি কেবলমাত্র জলে থাকে। স্নেহের লক্ষণে বলা হয়- ‘স্নেহঃ অপাং বিশেষ গুণ অর্থাৎ, স্নেহ জলের বিশেষ গুণ। জলভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যে স্নেহ থাকে না। তেলে যে স্নেহের উপলব্ধি হয় তা তেলের অন্তর্গত জলেরই স্নেহ। তর্কসংগ্রহে স্নেহের লক্ষণ প্রসঙ্গে অল্পভট্ট বলেন- ‘চূর্ণাদিপিণ্ডীভাব হেতুঃ গুণঃ স্নেহঃ’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যে গুণ চূর্ণাদি দ্রব্যের পিণ্ডীভাবের (lumping together) হেতু বা কারণ তাকে স্নেহ বলা হয়।

আটা, ময়দা প্রভৃতি দ্রব্যকে জলে মিশিয়ে পিণ্ডীকার করা যায়। স্নেহগুণের দ্বারা এই পিণ্ডীকার হয়ে থাকে। স্নেহ নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। জলীয় পরমাণুতে অবস্থিত স্নেহ নিত্য। অপর সকল স্নেহ অনিত্য। উৎকৃষ্ট স্নেহ প্রচ্ছলনে সহায়তা করে। অপকৃষ্ট স্নেহ প্রচ্ছলনে বাধা দেয়।

(২১) সংস্কার : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চক্রিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো সংস্কার। সংস্কার স্ব জাতিমান পদার্থই সংস্কার নামক গুণ। অল্পভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় সংস্কার-এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন- ‘সংস্কার স্ব জাতিমান সংস্কারঃ’। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : যাতে সংস্কার স্ব জাতি আছে, তাই সংস্কার।

সংস্কার তিন প্রকার- বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক।

বেগ সংস্কার (speed) : যে গুণ ক্রিয়ার দ্বারা জন্য বা উৎপন্ন হয়ে অন্য ক্রিয়ার জনক তাই বেগ। বেগরূপ সংস্কার যেকোন দ্রব্যকে গতিশীল রাখে। দীপিকা টীকায় বেগ-এর লক্ষণে বলা হয়েছে- ‘বেগ স্ব জাতিমান বেগঃ’। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : যাতে বেগ স্ব জাতি আছে, তাই বেগ।

পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু দ্বারা নির্মিত দ্রব্যে ও মনে বেগ থাকে। একটা টিল উপরে ছুঁড়লে হাতের ক্রিয়ার দ্বারা টিলটিতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়া আবার টিলটিতে বেগ উৎপন্ন করে। ঐ বেগ

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচর্চ) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

টিলটির পূর্বক্রিয়াকে বিনষ্ট করে এবং এজাতীয় অপর একটি ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই ক্রিয়াটি আবার পূর্ববেগকে নষ্ট করে এবং অন্য একটি বেগকে উৎপন্ন করে। এভাবেই নিষ্কিঞ্চ টিলটি দ্রুত একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছায়। বেগ দ্বিবিধ- কর্মজন্য বেগ ও বেগজন্য বেগ। বেগ দ্রব্যের সামান্যগুণ ও তা প্রত্যক্ষগোচর।

ভাবনা সংস্কার (psychical trace) : ‘ভাবনা’ নামক সংস্কার হলো আত্মার বিশেষ গুণ। এইরূপ সংস্কারই স্মৃতির জনক এবং তা প্রত্যভিজ্ঞাকে সম্ভব করে। তর্কসংগ্রহে ভাবনার লক্ষণ দেওয়া হয়েছে- ‘অনুভবজন্য স্মৃতিহেতুঃ ভাবনা’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : ভাবনা রূপ সংস্কার অনুভবজন্য হয়ে স্মৃতির হেতু হয়।

ভাবনাখ্যসংস্কার প্রত্যক্ষ গোচর নয়। স্মৃতির কারণরূপে তা অনুমান করা হয়। অনুভব আত্মায় সংস্কার উৎপন্ন করে বিনষ্ট হয়। এই সংস্কার আত্মায় সমবেত থাকে এবং পরে তা উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মাতে স্মৃতি উৎপন্ন করে। স্মৃতিকালে যেহেতু অনুভব থাকে না, সেহেতু স্মৃতির কারণরূপে সংস্কারকে অনুমান করা হয়। ভাবনাখ্য সংস্কার কেবল জীবাত্মারই গুণ। পরমাত্মায় সংস্কার থাকে না। পরমাত্মার জ্ঞান নিত্যপ্রত্যক্ষমূলক। সুতরাং সেখানে স্মৃতিজনক সংস্কারের কোন স্থান নেই।

স্থিতিস্থাপক সংস্কার (elasticity) : স্থিতিস্থাপক সংস্কার হলো দ্রব্যের সেই গুণ যার জন্য দ্রব্যের অবস্থান্তর ঘটবার পরও দ্রব্য পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। নিবিড় অবয়বের দ্বারা সন্নিবিষ্ট স্পর্শবান দ্রব্যের গুণ হলো স্থিতিস্থাপক সংস্কার। তর্কসংগ্রহে স্থিতিস্থাপক-এর লক্ষণ দেওয়া হয়েছে- ‘অন্যথাকৃতস্য পুনস্তদবস্থাপাদকঃ স্থিতিস্থাপকঃ’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : স্থিতিস্থাপক হলো যার জন্য একটি বস্তু পরিবর্তিত কোন অবস্থা হতে পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়।

এই সংস্কার কেবলমাত্র পৃথিবীতে বা পার্থিব দ্রব্যে থাকে। স্বাবর ও জঙ্গম উভয়প্রকার পৃথিবীরই গুণ হলো স্থিতিস্থাপক সংস্কার। স্থিতিস্থাপক সংস্কার তার আশ্রয়কে পূর্বাবস্থায় স্থাপন করে। যেমন একটি গাছের ডাল বা ধনুককে বাঁকিয়ে তা ছেড়ে দিলে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার নিত্য দ্রব্যের গুণ হলে তা নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের গুণ হলে তা অনিত্য। বেগ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার হলো দ্রব্যের সামান্যগুণ। কিন্তু ভাবনা নামক সংস্কার হলো দ্রব্যের বিশেষ গুণ।

(২২) ধর্ম : ন্যায়-বৈশেষিক সন্মত চব্বিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো ধর্ম। ধর্ম ও অধর্ম গুণকে একত্রে অদৃষ্ট বলা হয়। আর ধর্মকে বলা হয় পুরুষগুণ। এখানে পুরুষ হলো জীবাত্মা। জীবাত্মার অন্যতম বিশেষগুণ হলো ধর্ম। পরমাত্মা বা ঈশ্বরের ধর্মগুণ স্বীকৃত নয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে শাস্ত্রবিহিত যাগযজ্ঞাদিক্রিয়াজন্য জীবাত্মায় যে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় তাই ধর্ম। তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে-

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

‘বেদবিহিত কর্মজন্যো ধর্মঃ’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : বৈদিক শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের ফলে জীবাত্মায় যে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়, তাই ধর্ম।

উৎকৃষ্ট গুণ হিসেবে ধর্মকে পুণ্যও বলা হয়। ধর্ম হলো শাস্ত্রসম্মত কৃতকর্মের ফল। ধর্মের ফল সুখ। সাংখ্যমতে মনের বৃত্তি বিশেষই ধর্ম। বৌদ্ধমতে ধর্ম হলো শুভ বাসনা। জৈনমতে কার্যের উৎপাদক সূক্ষ্ম মূর্তিমান পুঙ্গলই হলো ধর্ম। প্রাণিকর মীমাংসামতে যাগাদি কর্মজন্য অপূর্বই হলো ধর্ম। অপূর্ব আত্মাশ্রিত হলেও এই মতে তা আত্মার গুণ নয়। আর ভাট্ট মীমাংসামতে যাগ, দান, হোম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত কর্মই হলো ধর্ম।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে ধর্ম যদিও জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির মতো আত্মার একটি বিশেষ গুণ, তবু তা জ্ঞান, সুখ বা দুঃখ ইত্যাদির মতো তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয় না। ধর্ম সুখভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকে, শেষ হয়ে গেলে বিনষ্ট হয়। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাও ধর্ম বিনষ্ট হয়। তবে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সঞ্চিত ধর্মই বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারন্ধ ধর্ম বিনষ্ট হয় না। ধর্ম অতীন্দ্রিয়। ধর্ম মানসপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, কিন্তু জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মানসপ্রত্যক্ষযোগ্য। সুখের কারণ রূপে ধর্মকে অনুমান করা হয়। শাস্ত্রবিহিত কর্ম, ঐ কর্মের কর্তা যে আত্মা সেই আত্মাতেই ধর্ম উৎপন্ন করে। ধর্ম আত্মাতে সমবেত হয়ে উৎপন্ন হয়। তাই আত্মাই ধর্মের সমবায়িকারণ। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ ধর্মের অসমবায়িকারণ। এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান হলো ধর্মের নিমিত্তকারণ।

(২৩) অধর্ম : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চক্রিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো অধর্ম। অধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়- ‘অধর্মোহপ্যাত্মগুণ অর্থাৎ, ‘ধর্মের ন্যায় অধর্মও আত্মার গুণ’

অধর্ম সম্পর্কে তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে-

‘নিষিদ্ধ কর্মজন্যঃ তু অধর্মঃ’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : বৈদিক শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ফলে জীবাত্মায় যে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়, তাই অধর্ম।

অধর্মের উৎপত্তিতে আত্মা সমবায়িকারণ, আত্মা-মনোসংযোগ অসমবায়িকারণ। এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মের ফললাভের সংকল্প বা দুষ্ট অভিসন্ধি হলো নিমিত্তকারণ। ধর্মের ন্যায় অধর্মও অতীন্দ্রিয়। সাধারণভাবে অধর্ম বলতে পাপকে বোঝায়। অধর্ম দুঃখের হেতু বা কারণ। দুঃখ থেকেই অধর্ম অনুমিত হয়, সকল দুঃখই অধর্মজন্য।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে অন্ত্যদুঃখের অর্থাৎ চরম দুঃখের নাশে অধর্মের নাশ হয়। হিংসা, মিথ্যাবচন, স্তেয় (চৌর্যবৃত্তি) প্রভৃতি কর্মের জন্য অধর্ম উৎপন্ন হয়। দুঃখভোগ শেষ না হলে অধর্মের নাশ হয় না। অধর্ম যেমন ভোগের দ্বারা বিনষ্ট হয়, তেমনি আবার তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাও সঞ্চিত অধর্ম বিনষ্ট হয়। অধর্ম কেবল জীবাত্মারই গুণ, পরমাত্মায় অধর্ম থাকে না।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

(২৪) শব্দ (Sound) : ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চক্ৰিশটি গুণের অন্যতম গুণ হলো শব্দ। শব্দের লক্ষণে বলা হয় ‘শব্দ অশ্রব গুণঃ শ্রোত্রগ্রাহ্যঃ’ অর্থাৎ, ‘শব্দ আকাশের গুণ এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়।’

শব্দের আশ্রয় আকাশ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যেমন ব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে থাকে, শব্দ কিন্তু সেরূপ নয়। শব্দগুণ তার আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে থাকে না। কোন শব্দ যখন উৎপন্ন হয় তখন আকাশের এক বিশেষ অবচ্ছেদেই উৎপন্ন হয়। সারা আকাশ জুড়ে কোন শব্দ থাকে না। ধরা যাক দূরে কেউ শাঁখ বাজালো। তার ফলে সেখানের আকাশে একটি শব্দ উৎপন্ন হলো। এই শব্দ তার পূর্ববর্তী আকাশে আরেকটা শব্দ উৎপন্ন করলো। ঐ শব্দ থেকে আরেকটি শব্দ, তার থেকে আরেকটি শব্দ এভাবে শব্দ পরম্পরা ক্রমে আমাদের কর্ণবিবরবর্তী আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাই আমরা শুনি। শব্দের কর্ণবিবরবর্তী হওয়ার এই প্রক্রিয়া ন্যায়দর্শনে কদম্বমুকুল-ন্যায় নামে পরিচিত। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে শব্দ-এর লক্ষণ দিয়েছেন-

‘শ্রোত্রগ্রাহ্যো গুণঃ শব্দঃ’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় যে গুণ তাকে শব্দ বলা হয়।

শব্দ দুই প্রকার- ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং বর্ণাত্মক শব্দ।

বর্ণাত্মক শব্দ হচ্ছে- ‘বর্ণাত্মকঃ সংস্কৃত ভাষাদিরূপঃ’ (তর্কসংগ্রহ), অর্থাৎ ‘যে শব্দ ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণে বিভক্ত হয় এবং যা সংস্কৃতাদি ভাষাতে পাওয়া যায়, তাই বর্ণাত্মক শব্দ।’ আর **ধ্বন্যাত্মক শব্দ** হচ্ছে- ‘ধ্বন্যাত্মকো ভের্যাদৌ’ (তর্কসংগ্রহ), অর্থাৎ ‘যে শব্দ ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণে বিভক্ত হয় না তাকে ধ্বনি বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলা হবে।’ ভেরী (drum) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থেকে যে শব্দ নির্গত হয়, যাকে পৃথক পৃথক বর্ণে বিভক্ত করা যায় না, তাই ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

উৎপত্তি ভেদেও শব্দের প্রকারভেদ রয়েছে। তর্কসংগ্রহদীপিকা টীকায় অল্পভট্ট বলেন- উৎপত্তির দিক থেকে শব্দ তিন প্রকার, যথা- সংযোগজন্য, বিভাগজন্য ও শব্দজন্য শব্দ। ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ থেকে উৎপন্ন শব্দ সংযোগজন্য শব্দ। বাঁশকে চিরলে বাঁশের দুটি অংশের বিভাগ থেকে উৎপন্ন চট্‌চট শব্দ বিভাগজন্য শব্দ। আর ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ হতে কিংবা বাঁশের অংশ-বিভাগ থেকে শব্দ উৎপন্ন হলে ভেরী প্রভৃতির দেশ বা স্থান হতে আরম্ভ করে শ্রোতার শ্রোত্র ইন্দ্রিয় পর্যন্ত দ্বিতীয়াদি শব্দ-পরম্পরায় যে শব্দসমূহ উৎপন্ন হয়, তা শব্দজন্য শব্দ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। কর্ণ ইন্দ্রিয় হচ্ছে কর্ণবিবরবর্তী আকাশ। আকাশে শব্দ সমবেত, অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কর্ণ ইন্দ্রিয় বলতে আকাশকে বোঝায় এবং শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ বলে কর্ণ ইন্দ্রিয়ই শব্দ গ্রহণে সমর্থ হয়।

২.৩ : কর্ম পদার্থ (Action)

বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তপদার্থের মধ্যে তৃতীয় পদার্থ হলো কর্ম। তবে গুণদ্রব্যের নিষ্ক্রিয় ও স্থিতিবোধক

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

বিশেষণ, কিন্তু কর্ম দ্রব্যের সক্রিয় ও গতিবোধক বিশেষণ। মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকসূত্রে কর্ম-এর লক্ষণে বলেছেন-

‘সংযোগবিভাগেশ্বনপেক্ষাকারণমিতি কর্মলক্ষণম্’। (বৈশেষিকসূত্র: ১/১/১৭)।

অর্থাৎ : সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সাধারণ কারণস্বরূপ পদার্থই হলো কর্ম।

বৈশেষিকসূত্র অনুসারে, যা একমাত্র দ্রব্যে থাকে, যা গুণশূন্য এবং কোন ভাবপদার্থকে অপেক্ষা না করেই যা সংযোগ এবং বিভাগের কারণ হয় তাই কর্ম। গুণ কিন্তু সংযোগ এবং বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ হয় না। কর্মই এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সংযোগ এবং এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর বিভাগ করে থাকে। যেমন, হাতের সঙ্গে বই-এর সংযোগস্থলে সংযোগটি হাতের ক্রিয়া থেকেই উৎপন্ন। গুণ নিষ্ক্রিয় হওয়ায় বেগের কারণ হতে পারে না। কর্মই বেগের কারণ। তর্কসংগ্রহে তাই অল্পভট্ট কর্মের লক্ষণ দিয়েছেন-

‘চলনাস্বকং কর্ম’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : কর্ম হলো চলন বা গতি স্বরূপ।

গুণের সঙ্গে কর্মের সাদৃশ্য হলো উভয়েই দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত। কিন্তু দ্রব্যে আশ্রিত হলেও কর্মকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু কর্ম স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়। এজন্যেই বলা হয় ‘কর্মস্বই কর্মের লক্ষণ’। কর্ম দ্রব্যে আশ্রিত হলেও সকল দ্রব্যে কর্ম থাকে না, কেবলমাত্র ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি মূর্ত ও সীমিত দ্রব্যেই কর্ম থাকে। আকাশ, দিক, কাল ও আত্মা অমূর্ত ও সর্বব্যাপী বলে ইত্যাদি অমূর্ত দ্রব্যে কর্ম থাকে না।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে কর্ম পাঁচ প্রকার- (১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকৃষ্ণন, (৪) প্রসারণ ও (৫) গমন।

(১) উৎক্ষেপণ : পদার্থের উর্ধ্বমুখী গতিসঞ্চারক ক্রিয়া হলো উৎক্ষেপণ। উপরের দিকে যখন টিল ছোঁড়া হয়, টিলটি তখন উপরের দিকে উঠতে থাকে। এরূপ ক্রিয়াই হলো উৎক্ষেপণ। উৎক্ষেপণ কর্মের দ্বারা উর্ধ্বস্থিত কোন দ্রব্যের সঙ্গে অন্য একটি দ্রব্যের সংযোগ করা হয়। উৎক্ষেপণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে-

‘উর্ধ্বদেশসংযোগ হেতুঃ উৎক্ষেপণম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : উৎক্ষেপণ হলো সেই ক্রিয়া যার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের উর্ধ্বদেশের সঙ্গে সংযোগ হয়।

(২) অবক্ষেপণ : অবক্ষেপণ হলো বস্তুর নিম্নমুখী গতি সঞ্চারক ক্রিয়া। একটি ফল যখন ডাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে, তখন ঐ ফলের নিম্নমুখী ক্রিয়াকে বলে অবক্ষেপণ। অবক্ষেপণ কর্মের দ্বারা

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

নিম্নস্থিত কোন দ্রব্যের সঙ্গে অন্য একটি দ্রব্যের সংযোগ হয়। অবক্ষেপণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে-

‘অধোদেশসংযোগ হেতুঃ অপক্ষেপণম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : অপক্ষেপণ হলো সেই ক্রিয়া যার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের অধোদেশের সঙ্গে সংযোগ হয়।

(৩) আকুঞ্চন : আকুঞ্চন হলো সংকোচন ক্রিয়া। একটি বায়ুপূর্ণ বেলুন থেকে যখন বায়ু নির্গত হয়, তখন বেলুনটি সংকুচিত হয়। বিস্তৃত দ্রব্যের অংশগুলিকে সংকুচিত করাই হলো আকুঞ্চন। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংযোগের জন্য আকুঞ্চন ক্রিয়া প্রয়োজন। তর্কসংগ্রহে আকুঞ্চন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

‘শরীরস্য সন্নিবৃষ্ট সংযোগ হেতুঃ আকুঞ্চনম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : আকুঞ্চন হলো সেই ক্রিয়া যার দ্বারা শরীরের সন্নিবৃষ্ট দেশের সঙ্গে শরীরের অবয়বের সংযোগ হয়।

(৪) প্রসারণ : আকুঞ্চনের বিপরীত কর্ম হলো প্রসারণ। প্রসারণ বস্তু থেকে বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়া। একটি বায়ুশূন্য বেলুনকে যখন বায়ুপূর্ণ করা হয় তখন বেলুনটি প্রসারিত হয়। বেলুনের এই প্রসারিত হওয়ারূপ ক্রিয়াকে বলে প্রসারণ। প্রসারণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে-

‘শরীর বিপ্রকৃষ্ট সংযোগ হেতুঃ প্রসারণম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : প্রসারণ হলো সেই ক্রিয়া যার দ্বারা শরীরের দূরবর্তী দেশের সঙ্গে শরীরের অবয়বের সংযোগ হয়।

(৫) গমন : উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ এই চারটি কর্ম ছাড়া বাকি সব গতিবিশেষ কর্মই গমনের অন্তর্ভুক্ত। বৈশেষিকমতে গমন শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। গমন ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যটি অনিয়ত দেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্ধ্বজ্বলন, বক্রগমন, উল্লমন, নমন প্রভৃতি গমনেরই প্রকারভেদমাত্র। ভ্রমণের দৃষ্টান্ত হলো কুম্ভকারের চক্রের ঘূর্ণন। রেচন হলো অন্তঃস্থিত তরল বস্তুর নিঃসরণ, যেমন পিচকারি থেকে জলের বহির্গমন। স্যন্দন হলো তরল দ্রব্যের প্রবহন। উর্ধ্বজ্বলন হলো উপরের দিকে শিখাবিস্তার, যেমন প্রদীপের শিখার উর্ধ্বগতি। বক্র বা তির্যঙ্গমনের দৃষ্টান্ত হলো সাপের গতি।

গমনক্রিয়ার সঙ্গে উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, এই চতুর্বিধ ক্রিয়া গতিবিশেষ নয়, গতির অনুকূল ব্যাপারবিশেষ, কিন্তু গমনক্রিয়া স্বয়ং গতিবিশেষ।

২.৪ : সামান্য বা সার্বিক (General বা Universal)

জগতের ব্যাখ্যার জন্য বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তপদার্থের মধ্যে অন্যতম পদার্থ হলো সামান্য। সামান্য

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো একাধিক বস্তুর সমান ধর্ম। বহু বস্তুর মধ্যে যে ধর্ম থাকে তাই সমান ধর্ম। যেমন মনুষ্য হলো সকল মানুষের সমান ধর্ম, অথবা গোল হলো সকল গরুর সমান ধর্ম।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য ব্যক্তি থেকে ভিন্ন নিত্য বস্তুস্বরূপ। ব্যক্তি সামান্যের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান হলেও সামান্য ব্যক্তির অতিরিক্ত নিত্য পদার্থ। এই পদার্থ একই জাতীয় একাধিক বস্তুর মধ্যে বর্তমান সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মের জন্যই একাধিক বস্তু একই জাতীয় বলে প্রতিভাত হয় (সমানাং ভাবঃ)। তাই সামান্যকে অনুগত প্রতীতির হেতু বলা হয়। ‘অনুগত প্রতীতি’ অর্থ বহু পদার্থ বিষয়ে একই রকমের বুদ্ধি বা জ্ঞান। যেমন রাম, শ্যাম, যদুর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের প্রত্যেককে আমরা ‘মানুষ’ শব্দের দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। একে বলা হয় অনুগত ব্যবহার। এই অনুগত ব্যবহার সম্ভব হয় অনুগত প্রতীতির জন্য। সুতরাং অনুগত প্রতীতিই সামান্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

বৈশেষিকরা মনে করেন, সামান্য বলে কোন পদার্থ স্বীকার করা না হলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না। অনুগতব্যবহার একটি অনুগতপ্রতীতি-নির্ভর। অনুগতপ্রতীতি ব্যতীত অনুগতব্যবহার যথার্থ হতে পারে না। আবার অনুগত বিষয় ভিন্ন অনুগতপ্রতীতিও সম্ভব নয়। তাই অনুগতব্যবহারের হেতুরূপে অনুগতপ্রতীতি এবং অনুগতপ্রতীতির হেতুরূপে অনুগত বিষয়কে আমাদের স্বীকার করতে হয়। অনুগত বিষয়রূপে যে অনুগতধর্ম স্বীকৃত, সেই ধর্মই হলো সামান্য পদার্থ। মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুগতধর্মের নাম ‘মনুষ্যত্ব’, গরুর ক্ষেত্রে ‘গোত্ব’ এবং অশ্বের ক্ষেত্রে ‘অশ্বত্ব’ ইত্যাদি।

মহর্ষি কণাদের বৈশেষিকসূত্রে ও প্রশস্তপাদভাষ্যে সামান্যের আলোচনা পরিদৃষ্ট হলেও সামান্যের যথার্থ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। বরং পরবর্তী আচার্যরাই এর যথার্থ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন তাঁর মুক্তাবলীতে সামান্যের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন-

‘নিত্যস্বে সতি অনেকসমবেতত্বম্’। (মুক্তাবলী)।

অর্থাৎ : যে ধর্ম নিত্য এবং অনেকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান, তাই সামান্য।

আবার অন্নভট্ট তর্কসংগ্রহে সামান্যের লক্ষণ দিয়েছেন-

‘নিত্যম্-একম-অনেকানুগতং সামান্যম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : সামান্য হলো বস্তু বা ব্যক্তির অনুগত ধর্ম যা নিত্য, এক ও অনেকে অনুগত বা সমবেত।

এই লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে সামান্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়- নিত্যত্ব, একত্ব ও অনেকবৃত্তিত্ব বা অনেকসমবেতত্ব।

প্রথমত, সামান্য পদার্থটি নিত্য। অর্থাৎ সামান্যের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। বিশেষ বিশেষ মানুষের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। কোন একটি মানুষের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটির মনুষ্যত্বের উৎপত্তি হয় না। কারণ ঐ মানুষটির উৎপত্তির পূর্বে যে মানুষ উৎপন্ন হয়েছে, তাতেও মনুষ্যত্ব আছে। আবার ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, যদি সকল মানুষ মারা যায় তাহলেও মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হবে না। ব্যক্তির বিনাশে সামান্য কালাশ্রিত থাকে। বৈশেষিকেরা

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

বলেন, সামান্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন সামান্য স্বীকার করতে হয়। এরূপ গৌরব কল্পনা অপেক্ষা বিভিন্ন ব্যক্তিতে একটি নিত্য সামান্য স্বীকার করাই শ্রেয়। এক ও নিত্য সামান্য একই শ্রেণীর সকল ব্যক্তিতে আশ্রিত থাকে। ব্যক্তির মাধ্যমেই আমরা সামান্যকে জানতে পারি। কোন একটি ব্যক্তির বিনাশে ঐ ব্যক্তিতে সামান্য আশ্রিত হতে না পারায় ঐ ব্যক্তিতে আমরা আর ঐ সামান্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না, কিন্তু অন্য কোন অস্তিত্বশীল ব্যক্তিতে সহজেই ঐ সামান্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

আবার ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণু বিশেষ, আকাশ, সমবায় প্রভৃতি নিত্য হওয়ায় পরমাণু প্রভৃতিতে নিত্যত্ব থাকে। কিন্তু এগুলি এক-সমবেত, অনেক-সমবেত নয়। সামান্যের অন্যতম লক্ষণ হলো 'অনেকসমবেতত্ব'। ফলে সামান্যের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি ঘটে না।

দ্বিতীয়ত, সামান্য অনেকানুগত। অর্থাৎ সামান্য একই সময়ে অনেক পদার্থে বিদ্যমান। যেমন একই মনুষ্যত্ব একই সময়ে সকল মানুষের মধ্যে আছে।

তৃতীয়ত, সামান্য অনেক পদার্থে এক বিশেষ সম্বন্ধে থাকে। সেটি হলো সমবায়-সম্বন্ধ। এই সমবায় সম্বন্ধ হলো এমন দুটি পদার্থের সম্বন্ধ, যারা তাদের উভয়ের বিদ্যমান অবস্থায় পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। যেমন মনুষ্যত্ব সমবায় সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষে থাকে, ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধে সকল ঘটে থাকে।

কিন্তু যদি 'অনেকসমবেতত্ব' সামান্যের একমাত্র লক্ষণ হয়, তাহলে যদিও পরমাণু, আকাশ ইত্যাদি নিত্য দ্রব্যের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয় না, কিন্তু সংযোগ প্রভৃতি সম্পর্কে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ সংযোগ হলো একপ্রকার গুণ। গুণ কোন না কোন দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আবার সংযোগ সর্বদাই কোন দুটি পদার্থের মধ্যে হয়। একাধিক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকায় সংযোগও অনেকসমবেত। সুতরাং সংযোগে 'অনেকসমবেতত্ব' থাকলেও সংযোগ নিত্য সম্পর্ক নয়। সংযোগে নিত্যত্ব নেই। কিন্তু সামান্য নিত্যত্ব লক্ষণযুক্ত।

অতএব, যে পদার্থ নিজে নিত্য হয়ে অনেক অর্থাৎ একাধিক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাই সামান্য।

সামান্যের প্রকারভেদ :

ন্যায়-বৈশেষিক মতে ব্যাপকতা অনুসারে সামান্য পর ও অপর ভেদে দুইপ্রকার। প্রশস্তপাদভাষ্য তথা প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে সামান্যের এই দুই বিভাগের উপরই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন ও ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কোন কোন দার্শনিক পরাপর নামক তৃতীয় এক প্রকার সামান্য স্বীকার করেছেন।

যে সামান্য সমস্ত জাতির ব্যাপক, যে জাতিকে অন্য কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাকে পর-সামান্য বলা হয়। যেমন সত্তা। সত্তা সামান্যের ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। সত্তা সামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। আর যে জাতি সর্বাপেক্ষা কম ব্যাপক বা কেবল ব্যাপ্য, যে জাতির অন্তর্ভুক্ত আর জাতি থাকে না, তাকে অপর-সামান্য বলা হয়। যেমন ঘটত্ব। অন্যদিকে যে সামান্য কোন এক সামান্যের

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

তুলনায় ব্যাপ্য, আবার কোন এক সামান্যের তুলনায় ব্যাপক, তাকে পরাপর-সামান্য বলা হয়। অর্থাৎ পর ও অপর সামান্যের মধ্যবর্তী জাতির নাম পরাপর-সামান্য। যেমন- দ্রব্যত্ব। মোটকথা, যা ব্যাপক-সামান্য তা পর এবং যা ব্যাপ্য-সামান্য তা অপর। এখানে দ্রব্যত্ব জাতি সত্তা জাতির তুলনায় ব্যাপ্য বা কম জায়গায় থাকে এবং ঘটত্ব জাতির তুলনায় ব্যাপক বা বেশি জায়গায় থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, সামান্যের পরত্বাপরত্ব আপেক্ষিক। একটি সামান্য অপর একটি সামান্যের পরিপ্রেক্ষিতেই পর বা অপর হয়। ঘটত্ব ও পটত্ব উভয়ই সামান্য হলেও উভয়ের মধ্যে পরাপরভাব থাকে না, কারণ এই দুইয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য নেই। কেননা ঘট বা পট কেউ কারো অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু দুটি সামান্য যখন সামানাধিকরণ হয়, তখনই তাদের পরাপরভাব থাকে। দ্রব্যত্ব ও ঘটত্বের সামানাধিকরণ্য আছে বলেই দ্রব্যত্বের তুলনায় ঘটত্ব অপর। যেমন ঘট একটি দ্রব্য, অর্থাৎ ঘটত্ব জাতি দ্রব্যত্ব জাতির অন্তর্ভুক্ত। ফলে এক্ষেত্রে দ্রব্যত্ব পর-সামান্য এবং তার সাপেক্ষে ঘটত্ব অপর-সামান্য।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্যকে আবার জাতি ও উপাধি ভেদে দুই প্রকার বলা হয়েছে। যে অনুগত ধর্মে জাতির লক্ষণ প্রযোজ্য হয়, তাকে জাতি বলা হয়। আর যে অনুগত ধর্মে জাতির লক্ষণ সমন্বয় হয় না, তা হলো উপাধি। জাতি হলো সেই অনুগত ধর্ম যা নিত্য ও অনেকে সমবেত। উপাধি হলো বস্তু বা ব্যক্তির আগন্তুক ধর্ম। অনাগন্তুক বা স্বাভাবিক ধর্ম জাতি। গোত্ব বা মনুষ্যত্ব হলো জাতি, কিন্তু পাচকত্ব উপাধি। গো বা মানুষ ব্যক্তি গোত্ব বা মনুষ্যত্ব ত্যাগ করে কখনও থাকতে পারে না। কিন্তু দেবদত্ত (ব্যক্তি) পাচকত্ব ধর্মকে ত্যাগ করে থাকতে পারে। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ স্বাভাবিক। কিন্তু দেবদত্ত প্রভৃতিতে পাচকত্ব ধর্ম স্বাভাবিক নয়। তাই পাচকত্ব ধর্ম জাতি নয়, উপাধি।

জাতিবাধক :

ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, একটি সামান্য জাতি হতে পারে যদি জাতিবাধক না থাকে। অপরপক্ষে জাতিবাধক থাকলে সামান্যটি জাতি না হয়ে হয় উপাধি। জাতিবাধক কাকে বলে এ বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে আচার্য উদয়ন তাঁর কিরণাবলী গ্রন্থে ছয় প্রকার জাতিবাধকের উল্লেখ করেছেন-

‘ব্যক্তেরভেদস্তূল্যত্বং সঙ্করোহথানবস্থিতিঃ।

রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ।। (কিরণাবলী)।

অর্থাৎ : ব্যক্তির অভেদ, তূল্যত্ব, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি, অসম্বন্ধ- এই ছটি জাতির বাধক।

(১) **ব্যক্তির অভেদ :** ‘ব্যক্তির অভেদ’ কথার অর্থ হলো আশ্রয়ের ঐক্য বা একাশ্রয়ত্ব বা অভিন্ন ব্যক্তিমাত্রবৃত্তি। অর্থাৎ যদি কোন জাতি এমন হয় যে তার আশ্রয় ব্যক্তির সংখ্যা এক, তাহলে সেই ধর্ম জাতি হতে পারে না। যেমন- আকাশত্ব, কালত্ব ইত্যাদি জাতি নয়। কারণ আকাশত্বের আশ্রয় আকাশ বা কালত্বের আশ্রয় কাল এক, অনেক নয়। সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে সামান্য হলো অনেকসমবেত। সুতরাং যে ধর্মের আশ্রয় ব্যক্তি একাধিক নয়, তা জাতি হতে পারে না।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

(২) **তুল্যত্ব** : ‘তুল্যত্ব’ শব্দের অর্থ হলো তুল্য আশ্রয়ত্ব বা অনূন-অনতিরিক্ত বৃত্তিত্ব। দুটি পদার্থ যদি পরস্পর পরস্পরের অনূন ও অনতিরিক্ত হয় তাহলে সেই পদার্থদ্বয়কে বলা হয় তুল্য পদার্থ। যখন দুটি ধর্মের আশ্রয়ব্যক্তি সমান অর্থাৎ নূনও নয়, অতিরিক্তও নয়, তখন সেই দুটি ধর্মকে তুল্য ব্যক্তিবৃত্তি বা অনূন-অনতিরিক্ত আশ্রয়ক বলা হয়। আবার ঐ ধর্মদ্বয় পরস্পর পরস্পরের ব্যাপ্য-ব্যাপক হওয়ায় তাকে সমন্বিত ধর্মও বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে নিয়ম হলো, দুটি জাতি তখনই ভিন্ন হবে যদি তাদের আশ্রয়ের বৈষম্য থাকে। সুতরাং দুটি অনুগত ধর্ম যদি এমন হয় যে একটি অপরটি থেকে অল্প বা অধিক দেশবৃত্তি নয়, দুটির আশ্রয়ই সমান, সেক্ষেত্রে দুটিকে দুটি পৃথক জাতিরূপে গণ্য করা যায় না। যেমন, ঘটত্ব ও কলসত্ব দুটি ভিন্ন জাতি নয়। ঘটত্ব অথবা কলসত্ব হলো জাতি। কারণ যে যে পদার্থ ঘটত্বের আশ্রয়, সেই সেই পদার্থ কলসত্বেরও আশ্রয়। বস্তুত ঘটত্ব এবং কলসত্ব দুটি ভিন্ন ধর্মই নয়। ব্যক্তির আকৃতি হলো জাতির ব্যঞ্জক। ঘটের আকৃতি এবং কলসের আকৃতি যেহেতু এক, সেহেতু ব্যঞ্জক জাতিও এক। ঘট এবং কলস দুটি পর্যায় শব্দমাত্র।

(৩) **সঙ্কর** : যদি দুটি অনুগত ধর্ম পরস্পরের অভাবের অধিকরণে থাকে এবং এক অধিকরণেও থাকে, তাহলে সেখানে সঙ্কর হয়। যে দুটি ধর্মের মধ্যে সঙ্কর হয়, সেই দুটি ধর্মের একটিও জাতি হয় না। যেমন- ভূতত্ব এবং মূর্তত্ব ধর্মের একটিও জাতি নয়। ভূতত্ব হলো পঞ্চভূতের অনুগত ধর্ম। মূর্তত্ব হলো সকল মূর্ত দ্রব্যের অর্থাৎ সীমিত পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের অনুগত ধর্ম। এখন আকাশ ভৌতিক দ্রব্য, কিন্তু মূর্ত দ্রব্য নয়। সুতরাং আকাশে ভূতত্ব আছে, কিন্তু মূর্তত্বের অভাব আছে। আবার মন যেহেতু ভৌতিক দ্রব্য নয়, কিন্তু মূর্ত দ্রব্য, সেহেতু মনে ভূতত্বের অভাব আছে, কিন্তু মূর্তত্ব আছে। আবার এমন অধিকরণ আছে যেখানে ভূতত্ব ও মূর্তত্ব দুই-ই আছে। যথা- ঘট। কারণ ঘট পঞ্চভূতের অন্তর্ভুক্ত ক্ষিতি বা পৃথিবী নামক দ্রব্য। সুতরাং তাতে ভূতত্ব আছে। আবার ঘট যেহেতু সীমিত পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য, সেহেতু তাতে মূর্তত্ব আছে। যেহেতু ভূতত্ব এবং মূর্তত্ব পরস্পরের অভাবের সমানাধিকরণ হয়ে আবার একই অধিকরণে থাকে, সেহেতু ভূতত্ব বা মূর্তত্ব কোনটিকেই জাতি বলা যায় না।

(৪) **অনবস্থা** : অবিশ্রান্ত অপ্ৰামাণিক পদার্থ কল্পনাকে বলা হয় অনবস্থা। যে সব কল্পনার বিশ্রান্তি নেই, সে সব কল্পনা অনবস্থা দোষে দুষ্ট। জাতিতে অপর একটি জাতি স্বীকার করলে সেই জাতিতে আবার অপর একটি জাতি স্বীকার করতে হয়। এভাবে অনবস্থা দোষ হয়। জাতি কখনোই অপর জাতির ব্যক্তি হতে পারে না। ব্যক্তি হলো জাতির ব্যঞ্জক তথা অধিকরণ। এজন্য ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় জাতির জাতি স্বীকার করেন না। বৈশেষিকমতে দ্রব্য, গুণ ও কর্মই জাতির আশ্রয়। জাতিকে জাতির আশ্রয় বলা যায় না।

(৫) **রূপহানি** : ‘রূপ’ বলতে এখানে স্বরূপকে বোঝানো হয়েছে। যাকে জাতিরূপে স্বীকার করলে তার স্বরূপের হানি হয়, তাকে জাতি স্বীকার করা যায় না। বৈশেষিক মতে বিশেষত্ব বিশেষের অনুগত ধর্ম হলেও জাতি নয়। বিশেষ স্বরূপতই জাতি ও জাতিমান থেকে ভিন্ন, নিঃসামান্য ও স্বতোব্যাবর্তক। বিশেষ পদার্থকে জাতি স্বীকার করলে বিশেষ পদার্থের স্বরূপের হানি হয়। এজন্য বিশেষত্ব জাতি নয়।

(৬) **অসম্বন্ধ** : ‘অসম্বন্ধ’ শব্দের অর্থ হলো সম্বন্ধের অভাব। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হলো সমবায় সম্বন্ধ। কোন অনুগত ধর্ম যদি এমন হয় যে, সে তার আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তাহলে সেই ধর্ম জাতি হতে পারে না। যেমন- অভাবত্ব বিভিন্ন অভাবের সমান ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও অভাবত্ব জাতি

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচর্চা) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

নয়। কারণ অভাবস্ব অভাবে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, থাকে স্বরূপ সম্বন্ধে। অনুরূপভাবে সমবায়স্ব জাতি নয়। কারণ সমবায়স্ব সমবায় স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। সমবায় সম্বন্ধের অভাবে তাই সমবায়স্ব ও অভাবস্ব জাতি হয় না।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, এই ছটি জাতিবাদের কোন একটি না থাকলে নিত্য ও অনেকসমবেত ধর্মকে জাতি বলা হয়। জাতি দ্রব্য, গুণ, কর্ম- এই তিনটি পদার্থে থাকে। সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে জাতি থাকে না।

২.৫ : বিশেষ (Individuality)

বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তপদার্থের মধ্যে অন্যতম পদার্থ হলো বিশেষ। কারো কারো মতে বিশেষ পদার্থ স্বীকার করার জন্যই এই সম্প্রদায় বৈশেষিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বৈশেষিক সম্মত সপ্তপদার্থের অনেক পদার্থই অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ পদার্থ কেবল বৈশেষিক দর্শনেই আলোচিত হয়েছে। সাধারণ অর্থে যা কোন পদার্থকে বিশিষ্ট করে তাকেই বিশেষ বলা হয়। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' পদটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য অনুযায়ী-

‘বিশেষয়তি ইতরেভ্যঃ ব্যাবর্তয়তি ইতি বিশেষঃ’। (ন্যায়ভাষ্য: ২/১/৩২)।

অর্থাৎ : যা কোন পদার্থকে বিশিষ্ট করে অর্থাৎ অন্যের থেকে ভিন্ন করে, তাই বিশেষ।

অর্থাৎ কোন পদার্থের ভেদক ধর্মই তার বিশেষ। বিশেষ হলো এক বিশেষ প্রকারের ব্যাবর্তক বা ভেদক। সাধারণভাবে নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব প্রভৃতি পদার্থের ব্যাবর্তক বা ভেদকরূপে গৃহিত হয়। নামের দ্বারা, জাতির দ্বারা, গুণের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারা এবং অবয়বের দ্বারা একটি পদার্থকে অন্যান্য পদার্থ থেকে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করা হয়। কিন্তু এই ব্যাবর্তকগুলি চরম ব্যাবর্তক নয়। যেমন ঘটে আছে যে ঘটস্ব ধর্ম, সেই ঘটস্বই ঘটটির বিশেষ। কারণ ঘটস্ব ধর্মই ঘটটিকে পট ইত্যাদি থেকে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করে। ঘটের ঘটস্বজাতি ঘটকে পটাদি থেকে ব্যাবৃত্ত করলেও একটি ঘটকে অপর একটি ঘট থেকে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করে না। গুণ বা ক্রিয়ার দ্বারা একটি ঘটকে অপর একটি ঘট থেকে ব্যাবৃত্ত করা যেতে পারে। যেমন, একটি লালবর্ণের ঘট একটি শ্যামবর্ণের ঘট থেকে ভিন্ন। এখানে লাল ঘটের লালবর্ণ ঘটটির বিশেষ। আবার যদি দুটি ঘটই লাল হয় ? যদিও বৈশেষিক মতে গুণ ব্যক্তিগত অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে গুণ ভিন্ন, তবু দুটি লাল ঘটের ভেদ নির্ণয় তাদের গুণের দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ ঐ দুটি ঘটের ভিন্ন দুটি লালবর্ণ স্বজাতীয় এবং লালবর্ণের অনুগত প্রতীতির জনক। ব্যক্তির ভেদের দ্বারাই তাদের ভেদ সিদ্ধ হয়। ফলে দুটি লাল ঘটের ক্রিয়া যদি ভিন্ন হয় তাহলে তাদের ক্রিয়ার দ্বারা তাদের ভেদ সাধন করা যায়। কিন্তু তাদের ক্রিয়াও যদি একই হয়, তাহলে তাদের অবয়বের ভিন্নতা দ্বারা উভয়ের মধ্যে ভেদ সাধন করতে হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, জাত্যাদি ব্যাবর্তক অন্য ব্যাবর্তকের অপেক্ষা করে অর্থাৎ এদের কোনটিই চরম ব্যাবর্তক নয়। এইসব ব্যাবর্তক থেকে বিশেষকে পৃথক করার জন্য বিশেষকে অন্ত্যব্যাবর্তক বলা হয়। অর্থাৎ বিশেষ কোন সাধারণ ভেদক ধর্ম নয়। বিশেষ হলো সেই চরম ব্যাবর্তক, যার পর আর কোন ব্যাবর্তক নেই।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

প্রকৃতির দিক থেকে বিশেষ পদার্থ সামান্য পদার্থের ঠিক বিপরীত। সামান্য পদার্থ অনুগত প্রতীতির হেতু। বিপরীতভাবে, বিশেষ পদার্থ ব্যাবৃতি-প্রতীতির হেতু। বিশেষের জন্যই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুসকল এবং অন্যান্য নিত্য দ্রব্যের পারস্পরিক ব্যাবৃতি-বুদ্ধি (ভেদজ্ঞান) সম্ভব হয়। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য উদ্দেশ্য প্রকরণে বিশেষ পদার্থের নিরূপণে মহর্ষি কণাদের উদ্ধৃতি করেছেন- 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো হি অন্ত্যা বিশেষাঃ'।

অর্থাৎ : অন্ত্যানিত্যদ্রব্যবৃত্তি পদার্থকে বিশেষ বলে। অর্থাৎ, যে পদার্থ কেবল নিত্যদ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থেকে তাদের পারস্পরিক সর্বশেষ ব্যাবৃতি-বুদ্ধি (চরম ভেদজ্ঞান) উৎপন্ন করে, তাই বিশেষ।

এখানে 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো' পদটি বিশেষ স্থাননির্দেশক। 'অন্ত্য' পদটি বিশেষের লক্ষণের সূচক। অন্ত্যে অর্থাৎ ব্যাবর্তকের অবসানে থাকে বলে বিশেষের নাম অন্ত্য। অন্ত্য-বিশেষ অর্থ চরম বিশেষ বা চরম ব্যাবর্তক ধর্ম। চরম ব্যাবর্তক ধর্ম বলতে আমরা তাকেই বুঝি যা অন্য ব্যাবর্তক ধর্মকে অপেক্ষা করে অন্য পদার্থ থেকে ব্যবর্তিত হয় না।

যদিও বস্তুর ভেদক ধর্মকে বিশেষ বলে। তবু জাতি, গুণ প্রভৃতি সকলেই ভেদবুদ্ধির জনক হলেও জাতি, গুণ প্রভৃতি 'জাতিবিশেষ', 'গুণবিশেষ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং কেবলমাত্র বিশেষকে অন্ত্যবিশেষ বলা হয়েছে। ফলে যৌগিক দ্রব্যের ব্যাবৃতি পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য কোন অন্ত্যবিশেষ বা বিশেষের প্রয়োজন হয় না। কেননা যৌগিক দ্রব্য তাদের অংশের পার্থক্যের জন্য পরস্পর ভিন্ন বলে স্বীকৃত হয়। কেবল অংশহীন নিত্য দ্রব্যগুলির পৃথকস্ব ব্যাখ্যা করবার জন্যেই বিশেষের প্রয়োজন।

কণাদের মতে তাই বিশেষ নামক পদার্থটি নিত্য দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থেকে একটি নিত্য দ্রব্য থেকে অন্য নিত্য দ্রব্যের পৃথকস্ব নির্দেশ করে। তাই প্রতিটি নিত্য দ্রব্যে একটি করে বিশেষ থাকে এবং বিশেষ নিজেও নিত্য পদার্থ। ফলে বিশেষ সংখ্যায় বহু। প্রত্যেকটি বিশেষ কেবল একটি নিত্য দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। বৈশেষিকেরা বলেন, বিশেষ পদার্থ যে কেবল প্রত্যেক পরমাণুতে আছে তা নয়। প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যেই একটি করে বিশেষ আছে। বদ্ধ আত্মা তার নিজস্ব সুখ, দুঃখের দ্বারা অন্য আত্মা থেকে বিশিষ্ট হতে পারে। সুতরাং এই সুখ, দুঃখই বদ্ধ আত্মার ভেদক ধর্ম। কিন্তু সকল মুক্ত আত্মা সমান গুণবিশিষ্ট এবং একই আত্মস্ব জাতিবিশিষ্ট বলে প্রত্যেক আত্মায় একটি করে বিশেষ স্বীকার করতে হবে।

আবার মন নামক দ্রব্যও অসংখ্য এবং সমান ধর্মবিশিষ্ট। তাদের পরস্পরের ভেদও যোগীদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলে স্বীকার করা হয়। এজন্য প্রত্যেক মনে একটি করে বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে।

তাছাড়া দিক, কাল ও আকাশেও একটি করে বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু দিক, কাল ও আকাশ নামক নিত্য দ্রব্য সংখ্যায় বহু নয়। দিক, কাল কোন জাতিবিশিষ্টও নয়। এই দুই দ্রব্যেরই কেবলমাত্র সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকস্ব, সংযোগ ও বিভাগ- এই সামান্য গুণগুলি আছে, কোন বিশেষ গুণ নেই। তাহলে কোন ধর্ম দিককে কাল থেকে বিশিষ্ট করবে ?

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

এ কারণে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকরা দিক ও কালেও একটি করে ভেদক ধর্ম স্বীকার করেছেন। দিক দ্রব্যে সমবেত, বিশেষ তার ভেদক ধর্ম। কাল দ্রব্যে সমবেত, বিশেষ তার ভেদক ধর্ম। আকাশেও বিশেষ নামক একটি ধর্ম স্বীকার করা হয়েছে এবং আকাশে যে শব্দের সমবায়িকারণতা আছে, এই বিশেষকেই তার অবচ্ছেদক ধর্ম বলা হয়েছে।

মূলত পরবর্তীকালের ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকেরা মহর্ষি কণাদের নির্দেশিত লক্ষণকে অনুসরণ করেই বিশেষের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে বিশেষের লক্ষণ দিয়েছেন-

‘নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঃ ব্যবর্তকাঃ বিশেষাঃ’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যা নিত্যদ্রব্যসমূহে থাকে এবং তাদেরকে পরস্পর থেকে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করে, তাই বিশেষ।

বিশেষ পদার্থ স্বীকার না করলে একই রকম দুটি নিত্যদ্রব্যকে পৃথক করা যাবে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে নিত্যদ্রব্যগুলি হলো- পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজের পরমাণু এবং আকাশ, দিক, কাল, আত্মা ও মন। জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব প্রভৃতির দ্বারা দুটি অনিত্য দ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়ে থাকে। যৌগিক দ্রব্য তাদের অংশের পার্থক্যের জন্য পরস্পর ভিন্ন বলে স্বীকৃত হয়। তাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য কোন বিশেষের প্রয়োজন হয় না। কেবল অংশহীন নিত্যদ্রব্যগুলির পৃথকত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষের প্রয়োজন। একটি পার্থিব পরমাণু ও একটি জলীয় পরমাণুর ভেদ তাদের গুণের ভেদের দ্বারা সম্ভব হয়। কিন্তু একটি পার্থিব পরমাণু ও অপর একটি পার্থিব পরমাণুর ভেদ কিংবা একটি জলীয় পরমাণু ও অপর একটি জলীয় পরমাণুর ভেদ তাদের অবয়ব বা গুণের দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে না। কেননা পরমাণুগুলি নিরবয়ব এবং দুটি পার্থিব বা দুটি জলীয় পরমাণুর গুণও এক। প্রলয়কালে পরমাণুসমূহের জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমান বলে ঐগুলির দ্বারা পরমাণুসমূহের ভেদ সিদ্ধ হতে পারে না। তাই দুটি পার্থিব বা দুটি জলীয় পরমাণুকে পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষ পদার্থ অবশ্যস্বীকার্য।

আবার বিশেষ দুটি নিত্যদ্রব্যকে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করে এবং অন্য বিশেষ থেকে নিজেকেও ব্যাবৃত্ত করে। এজন্য বৈশেষিকেরা বিশেষকে স্বতোব্যাবর্তক বলেছেন। অন্ত্যব্যাবর্তক হিসেবে বিশেষ সবার শেষে থাকায় বিশেষের কোন ব্যাবর্তক স্বীকৃত হয় না। বিশেষ অন্যান্য নিত্য দ্রব্যকে পরস্পর হতে পৃথক করে কিন্তু নিজেদের পরস্পর হতে পৃথক করবার জন্য বিশেষের কোন কিছু প্রয়োজন হয় না। বিশেষ কেবল ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির বা ভেদের হেতু। এই বিশেষ প্রতিটি নিত্যদ্রব্যে থাকে। একটি বিশেষ একটি নিত্যদ্রব্যেই থাকে। অসংখ্য নিত্য দ্রব্যে যে অসংখ্য বিশেষ পদার্থ ব্যাবৃত্তি বা ভেদক ধর্মরূপে বিদ্যমান, তারাও আবার পরস্পর থেকে ভিন্ন। কিন্তু দুটি বিশেষের পারস্পরিক ভেদ উপপন্ন করার জন্য বিশেষের আর বিশেষ স্বীকার করা হয় না। কারণ এক্ষেত্রে এই ভেদ উপপত্তির জন্য বিশেষ স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ হতো। অর্থাৎ বিশেষগুলি যদি তাদের স্বগত ভেদের জন্য অন্য বিশেষের অপেক্ষা করতো, তাহলে সেই বিশেষগুলিও আবার তাদের স্বগত ভেদের জন্য অন্য বিশেষের অপেক্ষা করতো। এইভাবে অনবস্থা দোষ দেখা দিতো। এই জন্যই ন্যায়-বৈশেষিকরা বিশেষকে স্বতোব্যাবর্তক বলেছেন। অর্থাৎ বিশেষ নিজের স্বরূপবশতই অন্যান্য সকল পদার্থ থেকে ভিন্ন। বস্তুত বিশেষ অন্য বিশেষ বা অন্য ধর্মকে অপেক্ষা করে অন্য পদার্থ থেকে ব্যাবর্তিত হয় না বলেই এই বিশেষকে অন্ত্য-

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

বিশেষ বলা হয়। নিত্যদ্রব্যে সর্বদা সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলে বিশেষও নিত্য। বিশেষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের মাধ্যমেই তা সিদ্ধ হয়।

বিভিন্ন নিত্যদ্রব্যে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ স্বীকার করা হলেও বিশেষের অনুগত ধর্ম বিশেষত্বকে জাতি বলা হয় না। বিশেষত্বকে জাতি বলে স্বীকার করলে রূপহানি ঘটে। অর্থাৎ বিশেষের স্বরূপহানি হয়। বিশেষত্ব জাতি হলে তার দ্বারাই বিভিন্ন বিশেষ পৃথক হয়ে যাবে। ফলে বিশেষের স্বতোব্যাবর্তক স্বরূপের হানি হবে। তাই কিরণাবলীকার উদয়নাচার্য বিশেষের লক্ষণের ব্যাখ্যায় বলেছেন-
'নিঃসামান্যত্বে সতি একদ্রব্যমাত্রসমবেতত্বম্'। (কিরণাবলী)।

অর্থাৎ : সামান্যবর্তিত এবং একটিমাত্র নিত্য দ্রব্যে সমবেত পদার্থগুলিই হলো বিশেষ।

যেহেতু বিশেষ জাতিশূন্য, সেহেতু বিশেষ গুণস্বরূপ নয়। এ কারণে কিরণাবলী গ্রন্থে আচার্য উদয়ন আরো বলেছেন- অত্যন্তব্যাবৃতি বুদ্ধির হেতু হয়, অনুগত বুদ্ধির হেতু হয় না বলে বিশেষ বিশেষই, বিশেষ সামান্য নয় বা অন্য পদার্থের অন্তর্গতও নয়। প্রত্যেকটি বিশেষ হলো অনুপম পদার্থ এবং যা অনুপম তাই স্বতোব্যাবর্তক।

বিশেষ ও সামান্য উভয়ই নিত্য পদার্থ। বিশেষের সাথে সামান্যের পার্থক্য হলো, অত্যন্তব্যাবৃতি-বুদ্ধির হেতু বিশেষ কেবল একটি নিত্য দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু অনুগত-বুদ্ধির হেতু সামান্য এক জাতীয় বহু দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। বিশেষের আশ্রয় দ্রব্যগুলি যেমন নিত্য, বিশেষ নিজেও তেমনই নিত্য পদার্থ।

২.৬ : সমবায় (Inherence)

বৈশেষিক দর্শনে সম্বন্ধপদার্থকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাবপদার্থ ছয়টি, আর একটি অভাবপদার্থ। ছটি ভাবপদার্থের ষষ্ঠ তথা সর্বশেষ ভাবপদার্থটি হচ্ছে সমবায়।

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় যেমন নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল বিভিন্ন দ্রব্য পদার্থ স্বীকার করেছেন, তেমনই এই সকল পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধেরও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। জগতের সকল পদার্থই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোন না কোন সম্বন্ধে সম্পর্কযুক্ত। পদার্থের এই পারস্পরিক সম্বন্ধগুলি নানা প্রকারের, যেমন- সমবায়, সংগোগ, বিভাগ, স্বরূপ প্রভৃতি। এ সকল সম্বন্ধের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধকে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে একটি বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সমবায় এক ধরনের সম্বন্ধ হলেও জগতের সাতটি মৌলিক পদার্থের অন্যতম। সমবায় ভিন্ন অন্যান্য সম্বন্ধগুলিকে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় অন্যান্য পদার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একমাত্র সমবায়ই স্বতন্ত্র পদার্থের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্বীকৃতি নিশ্চয়ই গুরুত্ববহু।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে কার্য-কারণভাব, আল্লাদি দ্রব্যের নিত্যতা প্রভৃতি বহু মুখ্য সিদ্ধান্ত সমবায়-নির্ভর। অন্যদিকে সাংখ্য, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন ও ভাট্ট মীমাংসায় সমবায় উপেক্ষিত বা প্রত্যাখ্যাত

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

হয়েছে। আবার প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অনুগমন করে সমবায়কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একমাত্র ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনেই সমবায় সগৌরবে এবং সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

মূলত দুটি পদার্থের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্পর্কের নাম 'সমবায়'। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে বলেছেন-

‘ইহেদমিতি যতঃ কার্যকরণয়োঃ স সমবায়ঃ’। (বৈশেষিকসূত্র: ৭/২/২৬)।

অর্থাৎ : কার্য ও কারণের এবং অকার্য ও অকারণের সম্বন্ধই সমবায় পদার্থ।

মহর্ষি কণাদ সমবায়কে অন্যতম পদার্থরূপে উল্লেখ করলেও তিনি সমবায়ের স্বরূপ প্রকাশ করেননি। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদই বিস্তারিতভাবে সমবায়ের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যরা সমবায় পদার্থের আলোচনা করেছেন। আচার্য প্রশস্তপাদ উদ্দেশ প্রকরণে সমবায়ের স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন-

‘অযুতসিদ্ধানাম্ আধার্যধারভূতানাং যৎ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ’। (প্রশস্তপাদভাষ্য)।

অর্থাৎ : অযুতসিদ্ধ ও আধার-আধেয়রূপ পদার্থ সমূহের যে সম্বন্ধ আধার-আধেয় ভাবরূপ প্রত্যয়ের হেতু তাই সমবায়।

উক্ত ভাষ্যে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ দুটি লক্ষণ চিহ্নিত করা হয়েছে, ‘অযুতসিদ্ধানাম্’ বা অযুতসিদ্ধরূপী এবং ‘আধার্যধারভূতানাং’ বা আধার-আধেয়রূপ পদার্থ। অযুতসিদ্ধ পদার্থ হলো সেই পদার্থ যা অন্য একটি পদার্থের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে যে ঐ দুই পদার্থের কোন একটির বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেমন সুতার সঙ্গে পট বা কাপড়ের সম্বন্ধ। কাপড় সুতার মধ্যেই অবস্থান করে। কাপড় ও সুতা পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে না। অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে অযুতসিদ্ধ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন-

‘যয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে একম্ অবিদ্যৎ এব অবতিষ্ঠতে তাবৎ অযুতসিদ্ধৌ’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যে দুটি পদার্থের একটি, তার বিনাশ পর্যন্ত, অন্যটিতে আশ্রিত হয়েই থাকে, সে দুটি পদার্থ অযুতসিদ্ধ।

তাই প্রশস্তপাদ-ভাষ্যোক্ত ‘অযুতসিদ্ধানাম্’ পদকে সমবায়ের লক্ষণ নির্দেশ বলে বর্ণনা করে কিরণাবলীকার আচার্য উদয়ন ‘অযুতসিদ্ধ’ পদের অর্থ নিরূপণার্থে বলেন-

‘অযুতাঃ প্রাপ্তাশ্চসিদ্ধা ইতি অযুতসিদ্ধাঃ’। (কিরণাবলী)।

অর্থাৎ : যারা প্রাপ্ত হয়েই (অযুত) সিদ্ধ হয় তারাই অযুতসিদ্ধ।

যারা কখনো অপ্রাপ্ত থাকে না, সর্বদা প্রাপ্ত হয়েই থাকে তারাই অযুতসিদ্ধ এবং তাদের মধ্যস্থিত প্রাপ্তসম্বন্ধই সমবায়। সমবায়কে তাই নিত্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধ বলা যায়। উদয়নের মতে তাই ‘নিত্যপ্রাপ্তিঃ

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ' অর্থাৎ 'নিত্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধই সমবায়'। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননও মুক্তাবলীতে নিত্যসম্বন্ধকেই সমবায়ের লক্ষণ বলেছেন। এবং নব্য-নৈয়ায়িক অল্পভট্টও তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে সমবায়ের লক্ষণ দিয়েছেন-

'নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : নিত্য সম্বন্ধই সমবায়।

উল্লেখ্য, যদি দুটি পদার্থ পরস্পর যুত হয়ে (অসম্বন্ধ হয়ে) সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পরস্পরের সম্বন্ধ নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে, সে দুটি পদার্থকে যুতসিদ্ধ বলা হয়। দুটি যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধকে সংযোগ বলা হয়। যুতসিদ্ধ ভিন্ন পদার্থকেই অযুতসিদ্ধ বলা হয়েছে। যেমন হাতের সাথে কলমের যে সম্পর্ক তা সংযোগ। কেননা হাত ও কলম দুটি যুতসিদ্ধ পদার্থ। অর্থাৎ পূর্বে হাত ও কলমের সম্পর্ক বিযুক্ত ছিলো এবং পরেও তা বিযুক্ত হয়ে ভিন্ন আশ্রয়ে আশ্রিত হতে পারে। তাই সংযোগ অনিত্য সম্পর্ক বলে তা অযুতসিদ্ধ নয়। কিন্তু সমবায় হচ্ছে নিত্য সম্বন্ধ।

সমবায়ের অপর লক্ষণটি হলো আধার্যাদার বা আধার-আধেয়ভাব। সমবায়ের আধার-আধেয়ভাব একপাক্ষিক। যেমন মনুষ্যজাতি রাম, শ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত থাকে যে, ব্যক্তিমানুষের নাশ না হওয়া পর্যন্ত মনুষ্যকে ব্যক্তিমানুষ থেকে পৃথক করা যায় না। তেমনি ঘট থেকে ঘটের রূপকে, পট বা কাপড় থেকে তক্ত বা সুতাকে, ঘট বা পটকে অক্ষুণ্ণ রেখে পৃথক করা যায় না। ব্যক্তিমানুষ ও মনুষ্যজাতি, ঘট ও ঘটরূপ, পট ও তক্তকে তাই অযুতসিদ্ধ পদার্থ বলা হয়। এগুলির সম্পর্ক আবার আধার-আধেয় সম্পর্ক। আধেয় মনুষ্যজাতির আধার হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ, আধার ঘটরূপে আধেয় হচ্ছে ঘট ইত্যাদি। এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ হলো সমবায় সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই দুটি পদার্থের অযুতসিদ্ধরূপে প্রতীতির কারণ বা হেতু।

অন্যদিকে 'হাঁড়িতে আম আছে' এইরূপ আধার্যাদার পদার্থদ্বয়ের আধার-আধেয় ভাবরূপ প্রত্যয়ের হেতু সংযোগ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকে কোনভাবে সমবায় সম্বন্ধ বলা যাবে না, এতে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ আধার হাঁড়ির সঙ্গে আধেয় আমের সম্বন্ধ হচ্ছে সংযোগ সম্বন্ধ। হাঁড়ি ও আম এই পদার্থদ্বয় হলো যুতসিদ্ধ। যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে পরিহার করে ভিন্ন আশ্রয়ে আশ্রিত হতে পারে। আম হাঁড়িতে না থেকে অন্যত্র থাকতে পারে। সংযোগ নিত্য সম্বন্ধ নয়। তাই আম ও হাঁড়ির সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয় না।

আবার ধর্ম ও সুখ, অধর্ম ও দুঃখ সমানাধিকরণ হওয়ায় সব সময় ধর্মের সঙ্গে সুখ এবং অধর্মের সঙ্গে দুঃখ থাকে। ধর্ম হলো সুখের কারণ, অধর্ম হলো দুঃখের কারণ। ধর্ম ও অধর্ম আত্মার গুণ হিসেবে যেমন আত্মাতে আশ্রিত, তেমনি সুখ ও দুঃখ আত্মার গুণ হিসেবে আত্মাতে আশ্রিত। সুতরাং বলা যায় যে ধর্ম ও সুখ, অধর্ম ও দুঃখ অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ (অভিন্নাশ্রয়বিশিষ্ট)। কিন্তু ধর্ম ও সুখ এবং অধর্ম ও দুঃখের মধ্যে আধার-আধেয় ভাব না থাকায় এদের মধ্যস্থিত সম্বন্ধ সমবায় বলে বিবেচিত হয় না।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

অর্থাৎ, যে সম্বন্ধে অযুতসিদ্ধ ও আধার-আধেয়ভাবের সার্বত্রিক ও সর্বকালিক প্রতীতি হয়, তাই সমবায় সম্বন্ধ। ন্যায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অর্থাৎ সমবায়ের জ্ঞান হয় প্রত্যক্ষের দ্বারা। কিন্তু বৈশেষিক মতে, সমবায় প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞাত হতে পারে না। তাঁদের মতে, সমবায়ের অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ। এবং এই মতে, সমবায় নিত্য ও এক।

সমবায়ের দৃষ্টান্ত বা ক্ষেত্র :

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সমবায়ের দৃষ্টান্ত হলো পঞ্চবিধ। ‘দৃষ্টান্ত’ বলতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ জোড়া সম্বন্ধীর কথা বোঝানো হয়েছে। এই পাঁচটি যুগ্ম পদার্থ অযুতসিদ্ধ। সমবায়ের এই বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলিকে উল্লেখপূর্বক সমবায়ের পরিচয় নির্দেশ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ভাষ্যপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বলেছেন-

‘ঘটাदीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः

तेषु जातेश्च समवायः प्रकीर्तितः।।’ (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)।

অর্থাৎ : দ্রব্য ও গুণ, দ্রব্য ও কর্ম, জাতি ও ব্যক্তি, অবয়ব ও অবয়বী, নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাই হলো সমবায় সম্বন্ধ।

এই সমবায় সম্বন্ধই অযুতসিদ্ধ। অন্তঃভেদ ও তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে তাবৎ অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন-

‘তাবৎ অযুতসিদ্ধৌ যথা অবয়ব-অবয়বিনৌ, গুণ-গুণিনৌ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবন্তৌ, জাতি-ব্যক্তী, বিশেষ নিত্যদ্রব্যে চেতি।’ (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী (দ্রব্য), ক্রিয়া-ক্রিয়াবান (দ্রব্য), জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্য এই পাঁচটি যুগ্ম পদার্থ অযুতসিদ্ধ। এদের সম্বন্ধ সমবায়।

অতএব, ন্যায়-বৈশেষিক মতে সমবায় সম্পর্ক পাঁচ প্রকারের- (১) দ্রব্য ও গুণের (গুণ-গুণীর) সম্পর্ক, (খ) দ্রব্য ও কর্মের (ক্রিয়া-ক্রিয়াবান) সম্পর্ক, (৩) ব্যক্তি ও জাতির সম্পর্ক, (৪) অবয়ব ও অবয়বীর (অংশ-অংশীর) সম্পর্ক, (৫) নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের সম্পর্ক।

(১) দ্রব্য ও গুণের সম্পর্ক : গুণ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যেমন, ঘটের রূপ হচ্ছে তার গুণ এবং তা ঘটে (দ্রব্যে) সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ঘট ও তার রূপ- এ দুটির অন্তত একটি (ঘটের রূপ) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ঘটেই থাকে। কিন্তু ঘট অন্তত একটি ক্ষণ (উৎপত্তি ক্ষণ) রূপ ছাড়া থাকতে পারে। তাই তারা অযুতসিদ্ধ।

(২) দ্রব্য ও কর্মের সম্পর্ক : ক্রিয়া দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যেমন, গাছের পাতা (দ্রব্য) ও তার ক্রিয়া- এ দুটির মধ্যে অন্তত একটি (ক্রিয়া) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ গাছের পাতাতেই থাকে।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচর্চা) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে ক্রিয়া থাকে না বলে দ্রব্য ক্রিয়াহীন থাকতে পারে। এ দুটির মধ্যে অন্তত একটি অপরটি থেকে অবিচ্ছেদ্য বলে তারা অযুতসিদ্ধ।

(৩) ব্যক্তি ও জাতির সম্পর্ক : জাতি দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যেমন, জাতি (গোছ) ব্যক্তি গো-তে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। গোছ ও গো (গরু)-এ দুটির মধ্যে গো (গরু) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাতে গোছ জাতি থাকবেই। কিন্তু গো-ব্যক্তি না থাকলেও গোছ জাতি থাকতে পারে। এ দুটির মধ্যে অন্তত একটি অপরটি থেকে অবিচ্ছেদ্য বলে তারা অযুতসিদ্ধ।

(৪) অবয়ব ও অবয়বীর সম্পর্ক : অবয়বী অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যেমন বস্ত্র (অবয়বী) সুতা বা তক্ততে (অবয়ব) সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তক্ত বস্ত্র ছাড়া থাকতে পারে, কিন্তু বস্ত্র তক্ত ছাড়া থাকতে পারে না। এই দুটি পদার্থের মধ্যে অন্তত একটি (বস্ত্র) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তা তক্ততেই থাকে। তাই তারা অযুতসিদ্ধ।

(৫) নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের সম্পর্ক : পরমাণু, আকাশ, দিক, কাল, আত্মা, মন প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে বিশেষ থাকে সমবায় সম্বন্ধে। এক্ষেত্রে সম্বন্ধী দুটিই নিত্য বলে এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। তাই তারা অযুতসিদ্ধ।

সংযোগ ও সমবায়

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সম্বন্ধ প্রধানত দুই রকমের- সংযোগ ও সমবায়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সংযোগকে সম্বন্ধ বলা হলেও সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে নানা পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. সমবায় স্বরূপগতভাবে সম্বন্ধ হলেও তা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সংযোগকে পদার্থ বলা হয় নি। সংযোগকে গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. সমবায়কে নিত্য সম্বন্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু সংযোগ অনিত্য সম্বন্ধ। যেখানে সংযোগ সম্বন্ধ হয়, সেখানে শেষে বিভাগ দেখা যেতে পারে। যেমন, বৃক্ষে পাখির যে সংযোগ বা হাতের সাথে পুস্তকের যে সংযোগ, তা শেষে বিভাগ হলে নষ্ট হয়ে যায়। গাছ থেকে পাখি আবার উড়ে গেলে গাছের সাথে পাখির সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সংযোগ অনিত্য সম্বন্ধ। অপরপক্ষে, কপাল (আকৃতি) ও ঘটের যে সমবায় সম্বন্ধ তা বিভাগে শেষ হয়ে যায় না। ঘট বা কপাল কোনটিই কখনও বিভক্ত হয়ে অবস্থান করে না। সমবায়ের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সমবায়ের সম্বন্ধীর বিনাশে সম্বন্ধের স্তান সামগ্রি বিনষ্ট হয়, কিন্তু সমবায় নিত্য ও স্বতন্ত্র বলে তা বিনষ্ট হয় না।

৩. সমবায় সম্বন্ধ অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতি অযুতসিদ্ধ পদার্থেই হয়। অপরপক্ষে, সংযোগ যে সম্বন্ধীদ্বয়ে থাকে তা যুতসিদ্ধ, অযুতসিদ্ধ নয়। দণ্ড পুরুষ প্রথমে অসম্বন্ধ থাকে, পরে সম্বন্ধ হয়। তাই দণ্ড ও পুরুষ যুতসিদ্ধ পদার্থ। এদের সম্বন্ধই সংযোগ। কিন্তু ঘট ও তার রূপ, ঘট ও ঘটন কখনও অসম্বন্ধ হয়ে থাকতেই পারে না। তাই তারা অযুতসিদ্ধ পদার্থ। এদের সম্বন্ধই সমবায়।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

৪. সংযোগ সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যই হয়। দ্রব্যতিরিক্ত পদার্থে সংযোগ হয় না। ঘট ও পট দুটি দ্রব্য। এদের সংযোগ হতে পারে। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যের মধ্যে (যেমন, অবয়ব-অবয়বী) হতে পারে, আবার এমন দুটি পদার্থের মধ্যেও হতে পারে যারা দুটিই দ্রব্য নয় (যেমন, দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম)।

৫. সংযোগ ও সমবায় উভয়ই বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সমবায় সম্বন্ধ যে দুটি অযুতসিদ্ধ পদার্থে থাকে তাদের মধ্যে সর্বদা আধার-আধেয় ভাব থাকে। যেমন, কপাল (আকৃতি) ও ঘটের যে সমবায় সম্বন্ধ সেস্থলে কপাল হচ্ছে আধার এবং ঘট আধেয়। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধ যে দুটি সম্বন্ধীতে থাকে তাদের মধ্যে সর্বদা আধার-আধেয় ভাব থাকে না। হাত ও কলমের যে সংযোগ, সে স্থলে হাত আধার এবং কলম আধেয় হয়। কিন্তু হাতের দুটি আঙুলের মধ্যে যে সংযোগ সেখানে কোন আঙুলই আধার বা আধেয় হয় না। সুতরাং সমবায় ও সংযোগ ভিন্ন।

৬. সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ। অর্থাৎ সংযোগ যে অধিকরণে (আশ্রয়ে) থাকে, সেই অধিকরণে তার অভাবও থাকে। যেমন, বৃক্ষে পাখিসংযোগ আছে বললে সেখানে পাখিসংযোগের অভাবও আছে বলা যায়। কেননা বৃক্ষের সর্বাংশে পাখিসংযোগ থাকে না। কিন্তু সমবায় ব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ। ঘটে রূপ থাকে সমবায় সম্বন্ধে। ঘটের কোন অংশে রূপ আছে, কোন অংশে রূপের অভাব আছে, তা বলা যায় না।

ভাট্ট মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে সমবায়ের পরিবর্তে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের মতে, তাদাত্ম্যের অর্থ ভেদাভেদ বা ভেদ-সহিষ্ণু অভেদ। অর্থাৎ কোন অংশে ভেদ, কোন অংশে অভেদ। ন্যায়-বৈশেষিকেরা তাদাত্ম্য বলতে অভেদকে বোঝেন। ভাট্ট ও বেদান্তীদের মতে, ঘট ও রূপ এ দুটি পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় হতে পারে না। ‘ঘটে রূপ থাকে’ এক্ষেত্রে ঘট আধার ও রূপ আধেয় হয়। সুতরাং ঘট ও রূপ অভিন্ন নয়, যেহেতু অভিন্ন পদার্থে আধার-আধেয় ভাব হয় না। আবার ঘট ও রূপ ভিন্নও নয়, যেহেতু এ দুটি পৃথকভাবে থাকে না। সুতরাং ঘট ও রূপের সম্বন্ধ ভেদাভেদ। এর বিরুদ্ধে ন্যায়-বৈশেষিকেরা বলেন, ভেদাভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ, তাই তা একই অধিকরণে থাকতে পারে না। সুতরাং সমবায় অবশ্য স্বীকার্য।

২.৭ : অভাব পদার্থ (Negation or Non-existence)

যায়।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর মুক্তাবলীতে অভাব পদার্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন-
‘অভাবস্বম্ দ্রব্যাদিস্টকান্যোন্যাভাবস্বম্’। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)।

অর্থাৎ : যে পদার্থে ছয়টি ভাবপদার্থের ভেদ আছে তাই অভাব।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থে (নিজ নিজ ভেদ ভিন্ন) ‘দ্রব্য নয়’ ‘গুণ নয়’ এইভাবে ভাবপদার্থের কেবল পাঁচটি ভেদ আছে, ছয়টি ভেদ নেই। একমাত্র অভাব পদার্থেই ছয়টি ভাবপদার্থের ভেদ আছে। তাই অভাব হলো দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের অন্যান্যভাব (পারস্পরিক অভাব) বোধক পদার্থ।

ভারতীয় দর্শনে লক্ষণ এবং প্রমাণের দ্বারা পদার্থ সিদ্ধ হয়। অভাবের লক্ষণ থেকে বোঝা যায়, অভাবনিরূপণ ভাবনিরূপণসাপেক্ষ। সেই কারণে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অভাব পদার্থ নিরূপণের আগে ছ’টি ভাব পদার্থ (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়) নিরূপিত হয়েছে।

যার অভাব থাকে, তাকে ঐ অভাবের প্রতিযোগী বলে এবং যেখানে অভাব থাকে, তাকে অভাবের অধিকরণ বা অনুযোগী বলে। টেবিলে কলমের অভাবের ক্ষেত্রে কলম অভাবের প্রতিযোগী এবং টেবিল অনুযোগী। অতএব অভাব সবসময় কোন অনুযোগীতে কোন প্রতিযোগীর অভাব। অভাবের সঙ্গে তার অনুযোগী বা প্রতিযোগীর সম্বন্ধ হলো স্বরূপ সম্বন্ধ। কোথাও কোথাও এই সম্বন্ধকে বিশেষণতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষণতা এক প্রকার স্বরূপ সম্বন্ধ হওয়ায় এই সম্বন্ধ অন্য কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। অভাব অনুযোগী ও প্রতিযোগী সাপেক্ষ। যেহেতু অভাব পদার্থ প্রতিযোগী ভাবপদার্থের নিরূপণ ব্যতিরেকে নিরূপিত হতে পারে না, সেহেতু অভাব পদার্থকে ভাবপরতন্ত্র বলা হয়। কারণ প্রতিযোগী ভাবপদার্থের জ্ঞান ব্যতীত অভাবের স্বরূপ বোঝা যায় না। কিন্তু প্রতিযোগী পদার্থ পরিচিত হলেই, যেখানে প্রতিযোগী থাকে, সেস্থান ছাড়া অন্যস্থানে তা অভাব জ্ঞানের বিষয় হয়। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ভাবপদার্থ পদার্থান্তর নিরূপণের অধীন নয়, তাই তাদের বলা হয় স্বতন্ত্র। ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাব বলতে আসলে নাস্তিত্বকে বোঝায় না। অভাব বলতে ‘কোন কিছুতে কোন কিছুর অভাব’ বোঝায়।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ :

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অভাবকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে- (ক) অন্যান্যভাব ও (খ) সংসর্গভাব।

(ক) অন্যান্যভাব : অন্যান্যভাব বলতে বোঝায় দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ। অন্য, ভিন্ন, অপর, পৃথক, নহে, নয় ইত্যাদি শব্দ থেকে অন্যান্যভাবের প্রতীতি হয়। যেমন, রস রূপ হতে অন্য, গুণ দ্রব্য হতে ভিন্ন, বিশেষ সামান্য হতে অপর বস্তু, ক্রিয়া গুণ হতে পৃথক, রাম শ্যাম নয়, তেঁতুল মিষ্ট নয়, ঘট পট নয় ইত্যাদি বাক্য অন্যান্যভাবের প্রকাশক।

‘অন্যান্য’ শব্দের অর্থ পরস্পর। এক্ষেত্রে পরস্পর অর্থ প্রতিযোগী ও অনুযোগী। অন্যান্যের অভাব অন্যান্যভাব। দুটি ভিন্ন জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক যে অভাব, তাকে বলে অন্যান্যভাব। যেমন, গরু ও অশ্বের পারস্পরিক অভাব। এই অন্যান্যভাবের দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য।

প্রথমত, যে ভেদবিশেষের যা প্রতিযোগী, তা তারই অনুযোগী হয় না। যেমন, জলভেদের প্রতিযোগী জল। সুতরাং, জল জলভেদের অনুযোগী হয় না। যদি তা হতো তাহলে জল ‘জল ভিন্ন’ হতো। ভেদের প্রতিযোগী এবং অনুযোগী পরস্পর বিভিন্ন পদার্থই হবে একরূপ স্বভাব নির্ধারিত থাকায় জল কখনও

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

জলভিন্ন হয় না। কিন্তু জলভিন্ন হয় অগ্নি বা অন্যান্য কিছু। দ্বিতীয়ত, যে প্রতিযোগী পদার্থের ভেদ যে অনুযোগী পদার্থে থাকে, সেই অনুযোগী পদার্থের ভেদও সেই প্রতিযোগী পদার্থে অবশ্যই থাকে। যেমন, রাম শ্যাম হতে ভিন্ন। সুতরাং, শ্যামও রাম থেকে ভিন্ন হবেই। প্রতিযোগী ও অনুযোগীর পরস্পর এই বৈপরীত্য থেকে ভেদের অন্যান্যভাবে সংজ্ঞার তাৎপর্য বোঝা যায়।

নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন মুক্তাবলীতে অন্যান্যভাবে লক্ষণে বলেছেন-
'অন্যান্যভাবেঃ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্'। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)।

অর্থাৎ : যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য (অবিচ্ছেদ্য) সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (পৃথক) সেই অভাবকেই অন্যান্যভাবে বলে।

এই লক্ষণ অনুসারে, 'ঘট পট নয়' বা 'গরু অশ্ব নয়' ইত্যাদি বাক্যে যে অভাবের কথা বলা হয় তাই অন্যান্যভাবে। প্রশ্ন হলো, এরূপ আকারের অভাবসূচক বাক্যে কাকে নিষেধ করা হয়? 'ঘট পট নয়' এরূপ প্রতীতির বিষয়রূপে যে অভাব তা ঘট-অনুযোগিক ও পট-প্রতিযোগিক। ঘটে পট নিষিদ্ধ হয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধে। তাই তাদাত্ম্য সম্বন্ধটি প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। এক্ষেত্রে ঘটাদিকরণে পটরূপ প্রতিযোগীকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিষেধ করা হয়। অন্যান্যভাবে সম্পর্কে এটিই নব্যমত।

অন্যদিকে প্রাচীনমতে অন্যান্যভাবে যা নিষিদ্ধ হয় তা হলো দুটি পদার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ, তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী নয়। 'ঘট পট নয়' এরূপ অভাবপ্রতীতির বিষয় হলো পট-তাদাত্ম্য। এক্ষেত্রে প্রাচীন মতানুসারী নৈয়ায়িক আচার্য উদয়ন বলেন- 'এই বাক্যের দ্বারা যার নিষেধ হয়, তা হচ্ছে ঘটের সঙ্গে পটের তাদাত্ম্য। কাজেই অন্যান্যভাবে প্রতিযোগী হচ্ছে এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। তবে এই তাদাত্ম্য বাস্তবিক তাদাত্ম্য নয়। ঘটের সঙ্গে পটের বাস্তবিক তাদাত্ম্য থাকে না। যখন 'ঘট পট নয়' এই জ্ঞান হয়, তখন ঘটে আরোপিত পট-তাদাত্ম্যের নিষেধ বিষয় হয়। এখানে নিষেধ করা হচ্ছে পট-তাদাত্ম্যের। ঘটেই নিষেধ করা হচ্ছে। কাজেই ঘট হচ্ছে এই নিষেধের অধিকরণ বা অনুযোগী এবং পট-তাদাত্ম্য হচ্ছে প্রতিযোগী।

কিন্তু নব্য ন্যায়মতে নিষেধের বিষয় পট-তাদাত্ম্য নয়, পট। তবে পট ঘটে নিষিদ্ধ হচ্ছে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে। সুতরাং তাদাত্ম্য সম্বন্ধটি প্রতিযোগী নয়, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ। অর্থাৎ, যে প্রতিযোগীটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয়, তাকে বলে অন্যান্যভাবে। নব্যনৈয়ায়িক অন্নভট্টও তর্কসংগ্রহে অন্যান্যভাবে লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে-

'তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ অন্যান্যভাবেঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : অন্যান্যভাবে হলো সেই অভাব যার প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন।

অন্যান্যভাবে এক ও নিত্য। 'ঘট পট নয়', 'গরু অশ্ব নয়', 'রাম রহিম নয়' প্রভৃতি অভাব প্রতীতিতে একই নিত্য অন্যান্যভাবে প্রতীত হয়। এই অভাব বা পারস্পরিক ভেদ এমন নয় যে আজ আছে,

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

কাল থাকবে না। এই ভেদ চিরকালীন। ঘট ও পট বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাদের ভেদ অবিনাশী। কোন ঘট ও পট না থাকলেও ঘট ও পটের ভেদ থাকেই। ঘট ও পট বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু বিনষ্ট হয়ে এক হয়ে যেতে পারে না। কারণ দুটি ভিন্ন বস্তু কখনই অভিন্ন হতে পারে না। তাই অন্যান্য্যভাব নিত্য।

(খ) সংসর্গাভাব : অন্যান্য্যভাব ভিন্ন অভাবকে বলা হয় সংসর্গাভাব। যার দ্বারা একটি পদার্থ অন্য একটি পদার্থের আশ্রয় হয় তাকে সংসর্গ বলে। সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধের দ্বারা একটি পদার্থ অন্য একটি পদার্থের আশ্রয় হয় বলে সংযোগাদিকে সংসর্গ বলে। তাদাত্ম্য (অবিচ্ছেদ্যতা) এই অর্থে সংসর্গ নয়। যে অভাব স্বপ্রতিযোগী সংসর্গবিরোধী তাই সংসর্গাভাব। সংসর্গাভাবমাত্রই তাই কোন অনুযোগীতে কোন প্রতিযোগীর সংসর্গের অভাব। যেমন, টেবিলে ঘটের অভাব। এখানে অনুযোগী টেবিলে প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গের অভাব প্রতীতি হয়। এভাবে সংসর্গাভাবকে অন্যান্য্যভাবভিন্ন অভাব বলা যায়। তাই সংসর্গাভাবের লক্ষণে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মুক্তাবলীতে বলেছেন-
'সংসর্গাভাবান্যান্য্যভাবভিন্ন অভাবস্বম্'। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)।

অর্থাৎ : অন্যান্য্যভাব ভিন্ন অভাবই হলো সংসর্গাভাব।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, অন্যান্য্যভাবের প্রতিযোগী কেবল তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু সংসর্গাভাবের প্রতিযোগী সংযোগ, সমবায়, স্বরূপ প্রভৃতি সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হতে পারে। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ- (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংসভাব ও (৩) অত্যন্তভাব।

(১) প্রাগভাব : কোন একটি বস্তু উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা যে অভাব, তাকে প্রাগভাব বলে। প্রাক+অভাব- এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে কোন কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তার সমবায়িকারণে ঐ কার্যের যে অভাব, তাই ঐ কার্যের প্রাগভাব। যেমন, একটা বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে, সুতোতে ঐ বস্তুর অভাব হলো ঐ বস্তুর প্রাগভাব। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মুক্তাবলীতে প্রাগভাবের লক্ষণে বলেছেন-
'বিনাশ্যভাবস্বং প্রাগভাবস্বম্'। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)।

অর্থাৎ : যে অভাব বিনাশ্য বা যে অভাবের বিনাশ আছে তাই প্রাগভাব।

এখানে 'যে অভাবের বিনাশ আছে' বলতে বোঝায়, যে অভাবের বিনাশ আছে কিন্তু উৎপত্তি নেই। কেননা, যে ঘটটি এখনও উৎপন্ন হয়নি, জগতে সেই ঘটের অভাব আছে। এই অভাব কখন শুরু হয়েছে কেউ জানে না। উৎপত্তির পূর্বে একটি পদার্থ কোন কালেই থাকতে পারে না, তাই তার প্রাগভাব অনাদি। তবে যে মুহূর্তে ঘটটি উৎপন্ন হবে, সেই মুহূর্তেই ঐ ঘটের অভাব বিনষ্ট হবে। অর্থাৎ প্রাগভাব সান্ত, তার অন্ত বা শেষ আছে। তাই তর্কসংগ্রহে অন্নভট্ট আরো স্পষ্টভাবে প্রাগভাবের লক্ষণ দিয়েছেন-

'অনাদি সান্তঃ প্রাগভাবঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যে অভাব অনাদি ও সান্ত, তাই প্রাগভাব।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, যে প্রতিযোগীর প্রাগভাব থাকে, তারই উৎপত্তি হয়, আবার প্রতিযোগীর উৎপত্তিতে প্রাগভাব বিনষ্ট হয়। তাই প্রাগভাব একাধারে প্রতিযোগীর জনক এবং প্রতিযোগীর দ্বারা বিনাশ্য।

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা কোন কার্যের প্রাগভাবকে সেই কার্যের কারণ বলে স্বীকার করেছেন। যেহেতু প্রাগভাবকে কারণ বলে না মানলে একই ঘটের বারবার উৎপত্তির সম্ভাবনা স্বীকার করতে হবে। কারণ কুম্ভকার, ঘট-কপাল, কপালদ্বয়ের সংযোগ, কুম্ভকারের চক্র, লাঠি ইত্যাদি, দিক, কাল, অদৃষ্ট প্রভৃতি ঘট উৎপত্তির কারণ। এই কারণগুলির কোনটিই পরক্ষণে বিনষ্ট হতে বাধ্য নয়। সুতরাং, অনায়াসেই কল্পনা করা যায় যে, ঘটটি উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণেও এই কারণগুলি থাকবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়ক্ষণে আবার ঘটটির উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। যেহেতু কারণসমূহ উপস্থিত থাকলে পরক্ষণে কার্য উৎপন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু একই ঘটের বারবার উৎপত্তি কেউ স্বীকার করেন না। যদি প্রাগভাবকে কারণ বলে স্বীকার করা হয় তাহলে এই সমস্যার সহজেই সমাধান করা যায়। কুম্ভকার, কপাল ইত্যাদির মতো ঘটের প্রাগভাবও ঘট উৎপত্তির কারণ। কিন্তু এই কারণটি অন্যান্য কারণের মতো নয়। ঘটটি উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কারণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কার্যের প্রাগভাবের অধিকরণ কী ? অর্থাৎ ঘটটি উৎপত্তির পূর্বে ঐ ঘটের প্রাগভাব কোথায় ছিলো ?

ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যরা এর উত্তরে বলেন, কার্যোৎপত্তির পূর্বে কার্যের সমবায়িকারণে তার প্রাগভাব থাকে। একটি ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ঐ ঘটটির সমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়, সেই কপালদ্বয়ই হলো ঐ ঘটের প্রাগভাবের অধিকরণ। ঘট ঘটাব্যবহারের প্রতিযোগী। উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকায় ঘটের উৎপত্তিতে ঘটাব্যবহার বিনষ্ট হয়। এজন্য প্রাগভাবকে বিনাশ্য অভাব বলা হয়। প্রাগভাবের অস্তিত্বে প্রমাণ হলো ‘কোন কার্য উৎপন্ন হবে’ এরূপ ব্যবহার।

(২) **ধ্বংসাত্মক** : কোন একটি জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবার পর তার যে অভাব শুরু হয়, তাকে ধ্বংসাত্মক বলে। কোন কার্য বিনষ্ট হলে তার যে অভাব তাই ধ্বংসাত্মক। যেমন একটি ঘট ভেঙে গেলে, তার সমবায়িকারণে বা অংশগুলিতে ঐ ঘটটির যে অভাব, তাই ঐ ঘটের ধ্বংসাত্মক। মুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ধ্বংসাত্মকতার লক্ষণে বলেছেন-

‘জন্য অভাবস্বং ধ্বংসস্বম্’। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)।

অর্থাৎ : যে অভাব জন্য বা যে অভাবের উৎপত্তি আছে তাই ধ্বংসাত্মক।

এখানে ‘যে অভাবের উৎপত্তি আছে’ বলতে বোঝায়, যে অভাবের উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নেই। ধ্বংসাত্মকতার আদি আছে যেহেতু একটি বস্তুর বিশেষ বিশেষ সময়ে ধ্বংস হয়। কিন্তু এই অভাবের অন্ত বা শেষ নেই, যেহেতু ঐ বিনষ্ট ঘটটি আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। তাই অন্তঃস্থ তর্কসংগ্রহে ধ্বংসাত্মকতার লক্ষণে আরো স্পষ্টভাবে বলেন-

‘সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসঃ’। (তর্কসংগ্রহ)।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

অর্থাৎ : যে অভাব সাদি ও অনন্ত, তাই ধ্বংসাত্মক।

প্রাগভাবের ন্যায় ধ্বংসাত্মকও নিজ প্রতিযোগীর সমবায়িকারণে অবস্থিত হয় এবং ঐ সমবায়িকারণ নষ্ট হলে কালিক সম্বন্ধে থাকে। প্রাগভাবের সঙ্গে ধ্বংসাত্মকের পার্থক্য হলো, প্রাগভাগ তার প্রতিযোগীর জনক, কিন্তু ধ্বংসাত্মক তার প্রতিযোগীর দ্বারা জন্য বা উৎপন্ন। অর্থাৎ ঘট ধ্বংসের একটি কারণ হলো ঘট নিজে। উৎপত্তিযোগ্য দ্রব্য, গুণসমূহ, যাবতীয় কর্ম এবং প্রাগভাব- এরা ধ্বংসের প্রতিযোগী। কিন্তু ধ্বংস স্বয়ং কোন ধ্বংসের প্রতিযোগী নয়, যেহেতু ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকৃত হয় না।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, ধ্বংসাত্মক উৎপন্ন হয় অথচ বিনষ্ট হয় না। ঘট, পট, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি ভাবপদার্থ বিশেষ সময়ে উৎপন্ন হয়ে আবার তা একসময়ে বিনষ্ট হলেও, অভাবপদার্থের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কারণ ধ্বংসাত্মকের অভাবপদার্থ বিনাশ হতে হলে যার দ্বারা ঐ অভাব উৎপন্ন হয়েছে সেই পদার্থেরই পুনরাবির্ভাব দরকার। কিন্তু বিনষ্ট পদার্থের পুনরাবির্ভাব কখনোই সম্ভব নয়। বিনষ্ট পদার্থের পুনরাবির্ভাবের জন্য তার কারণসামগ্রির উপস্থিতি প্রয়োজন। কোন পদার্থের প্রাগভাব তার কারণসামগ্রির অন্তর্গত। প্রাগভাব বিনষ্ট হয়েই পদার্থটির উৎপত্তি হয়েছে। ঐ প্রাগভাবের উপস্থিতি তাই আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। ফলে ঐ পদার্থের পুনরাবির্ভাবও সম্ভব নয়। এজন্যেই ধ্বংসাত্মক অনন্ত বা অবিনাশী।

(৩) অত্যন্তাভাব : কোন একটি জিনিসে অন্য কোন একটি জিনিসের চিরকালীন যে অভাব, তাকে বলে অত্যন্তাভাব। যেমন, বায়ুতে রূপের অভাব বা জলে গন্ধের অভাব প্রভৃতি অত্যন্তাভাবের দৃষ্টান্ত। বায়ুতে রূপ বা জলে গন্ধ কখনো ছিলো না, আবার কখনো থাকবেও না। এই অভাব নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত। মুক্তাবলীতে অত্যন্তাভাবের লক্ষণে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বলেছেন-
'নিত্যসংসর্গাভাবস্বম্ অত্যন্তাভাবস্বম্'। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)।

অর্থাৎ : নিত্য সংসর্গের অভাবই হলো অত্যন্তাভাব।

ধ্বংসাত্মকের আদি আছে, অন্ত নেই। প্রাগভাবের অন্ত আছে, আদি নেই। কিন্তু অত্যন্তাভাবের আদিও নেই, অন্তও নেই। এই নিত্য সংসর্গের অভাব ত্রৈকালিক অর্থাৎ অতীতে যে অভাব ছিলো, বর্তমানে সে অভাব আছে এবং ভবিষ্যতেও এই অভাব থাকবে। তাই অন্তঃসংগ্রেহে অত্যন্তাভাবের লক্ষণে বলেন-

'ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ অত্যন্তাভাবঃ'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যে অভাব ত্রৈকালিক অর্থাৎ নিত্য এবং যার প্রতিযোগিতা কোন সংসর্গ বা সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, তাই অত্যন্তাভাব।

অত্যন্তাভাব নিত্য হিসেবে প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা আকাশে কুসুমের অভাবের ন্যায় অলীকের অভাবকে অত্যন্তাভাব বলে উল্লেখ করলেও নব্য নৈয়ায়িকেরা অবশ্য অলীকের অভাব স্বীকার করেন না।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অন্যান্যভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসভাব ও অত্যন্তভাব এই চতুর্বিধ অভাব সাধারণভাবে প্রচলিত। কিন্তু এই চতুর্বিধ বিভাগ ছাড়াও ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থানে নানা ধরনের অভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্নভট্ট তাঁর টীকাগ্রন্থ তর্কসংগ্রহদীপিকায় এ ধরনের কয়েকটি অভাবের আলোচনা করেছেন, যেমন- সাময়িক অভাব, অভাবের অভাব, ব্যাধিকরণ ধর্মাভিচ্ছিন্ন অভাব, কেবলাভাব, বিশিষ্টাভাব, সামান্যাভাব, বিশেষাভাব, অন্যতরাভাব, উভয়াভাব প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লিখিত হলেও এই অভাবগুলি ইতঃপূর্বে বর্ণিত চতুর্বিধ বিভাগের কোন না কোনটির অন্তর্গত হতে পারে বলে মনে করা হয়।

৩.০ : কারণ ও তার বিভাগ

বৈশেষিক মতে এই জগৎ অনিত্য। জগতের সৃষ্টি আছে এবং লয় আছে। জগতের সৃষ্টি ও লয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় কার্য-কারণ তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। কারণ ও কার্য হলো যথাক্রমে স্রষ্টা ও সৃষ্ট। স্রষ্টা কোন কিছু সৃষ্টি করে। স্রষ্টার এই সৃষ্টি হলো কার্য। কারণ হলো কার্যের ঘটক। কারণ নিত্য হতে পারে, আবার অনিত্য হতে পারে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে কাল, দিক, আকাশ, ঈশ্বর, পরমাণু এইগুলি হলো নিত্য কারণ। এই কারণগুলি অন্য কারণের দ্বারা সৃষ্ট নয়। অপরদিকে ঘট, পট প্রভৃতি কারণ হলো অনিত্য কারণ। ঘট, ঘটরূপের কারণ। কিন্তু এই ঘট আবার কপালদ্বয় সংযোগের কার্য। এইজন্য ঘটকে অনিত্য কারণ বলা। অনিত্য কারণের উৎপত্তি ও বিনাশ থাকে।

বিভিন্ন বৈশেষিক শাস্ত্রে নানাভাবে কারণের লক্ষণ দেয়া হয়েছে। এইসকল লক্ষণ প্রধানত কার্য ভিত্তিক। অর্থাৎ কার্যের ভিত্তিতেই কারণের লক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্যশ্রয় দোষ অর্থাৎ পারস্পরিক আশ্রয়দোষ পরিহারের অভিপ্রায়ে কারণের ভিত্তিতে কার্যের লক্ষণ দেয়া হয় নি। স্বতন্ত্রভাবেই কার্যের লক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কার্য (Effect) :

কার্যের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন-
'কার্যং প্রাগভাব প্রতিযোগী'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : কার্য হলো প্রাগভাবের প্রতিযোগী।

কোন পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে যে অভাব থাকে তাকে বলা হয় প্রাগভাব। যেকোন প্রকার অভাবের ক্ষেত্রে যে পদার্থটির অভাব অনুভূত হয় সেই পদার্থটিকে বলা হয় অভাবের প্রতিযোগী। প্রাগভাবের প্রতিযোগী যতক্ষণ না উৎপন্ন হয় ততক্ষণই তার প্রাগভাব থাকে। যে ঘটটি এখনও উৎপন্ন হয়নি, জগতে তার প্রাগভাব বর্তমান। ন্যায়মতে, কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তার প্রাগভাব থাকে। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রাগভাব থাকে। যা উৎপন্ন হয় তাই কার্য। যে ক্ষণে ঘটটি উৎপন্ন হবে সেই

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

ক্ষণেই ঐ ঘটের প্রাগভাব ধ্বংস হবে। বস্তুত প্রাগভাব ধ্বংস করেই কার্য উৎপন্ন হয়। যার প্রাগভাব নেই, তার উৎপত্তিরও প্রশ্ন নাই। এজন্য কোন কার্যের উৎপত্তির প্রতি ঐ কার্যের প্রাগভাব অন্যতম কারণরূপে বিবেচিত হয়। কার্য হলো তাই, উৎপত্তির পূর্বে যার অস্তিত্ব থাকে না, যা পরে আরম্ভ হয়। ফলে কার্য যেহেতু তার প্রাগভাবকে ধ্বংস করে উৎপন্ন হয়, সেহেতু কার্যকে প্রাগভাবের প্রতিযোগী বলা হয়েছে।

কারণ (Cause) :

কারণের লক্ষণে অন্তঃভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন-

‘কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যা কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি, যা সর্বদা কার্যের পূর্বে থাকে, তাই কারণ।

তন্ত্র, তন্ত্রসংযোগ, তন্ত্রবায়, তুরী, বেমা বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি বলে বস্ত্রের কারণ। মৃত্তিকা, কুম্ভকার, জল ঘটের নিয়ত পূর্ববৃত্তি বলে ঘটের কারণ। এখানে ‘কার্য’ শব্দটি পূর্ববৃত্তির বিশেষণ এবং ‘নিয়ত’ শব্দটিও পূর্ববৃত্তির বিশেষণ। বৃত্তি মানে থাকা। ‘পূর্ববৃত্তি’ বলতে বোঝায় পূর্বে বৃত্তি বা পূর্বে থাকা। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, কার পূর্বে বৃত্তি ? এর উত্তরে বলা হয়, কার্যের পূর্বে বৃত্তি। আর যদি প্রশ্ন উঠে, কিরূপ পূর্ববৃত্তি ? এর উত্তর হবে কার্যের নিয়ত পূর্বে বৃত্তি। পুনরায় যদি প্রশ্ন উঠে, কত পূর্বে বৃত্তি ? এর উত্তর হবে, অব্যবহিত পূর্বে বৃত্তি। যদিও অন্তঃভট্ট তর্কসংগ্রহে স্পষ্টত অব্যবহিত পূর্বে বৃত্তি বলেননি, তবু পরবর্তী টীকাকারেরা অব্যবহিত পূর্বে বৃত্তি যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, পূর্ব শব্দের দ্বারা কার্যের দূরবর্তী পূর্বগামী পদার্থকে বুঝলে হবে না। পূর্ব শব্দের দ্বারা কার্যের দূরবর্তী পূর্বগামী পদার্থকে বুঝলে গতকাল উৎপন্ন বস্ত্রের কারণ তন্ত্র, বেমা, তুরী প্রভৃতি আজকে উৎপন্ন বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববর্তী বলে ঐ বস্ত্রের প্রতি কারণ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় না। গতকাল উপস্থিত তুরী, বেমা, তন্ত্র প্রভৃতি আজকে উৎপন্ন বস্ত্রের প্রতি তাদের কারণ বলা যাবে না। অতএব পূর্ববৃত্তি মানে কার্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বে থাকা। এরপরেও যদি প্রশ্ন উঠে, কোথায় বা কোন্ স্থলে পূর্ববৃত্তি ? তার উত্তরে বলা হয়, কার্যের অধিকরণে পূর্ববৃত্তি। অর্থাৎ, যা কার্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষেণে কার্যের অধিকরণে নিয়ত থাকে, তাই কারণ। কোন স্থলে যখন কোন কার্য ঘটে তখন সেই স্থলে কার্য ঘটায় অব্যবহিত পূর্বে ঘটক কারণ উপস্থিত থেকে কার্যকে ঘটায়। সর্বত্র এইরূপ নিয়ম। এই জন্য কারণকে কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি বলা হয়েছে।

কারণের এই লক্ষণে ‘নিয়ত’ শব্দ ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ‘নিয়ত’ শব্দ না দিলে কারণের লক্ষণ হয়ে যাবে- ‘যা কার্যের পূর্বে থাকে তাই কারণ’। কিন্তু এটি কারণের লক্ষণ হলে তা অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। ঘট-কার্যের উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকা বহনকারী গর্দভ (রাসভ) কখনও কখনও উপস্থিত থাকতে পারে। ফলে গর্দভ ঘট-কার্যের পূর্ববৃত্তি হওয়ায় গর্দভকেও ঘট-কার্যের কারণ বলতে হবে। পূর্ববৃত্তি কারণের লক্ষণ গর্দভে সমন্বয় হয়ে যায় বলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই কারণের লক্ষণে ‘নিয়ত’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ কার্যের কেবল পূর্ববৃত্তি নয়, কারণ কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি। গর্দভ ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তির পূর্বে কখনও থাকলেও ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তির পূর্বে নিয়ত থাকে না। গর্দভ ঘটের উৎপত্তিতে অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। অর্থাৎ কারণের

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচর্চ) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

লক্ষণে যদি 'নিয়ত' শব্দটি সন্নিবিষ্ট না হয় তাহলে কোন আকস্মিক পূর্ববর্তী ঘটনাও কার্যের কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে। একটি ঘণ্টার উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কোন একটি কাক উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য ঐ ঘটনাকে ঘট-কার্যের কারণ বলা যায় না। যেখানে কার্য, সেখানে কারণ থাকে। তাই কারণ কার্যের ব্যাপক হয়। 'নিয়ত' শব্দের অর্থ নিয়মযুক্ত বা সর্বত্র বা ব্যাপক। গর্দভ বা কাক ঘট-কার্যের ব্যাপক হয় না বলে ঘণ্টার কারণ হয় না। যখনই কোন কার্য ঘটে তখনই তার পূর্বে তার কারণ উপস্থিত হয়। একই জাতীয় কার্যের উৎপত্তিতে সর্বদা একই জাতীয় কারণের পূর্ববৃত্তি থাকে। অতএব যা কোন কার্যের নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী তাকেই ঐ কার্যের কারণ বলা হয়।

আবার কারণের লক্ষণে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটিও অপরিহার্য। শুধু বৃত্তি বললে কারণের লক্ষণ হবে- 'যা কার্যের সঙ্গে নিয়ত বৃত্তি তাই কারণ'। এবং এটি কারণের লক্ষণ হলে এক্ষেত্রেও তা অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। কেননা ঘটকার্য নিয়ত নিজের সঙ্গে থাকায় ঘট নিজেই নিজের প্রতি কারণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ কারণের লক্ষণ কার্যে সমন্বয় হয়ে যাবে। ফলে কারণের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। যে কোন বস্তু তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সর্বদা নিজের সঙ্গে থাকে। তাই যে কোন কার্যও তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সর্বদা নিজের সঙ্গে থাকে। ফলে একটি কার্য নিজেই নিজের ব্যাপক হবে, যাকে বলে স্ব-ব্যাপক বা স্ব-নিয়ত। কিন্তু যা কার্যের ব্যাপক তাই কারণ, এটা হতে পারে না। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যেই কারণের লক্ষণে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দ সংযোজিত হয়েছে।

কিন্তু এতোসব ব্যাখ্যার পরেও কারণের এই যে লক্ষণ- 'কার্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্' বা 'যা কার্যের নিয়ত পূর্বে থাকে তাই কারণ', তাতেও কারণের লক্ষণ নির্দোষ হয় না। একটি কার্য উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বে জগতে এতো বিচিত্র ঘটনা ঘটে যাদের সঙ্গে হয়তো ঐ কার্যের কোন সম্পর্ক নাই। যেমন- তক্ত বা সুতা যেমন বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হওয়ায় বস্ত্রের কারণ হবে, তেমনি তক্তরূপও বস্ত্রের কারণ হয়ে পড়বে। কেননা তক্তর মতো তক্তরূপও বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি। কিন্তু ন্যায়মতে তক্ত বস্ত্রের কারণ হলেও তক্তরূপ বস্ত্রের প্রতি কারণ নয়। কার্যের সাথে এরূপ সম্বন্ধহীন ঘটনাকে কারণ থেকে বহির্ভূত করার জন্য নৈয়ায়িকরা অনন্যথাসিদ্ধ বা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য ধারণার সাহায্য নিয়েছেন।

যে ঘটনা কোন কার্যের নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী হয়েও কার্যের জনক হয় না, তাই অন্যথাসিদ্ধ। অন্যথাসিদ্ধির অভাব বা বিরহই হলো অনন্যথাসিদ্ধ বা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য। অন্যথাসিদ্ধ কার্যের কারণ হয় না। অনন্যথাসিদ্ধই কার্যের কারণ হয়। যে তক্ত পট বা বস্ত্র উৎপন্ন করে সেই তক্ত পটের কারণ। কিন্তু ঐ তক্তর রূপ পটরূপের কারণ হলেও ঐ পটের কারণ নয়। অথচ তক্তর রূপ তক্তর সঙ্গেই পটকার্যের নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী হয়। এই কারণে তক্তর রূপকে পটকার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়। এইরূপ অন্যথাসিদ্ধিশূন্য নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কোন কার্যের কারণ বলা যায়। এইজন্য অল্পভট্ট তাঁর টীকাগ্রন্থ তর্কসংগ্রহদীপিকায় অবশেষে কারণের নির্দোষ লক্ষণ দিয়েছেন-

'অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববৃত্তিঃ কারণম্'। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : যা অনন্যথাসিদ্ধ ও নিয়ত পূর্ববৃত্তি, তাই কারণ।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

অতএব, কারণের প্রকৃত লক্ষণ হলো, যা অন্যথাসিদ্ধ নয়, অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধ- যা কার্যের উৎপত্তির জন্য অপ্ৰয়োজনীয় নয়, এবং যা কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি বা সর্বদা কার্যের পূর্বে থাকে, তাই কারণ।

অন্যথাসিদ্ধি ও তার প্রকারভেদ :

অল্পভট্ট অন্যথাসিদ্ধির কোন লক্ষণ দেননি। তিনি তর্কসংগ্রহদীপিকায় টীকায় বলেছেন- যা কোন কার্যের কারণ, তা অন্যথাসিদ্ধ হবে না, অন্যথাসিদ্ধ থেকে ভিন্ন হবে (অনন্যথাসিদ্ধ)। অতএব বলা যায়, যা কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি, অথচ কোন যুক্তিতে তা কার্যের উৎপত্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, তাই অন্যথাসিদ্ধ। যেমন, তন্ত্ররূপ বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। তন্ত্র রূপ ছাড়া হয় না, তন্ত্রর কোন না কোন রূপ থাকবেই। কিন্তু বস্ত্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেহেতু তন্ত্রই, তা যে কোন রঙেরই হোক না কেন, বস্ত্রের উৎপত্তির জন্য অপরিহার্য, তাই তন্ত্ররূপ বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ, কিন্তু তা বস্ত্ররূপের প্রতি কারণ।

বিভিন্ন ন্যায়শাস্ত্রে অন্যথাসিদ্ধির বিভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। তর্কসংগ্রহদীপিকায় অল্পভট্ট তিন প্রকার অন্যথাসিদ্ধির উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(ক) প্রথমপ্রকার অন্যথাসিদ্ধির ব্যাখ্যায় অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকায় বলেছেন-

‘যেন সইব যস্য যং প্রতি পূর্ববৃত্তিস্বং অবগম্যতে, তং প্রতি তেন তং অন্যথাসিদ্ধম’।
(তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : কোন কার্যের প্রতি যে পদার্থের পূর্ববৃত্তিস্বং যে সব ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে জ্ঞাত হয়, সেই কার্যের প্রতি সেই সব ধর্ম ঐ কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ।

যেমন পটকার্যের প্রতি তন্ত্রর রূপ, তন্ত্রস্ব প্রভৃতি ধর্ম। তন্ত্রর কোন না কোন রূপ থাকবেই। আবার তন্ত্রতে তন্ত্রস্ব বলে জাতি বা ধর্ম সর্বদাই থাকে। তন্ত্র পটের নিয়ত পূর্ববর্তী ও পটের কারণ। তন্ত্রর রূপ ও তন্ত্রস্ব তন্ত্র সহযোগেই পটের নিয়ত পূর্ববর্তী। স্বতন্ত্রভাবে তারা পটকার্যের প্রতি নিয়ত পূর্ববর্তী হয় না। তন্ত্র কারণ হওয়ায় তার দ্বারা তার রূপ ও জাতি পটকার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ তন্ত্রই পটের কারণ। পট যেহেতু তার রূপ ও জাতির আশ্রয়, সেইহেতু তন্ত্রর সঙ্গে তাদের পটের প্রতি নিয়ত পূর্ববৃত্তিস্বং ঘটে থাকে।

প্রশ্ন হতে পারে, তন্ত্ররূপ ও তন্ত্রস্ব যেহেতু তন্ত্রর মতোই পট বা বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববৃত্তি, তবে তাদের তন্ত্রর মতোই বস্ত্রের প্রতি কারণ বলা হবে না কেন ? উত্তরে বলা হয়েছে, লাঘবের নীতি অনুযায়ী তন্ত্ররূপ ও তন্ত্রস্বকে বস্ত্রের কারণ বলা হয়নি। যদি অল্পসংখ্যক নিয়ত পূর্বগামী ব্যাপারের দ্বারা কার্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে অধিকতর নিয়ত পূর্বগামী ব্যাপার স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়। তন্ত্ররূপ তন্ত্র (দ্রব্য) ছাড়া থাকতে পারে না, তন্ত্রস্বের জ্ঞান তন্ত্রর পূর্বজ্ঞান ছাড়া হয় না। তাই পট বা বস্ত্রের উৎপত্তির ব্যাপারে তন্ত্র ছাড়া তন্ত্রর অপরিহার্য ধর্মকে কারণরূপে স্বীকার করা অপ্ৰয়োজনীয়।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধির বর্ণনা দিতে গিয়ে অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকায় বলেছেন-

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

‘অন্য প্রতি পূর্ববৃত্তিহে জ্ঞাত এব যস্য যং প্রতি পূর্ববৃত্তিঃ অবগম্যতে তং প্রতি তৎ অন্যথাসিদ্ধম’।
(তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : অন্য কার্যের প্রতি কোন পদার্থের পূর্ববৃত্তি জানার পরই যদি আরেকটি কার্যের প্রতি সেই পদার্থের পূর্ববৃত্তি জানা যায়, তবে সেই দ্বিতীয় কার্যের প্রতি ঐ পদার্থ অন্যথাসিদ্ধ হয়।

যেমন পটকার্যের প্রতি আকাশ নিয়ত পূর্ববৃত্তি হলেও অন্যথাসিদ্ধ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, আকাশ নিত্য ও বিভূ (সর্বব্যাপী) দ্রব্য। তাই আকাশ যে কোন কার্যেরই নিয়ত পূর্ববৃত্তি। তাই আকাশকে যে কোন কার্যের প্রতি কারণ বলতে হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকরা তা বলেন না। আকাশের পরিচয় হলো শব্দসমবায়িকারণত্ব। শব্দের সমবায়িকারণরূপে আকাশ শব্দের নিয়ত পূর্ববর্তী। পটের প্রতি আকাশের পূর্ববৃত্তিহে জ্ঞানের পূর্বে শব্দের প্রতি তার পূর্ববৃত্তিহে জ্ঞান সর্বদা হওয়ায় আকাশকে শব্দেরই কারণ বলা হয়, তাই পটের প্রতি আকাশ অন্যথাসিদ্ধ। যদিও বৈশেষিকেরা একাধিক কার্যের প্রতি একটি পদার্থের কারণতা স্বীকার করেন, তবুও যেক্ষেত্রে একটি কার্যের কারণতা জানতে হলে সর্বদাই অন্য একটি কার্যের প্রতি কারণতা আগে জানতে হয় সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়াদি কার্যের প্রতি তার কারণতা সিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয়াদি কার্যের প্রতি তা অন্যথাসিদ্ধ হয়।

পল্ল হতে পারে, আকাশ পটের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হলেও তা পটের কারণ নয় কেন? উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকেরা বলেন, লাঘবের নীতি অনুযায়ী আকাশকে পটের প্রতি কারণ বলা হয় নি। অল্পসংখ্যক নিয়ত পূর্বগামী ব্যাপারের দ্বারা কার্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলে অধিকতর নিয়ত পূর্বগামী ব্যাপার স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়। পটের উৎপত্তির ক্ষেত্রে তন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য নিয়ত পূর্বগামী পদার্থের উল্লেখই যথেষ্ট ও প্রয়োজনীয়। তাই আকাশকে পটের কারণ বললে গৌরব দোষ হয়। আকাশ শব্দের জনক। শব্দজনকত্বই আকাশের পরিচায়ক। আকাশ আকাশরূপে শব্দ ভিন্ন কার্যের কারণ হয় না। তাই আকাশ আকাশরূপে শব্দ ভিন্ন সব কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ।

(গ) তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধির ব্যাখ্যায় অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকায় বলেছেন-

‘অন্যত্র ক্লিপ্ত নিয়তপূর্ববর্তিনা এব কার্যসম্ভবে তৎ সহভূতম্ অন্যথাসিদ্ধম’। (তর্কসংগ্রহদীপিকা)।

অর্থাৎ : যে সব নিয়তপূর্বগামী ব্যাপার কার্যের উৎপত্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তাই কার্যের কারণ, তার সঙ্গে যা যা থাকে তা তা অন্যথাসিদ্ধ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, পাকের ফলে পাকজস্থলে একটি পার্থিব দ্রব্যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারটি গুণ যুগপৎ অর্থাৎ একসঙ্গেই উৎপন্ন হয়। পাকের ফলে উৎপন্ন রূপাদিকে পাকজ রূপ, পাকজ রস, পাকজ গন্ধ, পাকজ স্পর্শ বলা হয়। উৎপত্তির পূর্বে প্রতিটি গুণের প্রাগভাব তার উৎপত্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু গন্ধের উৎপত্তিতে গন্ধের প্রাগভাবই কারণ হবে। গন্ধ প্রাগভাবের সঙ্গে রূপপ্রাগভাব গন্ধের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও গন্ধের প্রতি রূপপ্রাগভাব অন্যথাসিদ্ধ হবে, কারণ হবে না। একইভাবে পাকজ রূপের প্রতি রূপের প্রাগভাব কারণ, গন্ধের প্রাগভাব অন্যথাসিদ্ধ। কেননা পাকজ রূপের উৎপত্তির জন্য গন্ধের প্রাগভাব প্রয়োজনীয় নয়। অনুরূপ, পাকজ রসের প্রতি রসের প্রাগভাব কারণ, রূপাদির প্রাগভাব অন্যথাসিদ্ধ, এবং পাকজ স্পর্শের প্রতি স্পর্শের প্রাগভাব কারণ, গন্ধাদির প্রাগভাব অন্যথাসিদ্ধ।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহদীপিকায় উপরিউক্ত তিনপ্রকার অন্যথাসিদ্ধির কথা বললেও বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ভাষ্যপরিচ্ছেদ গ্রন্থে পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধি স্বীকার করেছেন- (১) কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম (যেমন, ঘটের প্রতি দণ্ড), (২) কারণের গুণ (যেমন, ঘটের প্রতি দণ্ডরূপ), (৩) ঘটাদি কার্যের প্রতি আকাশ, (৪) ঘটের প্রতি কুলালপিতা বা কুম্ভকারপিতা, (৫) ঘটমাত্রের প্রতি রাসভ (গর্দভ)। এই পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধি সর্বসম্মত। তবে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধি অল্পভট্ট স্বীকৃত তিন প্রকার অন্যথাসিদ্ধির অন্তর্গত।

- (ক) উল্লিখিত প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধি কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম ও দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধি কারণের গুণ এই দুটিকে অল্পভট্ট পৃথক পৃথক অন্যথাসিদ্ধি না বলে দুটিকে প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধির অন্তর্গত করেছেন।
- (খ) উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার অন্যথাসিদ্ধিকে অল্পভট্ট দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধির অন্তর্গত করেছেন।
- (গ) উল্লিখিত পঞ্চম প্রকার অন্যথাসিদ্ধি রাসভাদিকে অল্পভট্ট তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধির অন্তর্গত করেছেন।

কারণের শ্রেণীবিভাগ :

ন্যায়-বৈশেষিক মতে কারণ তিন প্রকার- (১) সমবায়িকারণ, (২) অসমবায়িকারণ ও (৩) নিমিত্তকারণ।

ন্যায়মতে কার্য দুই প্রকার হতে পারে- ভাবকার্য ও অভাবকার্য। ঘট, পট প্রভৃতি উৎপন্ন বস্তু ভাবকার্য। লাঠির আঘাতে ঘট ভেঙে গেলে ঘটের যে ধ্বংস উৎপন্ন হয় সেই ঘটধ্বংস অভাবকার্য। ন্যায়মতে ভাবকার্য সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত- এই তিনটি কারণ হতে উৎপন্ন হয়। ভাবকার্য মাত্রেরই সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্তকারণ থাকে। যেমন, তক্ত থেকে উৎপন্ন বস্ত্র ভাবকার্য। বস্ত্রের সমবায়িকারণ তক্ত, অসমবায়িকারণ তক্তসংযোগ, নিমিত্তকারণ তক্তবায়, তুরী, বেমা ইত্যাদি। কিন্তু ঘটধ্বংস রূপ অভাবকার্য কেবল নিমিত্তকারণ থেকে উৎপন্ন হয়। অভাবকার্যের সমবায়ি ও অসমবায়িকারণ নাই। অভাব কোথাও সমবায়ি সম্বন্ধে থাকে না বলে অভাব কার্যের সমবায়ি, অসমবায়ি কারণ হয় না। ঘটধ্বংস রূপ অভাবকার্য লাঠি, লাঠি ও ঘটের সংযোগ প্রভৃতি নিমিত্তকারণ থেকে উৎপন্ন।

(১) সমবায়িকারণ (Inherent cause) : অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে সমবায়িকারণের লক্ষণ দিয়েছেন-

‘যৎ সমবেতং কার্যমুৎপদ্যতে তৎ সমবায়িকারণম্’। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যাতে অর্থাৎ যে দ্রব্যে সমবেত হয়ে বা সমবায় সম্বন্ধে থেকে কার্যের উৎপত্তি হয়, তাই কার্যের সমবায়িকারণ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্রব্যই গুণ-ক্রিয়াদির আশ্রয়। একমাত্র দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হতে পারে। তাই কেবল দ্রব্যই এই মতে সমবায়িকারণ হতে পারে। যেমন, তক্ত পট বা বস্ত্রের সমবায়িকারণ এবং পট পটরূপের সমবায়িকারণ। তক্ত দ্রব্য। তক্ততে সমবেত হয়ে পট উৎপন্ন হয়। তাই তক্ত অর্থাৎ দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয়। গুণ বা কর্ম (ক্রিয়া) সমবায়িকারণ হয় না। পট হলো

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাত্মক) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

অবয়বী (whole) এবং তন্তুসমূহ হলো তার অবয়ব (part)। ন্যায়মতে অবয়বী ও অবয়বের সম্বন্ধ সমবায়। পট (কার্য) তন্তুসমূহে (অবয়ব) সমবায় সম্বন্ধে থেকে উৎপন্ন হয়। তাই তন্তুসমূহ পটের সমবায়িকারণ। ন্যায়মতে, কার্য ও কারণ সমানাধিকরণ হওয়া প্রয়োজন। পট তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে এবং তন্তু তন্তুতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকায় তন্তু (কারণ) ও পট (কার্য) সমানাধিকরণ হয় বা একই অধিকরণে থাকে বলা যায়। তাই তন্তু পটের কারণ হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জনদ্রব্য অর্থাৎ উৎপন্নদ্রব্য গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ হওয়ায় দ্রব্যকে গুণ ও কর্মের অন্তত একক্ষণ আগে উৎপন্ন হতে হয়। যে ক্ষণে দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেইগে দ্রব্য নিগুণ ও নিষ্ক্রিয় থাকে। দ্রব্য উৎপত্তির পরক্ষণে গুণ উৎপন্ন করে কিন্তু কর্ম উৎপন্ন হওয়ার জন্য আরো একটি ক্ষণ প্রয়োজন হয়। কর্ম উৎপন্ন হওয়ার জন্য সংযোগ-বিভাগের অপেক্ষা করে। সংযোগাদি গুণ হওয়ায় দ্রব্য উৎপত্তির পরক্ষণেই তা উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু সংযোগের উৎপত্তিক্ষণে কর্মের উৎপত্তি সম্ভব নয়। তাই কর্মকে উৎপত্তির জন্য আরো একক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং বলতে হয় যে, প্রথমক্ষণে দ্রব্যের উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে গুণের উৎপত্তি এবং তৃতীয়ক্ষণে কর্মের উৎপত্তি স্বীকার্য।

(২) অসমবায়িকারণ (Non-inherent cause) : তর্কসংগ্রহে অন্তঃভুক্ত অসমবায়ি কারণের লক্ষণ দিয়েছেন-

‘কার্যেণ কারণেন বা সহ একস্মিন অর্থে সমবেতত্বে সতি যৎ কারণং তৎ অসমবায়িকারণম’।
(তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : কার্যের সঙ্গে বা কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে অর্থাৎ সমবায়িকারণে থেকে যা কার্যকে উৎপন্ন করে তাই কার্যের অসমবায়িকারণ।

যেমন, তন্তুসংযোগ পটের (বস্ত্রের) অসমবায়িকারণ, তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ। তন্তুসংযোগের অধিকরণ তন্তুতে পট (কার্য) সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলে তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ হয়। আবার তন্তুরূপের অধিকরণ তন্তুতে পটরূপের কারণ পট থাকে বলে তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ হয়।

অসমবায়িকারণ দুইভাবে কার্যের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়- (ক) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অসমবায়িকারণ কার্যেকার্থ। অথবা (খ) পরম্পরা সম্বন্ধে অসমবায়িকারণ কার্যেকার্থ।

কার্যেকার্থ অসমবায়িকারণ : কার্যের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্য উৎপন্ন করে সেই কারণকে বলা হয় কার্যেকার্থ অসমবায়িকারণ। অন্যকথায়, যখন কার্যের অসমবায়িকারণ কার্যের সমবায়িকারণে সাক্ষাৎ সমবায় সম্বন্ধে থেকে কার্য উৎপন্ন করে তখন ঐ অসমবায়িকারণকে কার্যেকার্থ অসমবায়িকারণ বলা হয়। যেমন, তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ। এক্ষেত্রে পট কার্য তার অসমবায়িকারণ তন্তুসংযোগে থাকে না। কিন্তু তন্তুসংযোগের অধিকরণ তন্তুতে পট (কার্য) সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ফলে তন্তুসংযোগ (কারণ) ও পট (কার্য) সমানাধিকরণ হয়। তাই তন্তুসংযোগকে পটের অসমবায়িকারণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তন্তুসংযোগ কার্য পটের সঙ্গে পটের সমবায়িকারণ তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে সমবেত থেকে পট কার্য উৎপন্ন করে বলে পটের প্রতি তন্তুসংযোগ অসমবায়িকারণ।

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

কারণৈকার্থ্য অসমবায়িকারণ : কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্য উৎপন্ন করে সেই কারণকে বলা হয় কারণৈকার্থ্য অসমবায়িকারণ। অন্যকথায়, যখন কার্যের অসমবায়িকারণ কার্যের সমবায়িকারণে স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে থেকে কার্য উৎপন্ন করে তখন ঐ অসমবায়িকারণকে কারণৈকার্থ্য অসমবায়িকারণ বলা হয়। যেমন, তন্ত্ররূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ। এখানে পটরূপ কার্য। কিন্তু তন্ত্ররূপ (কারণ) ও পটরূপ (কার্য)-এর সামানাধিকরণ্য (একই অধিকরণে থাকা) সাক্ষাৎভাবে দেখানো যায় না। তবে পরম্পরাভাবে এরা একই অধিকরণে থাকে, তা দেখানো যায়। তাই তন্ত্ররূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ। তন্ত্ররূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে তন্ত্রতে। তন্ত্র তন্ত্ররূপে অধিকরণ। কিন্তু সেই তন্ত্রতে পটরূপ (কার্য) থাকে না। পটরূপ থাকে পটে। তাই তন্ত্ররূপ (কারণ) ও পটরূপ সামানাধিকরণ হয় না। কিন্তু তন্ত্ররূপের অধিকরণ তন্ত্রতে পটরূপের কারণ পট সমবায় সম্বন্ধে থাকে। অর্থাৎ তন্ত্ররূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে তন্ত্রতে এবং সেই তন্ত্রতে পটরূপের সমবায়িকারণ পট সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এভাবে পরম্পরা সম্বন্ধে বা স্বসমবায়ি সমবায় সম্বন্ধে তন্ত্ররূপ পটরূপের সমবায়িকারণ পটে থাকে বলে তন্ত্ররূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ হয়।

(৩) নিমিত্তকারণ (Efficient cause) : অল্পভট্ট তর্কসংগ্রহে নিমিত্তকারণের লক্ষণ দিয়েছেন- 'তৎ উভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্তকারণম্'। (তর্কসংগ্রহ)।

অর্থাৎ : যে কারণ সমবায়ি ও অসমবায়ি এই উভয় কারণ থেকে ভিন্ন তাই নিমিত্তকারণ।

যে কারণ কোন কার্যের সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ থেকে ভিন্ন তাই নিমিত্তকারণ। যেমন, পটকার্যের প্রতি তন্ত্র সমবায়িকারণ এবং তন্ত্র-সংযোগ অসমবায়িকারণ। কিন্তু এই দুই প্রকার কারণ ছাড়াও পটকার্যের বহুবিধ কারণ আছে, যথা- তুরী, বেমা, তন্ত্রবায় প্রভৃতি। এই কারণগুলিকে পটকার্যের নিমিত্ত কারণ বলা হয়। তুরী, বেমা, তন্ত্রবায় প্রভৃতিতে পট সমবায় বা স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে থাকে না। ফলে এগুলি পটের সমবায়ি বা অসমবায়ি কারণ হয় না। অথচ তুরী, বেমা, তন্ত্রবায় প্রভৃতি যে পটে প্রতি কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ধরনের কারণকেই ন্যায়-বৈশেষিকমতে নিমিত্ত কারণ বলা হয়।

৪.০ : বৈশেষিক পরমাণুবাদ

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কণাদের মতে জগতের যাবতীয় অনিত্য ও যৌগিক বস্তু পরমাণু থেকেই উৎপন্ন। পরমাণু হলো জগতের উৎপত্তির প্রতি উপাদান কারণ। বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয়টি- ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ), দিক, কাল, আত্মা এবং মন। এর মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ এই চারটি হলো অনিত্য ভূতদ্রব্য। বাকিগুলি নিত্যদ্রব্য। চারটি অনিত্য ভূতদ্রব্যের ক্ষুদ্রতম এবং অবিভাজ্য অংশই হলো পরমাণু। অর্থাৎ পরমাণু চারপ্রকার, যথা- ক্ষিতি পরমাণু, জল পরমাণু, তেজ পরমাণু এবং বায়ু পরমাণু। এই পরমাণুগুলির গুণগত পার্থক্য থাকায় এরা প্রত্যেকে ভিন্ন। ক্ষিতি পরমাণুর গুণ হলো গন্ধ, জল পরমাণুর গুণ হলো স্বাদ, তেজ পরমাণুর গুণ

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা।

হলো রূপ এবং বায়ু পরমাণুর গুণ হলো স্পর্শ। জগতের যাবতীয় অনিত্য ও সাবয়ব বস্তুর সৃষ্টি ও ধ্বংস ব্যাখ্যা করার জন্যেই ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণু স্বীকার করা হয়েছে।

যেহেতু পরমাণু হলো জড়বস্তুর অবিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম অংশ, তাই পরমাণু অতীন্দ্রিয়। এ কারণে প্রত্যক্ষের দ্বারা পরমাণুকে জানা যায় না। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এই অনুমান প্রমাণ হিসেবে ন্যায়-বৈশেষিক মতে বলা হয়, জড়বস্তুকে যদি আমরা ভাঙতে শুরু করি তাহলে ভাঙতে ভাঙতে আমরা এমন একটা অংশে উপনীত হই যাকে আর বিভাগ করা যায় না। জড়বস্তুর এই অবিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম অংশকেই পরমাণু বলা হয়। পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ পরমাণুকে আর ভাঙা যায় না, কারণ পরমাণু হলো নিরংশ বা নিরবয়ব। কেননা যার অংশ বা অবয়ব নেই তাকে ভাঙা যায় না।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে আরো বলা হয়, জড়বস্তুর বিভাজন অনন্তকাল ধরে চলে একথা স্বীকার করলে পর্বত এবং সর্ষের পরিমাণের তারতম্য ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ সেক্ষেত্রে জড়বস্তুর বিভাজনের ফলে আমরা যে অবয়ব পাই, তার আবার অবয়ব থাকবে, সেই অবয়বেরও আবার অবয়ব থাকবে। এইভাবে পর্বত এবং সর্ষে অনন্ত অবয়ব বিশিষ্ট হওয়ায় উভয়ের পরিমাণের পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু আমরা জানি যে, পর্বত এবং সর্ষের মধ্যে পর্বত হলো বৃহত্তর এবং সর্ষে হলো ক্ষুদ্রতর। পর্বত এবং সর্ষের পরিমাণের তারতম্য ব্যাখ্যা করার জন্যে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে বস্তুর বিভাজন প্রক্রিয়া কোন না কোন সময় শেষ হয়। যেহেতু সর্ষের থেকে পর্বতের অবয়ব-সংখ্যা বেশি সেহেতু আমাদের স্বীকার করতে হবে উভয়ের বিভাজন প্রক্রিয়া ভিন্ন সময়ে শেষ হয়। পর্বত এবং সর্ষের অবয়বে ভেদ থাকায় উভয়ের পরিমাণের ভেদও অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং, পরমাণু নিরবয়ব তা প্রমাণিত হয়।

যেহেতু পরমাণু নিরবয়ব, সেহেতু পরমাণু নিত্য। অর্থাৎ পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। উৎপত্তি অর্থ বিভিন্ন অবয়বের সংযোগ এবং বিভাগ অর্থ বিভিন্ন অবয়বের বিভাগ। যেহেতু পরমাণুর কোন অবয়বই নেই, সেহেতু পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই।

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা এই পরমাণুর সাহায্যে জগতের যাবতীয় অবয়ব এবং অনিত্য বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসকে ব্যাখ্যা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, পরমাণুগুলি বিশেষ গুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট। কিন্তু গুণবিশিষ্ট হলেও তারা গতিহীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। তাহলে গতি ছাড়া সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যাবে কীভাবে ? মূলত এখানেই ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা জগতের নিমিত্ত-কারণ হিসেবে একজন ঈশ্বর বা পরমাত্মার সত্তা স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, পরমাণুগুলি স্বরূপত গতিহীন হলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় (চিকীর্ষা) পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে জগতের যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে, ঈশ্বর যেহেতু পূর্ণতম সত্তা, তাঁর কোন অপূর্ণ ইচ্ছা নেই, তাহলে পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা ঈশ্বরের মনে জাগে কেন ? উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকেরা বলেন, জীব যাতে অদৃষ্ট অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করতে পারে, সেজন্য ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। অদৃষ্ট হলো জীবের শুভ ও অশুভ কর্মফলের সমষ্টি। পরমাণু ও অদৃষ্টের নিজস্ব ক্রিয়াশীলতা নেই। তাই ঈশ্বর জীবের অদৃষ্টশক্তি অনুসারে তাদের কর্মফল ভোগের

শিক্ষক -রাসপতি মণ্ডল (দর্শনাচার্য) (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ফিলসফি), বঙ্গবাসী কলেজ ,কলকাতা ।

জন্য পরমাণুগুলির সাহায্যে এই সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আবার প্রয়োজনবোধে তিনি পরমাণুগুলির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে জগতের বিনাশসাধন করেন। সুতরাং বৈশেষিক মতে, পরমাণুগুলি হলো জগৎ ও জাগতিক বস্তুগুলির সৃষ্টির প্রতি উপাদান কারণ বা সমবায়িকারণ এবং ঈশ্বর ও জীবের অদৃষ্ট হলো নিমিত্ত কারণ। যেহেতু সৃষ্টির মাধ্যমে জীব কর্মফল ভোগ করে, সেহেতু সৃষ্টিপ্রক্রিয়া হলো উদ্দেশ্যমূলক।

বৈশেষিক মতে জাগতিক বস্তুর সৃষ্টির প্রতি পরমাণুসংযোগ হলো অসমবায়িকারণ। এখানেও প্রশ্ন, পরমাণুগুলি যদি নিরবয়ব পদার্থ হয়, তাহলে একটি পরমাণুর সঙ্গে অপর একটি পরমাণু সংযুক্ত হয় কীভাবে ? কোন দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি দ্রব্যের সংযোগস্থলে, একটি দ্রব্যের কোন অংশের সঙ্গে অপর দ্রব্যের কোন অংশের সংযোগ ঘটে। পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করলে পরমাণুর অংশ স্বীকার করতে হবে। আর পরমাণুর অংশ স্বীকার করলে পরমাণুকে নিরবয়ব বলা যাবে না। উত্তরে বৈশেষিকেরা বলেন, সাবয়ব দুটি দ্রব্য যেমন পরস্পর সংযুক্ত হয়, অনুরূপভাবে দুটি নিরবয়ব পদার্থও পরস্পর সংযুক্ত হতে পারে। পরমাণুসংযোগে কীভাবে বস্তুসৃষ্টি হয় তা বৈশেষিকেরা ব্যাখ্যা করেছেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় গতি সঞ্চারিত হওয়ার ফলে প্রথমে দুটি সজাতীয় পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং তার ফলে একটি দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হয়। যেমন দুটি ক্ষিতি-পরমাণু সংযুক্ত হয়ে ক্ষিতির দ্ব্যণুক সৃষ্টি হয়। অপ, তেজ ও মরুতের দ্ব্যণুকের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি প্রক্রিয়া একই থাকে। বিজাতীয় পরমাণু সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি কখনও হয় না। পরমাণুগুলির ন্যায় দ্ব্যণুকও প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই দ্ব্যণুকের সৃষ্টিই হলো সৃষ্টির প্রথম স্তর। পরবর্তী স্তরে সজাতীয় তিনটি দ্ব্যণুকের সমন্বয়ে গঠিত হয় ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু। ত্রস অর্থ গতি। ত্রসরেণু হলো গতিশীল রেণু। এই ত্রসরেণু হলো প্রত্যক্ষযোগ্য এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুসমূহ। এরপর চারটি ত্র্যণুক মিলে উৎপন্ন হয় একটি চতুরণুক। স্বভাবতই চতুরণুক হলো ত্র্যণুক অপেক্ষা স্থূল পদার্থ। এভাবেই ক্রমে ক্রমে স্থূল থেকে স্থূলতর একই জাতীয় বস্তুর (স্থূলতর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ) সৃষ্টি হয়।